Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 77
Submission title:	5TH PAPER.pdf
File name:	5TH_PAPER.pdf
File size:	51.37M
Page count:	25
Word count:	254
Character count:	898
Submission date:	30-Jul-2022 12:45AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876837115

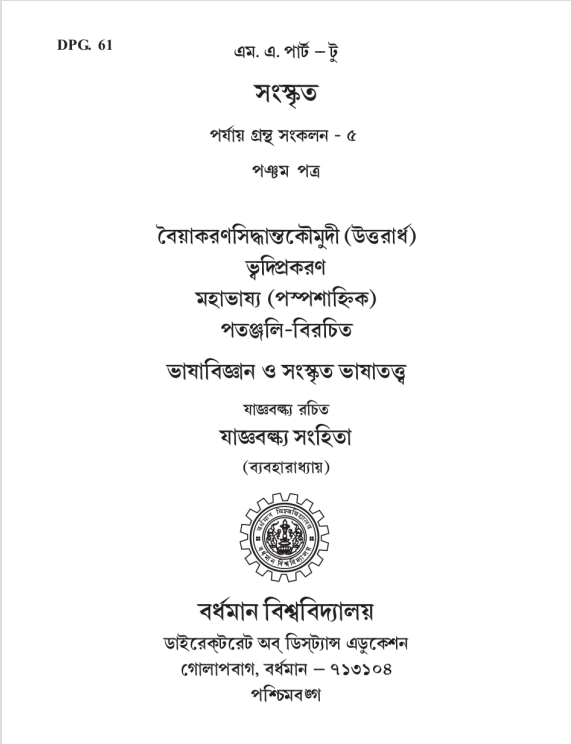

DPG. 61

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

পর্যায় গ্রন্থ সংকলন - ৫

পঞ্চম পত্র

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)
ভূদিপ্রকরণ
মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)
পতঞ্জলি-বিরচিত

ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

যাজ্ঞবল্ক্য রচিত
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
(ব্যবহারাধ্যায়)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

5TH PAPER.pdf

by Soumen Mondal

Submission date: 30-Jul-2022 12:45AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876837115
File name: 5TH_PAPER.pdf (51.37M)
Word count: 254
Character count: 898

DPG. 61

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

পর্যায় গ্রন্থ সংকলন - ৫

পঞ্চম পত্র

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)
ভ্বাদিপ্রকরণ
মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)
পতঞ্জলি-বিরচিত

ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

যাজ্ঞবল্ক্য রচিত

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

(ব্যবহারাধ্যায়)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী

সংস্কৃত বিভাগ
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান

অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী
সংস্কৃত বিভাগ
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ :নভেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান পুনমুদ্রণ প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ- উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করবার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছিলেন অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বর্ধমান বিশ্ববিধ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সকল অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ছড়িয়ে থাকা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষকদের পরামর্শ ও সহায়তায় ফসল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলির শিক্ষার্থী ও সংস্কৃত সাহিত্যপ্রিয় সাধারণ পাঠকের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় ডিসেম্বর,২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এম.এ. প্রথম বর্ষের পাঠ উপকরণগুলি আগে ১৩টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণের একাধিক পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে ৪টি পর্যায়-গ্রন্থ সংকলনের চেহারায় প্রকাশ করা হল মাত্র। পাঠ উপকরণগুলি সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবটুকুই অবিকল এক রইল। এই কারণেই রয়ে গেল মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ- উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মতো পৌঁছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সুষ্ঠুভাবে সময়মতো প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পর্যায়-গ্রন্থ সংকলন:'৫' এ রয়েছে পঞ্চম পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে পাঠ-উপকরণগুলির সম্পদকীয়তে উল্লিখিত ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে অভিন্ন এবং পরীক্ষাও গৃহীত হয় একই সঙ্গে''- এটি বর্তমান অবস্থার যথার্থ নয়। বর্তমানে, নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্য্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না। যেহেতু আমরা বর্তমান সংস্করণে পাঠ-উপকরণগুলির কেবলমাত্র সজ্জাক্রম ছাড়া আর কোথাও কিছু পরিবর্তন করিনি তাই সম্পদকীয় অংশের ঐ বিবৃতিটিও থেকেই গেছে।

ভাস্কর মুখার্জী
কোর ফ্যাকাল্টি, সংস্কৃত
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

ভ্বাদিপ্রকরণ

অধুনা এই বঙ্গখণ্ডে সারস্বত, মুগ্ধবোধ, কাতন্ত্র বা কলাপ প্রভৃতি ব্যাকরণগুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরম্পরা যদিও প্রচলিত, তথাপি এ কথা সর্বাগ্রে অনস্বীকার্য্য যে, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন মুনি-কর্ত্তৃক সুপ্রণীত পাণিনিব্যাকরণের (ত্রিমুনিব্যাকরণের) চর্চা সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে ক্রমান্বয়ে শুধুমাত্র এই বঙ্গেই নয়, সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে সদা সমাদৃত হয়েছে ও ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই এর পরম্পরা সুরক্ষিত থাকবে।

মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর নির্দিষ্ট সূত্রক্রমকে অনুসরণ ক'রে বিরচিত কাশিকাবৃত্তি, ভাগবৃত্তি, ভাষাবৃত্তি প্রভৃতি প্রাচীন বৃত্তিগ্রন্থগুলি দৃষ্টচর হলেও শব্দের 'প্রক্রিয়াক্রম' অনুসারে বোধসৌকর্যার্থে পাণিনির সূত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে সুবিন্যস্ত করে রামচন্দ্র, ভট্টোজি দীক্ষিত প্রমুখ বৈয়াকরণগণ বর্ত্তমান কালে পাঠকবর্গের যে সুমহান্ উপকার সাধন করেছেন, তা নির্বিবাদে স্বীকার্য্য। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, আচার্য্যপ্রবর ভট্টোজিদীক্ষিত তাঁর প্রক্রিয়াগ্রন্থ রচনাকালে পূর্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদীর আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, বিদ্বৎকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত হয়েও ভট্টোজি বহুস্থলে প্রক্রিয়াকৌমুদীকারের মত বিচারসমীক্ষাপূর্বক খণ্ডন ক'রে স্বকীয় মতকে সম্যক্‌রূপে উপন্যাস করেছেন। ফলত ধুরন্ধর বৈয়াকরণকেশরী ভট্টোজি দীক্ষিতের অসামান্য পাণ্ডিত্য, অনবদ্য স্বাতন্ত্র্য ও নিসর্গপ্রতিভা পদে পদে প্রকটিত হয়েছে। এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মকীর্ত্তি-রচিত 'রূপাবতার' (আনুমানিক দ্বাদশ খ্রিষ্টীয়), বিমলসরস্বতী-রচিত 'রূপমালা' (আনুমানিক চতুর্দশ খ্রিষ্টীয়) ও রামচন্দ্রকৃত প্রক্রিয়াকৌমুদী (পঞ্চদশ খ্রিষ্টীয়) প্রভৃতি পাণিনি-সম্প্রদায়ের প্রক্রিয়াগ্রন্থে কোথাও অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়নি। কিন্তু ষোড়শ খ্রিষ্টীয় মতান্তরে সপ্তদশ খ্রিষ্টীয় ভট্টোজি দীক্ষিতের প্রক্রিয়াগ্রন্থে পাণিনির সমস্ত সূত্রগুলিই সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাত হয়েছে। এইভাবে অন্যান্য প্রক্রিয়াগ্রন্থের তুলনায় ভট্টোজি দীক্ষিতের আলোচ্য প্রক্রিয়াগ্রন্থটি বিশেষ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছে।

শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগরূপ ব্যুৎপত্তি নির্বচন বা প্রক্রিয়াবোধক ব্যাকরণ গ্রন্থই 'প্রক্রিয়াগ্রন্থ'। আর প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিভাগ বিশ্লেষণপূর্বক লৌকিক ও বৈদিক মূল শব্দগুলির সংস্কার সাধন বা শব্দগুলির সাধুত্ব নিরূপণই পাণিনিব্যাকরণ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই দীক্ষিতমহোদয় 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী' সংজ্ঞক প্রক্রিয়াগ্রন্থটিকে সযত্নে প্রণয়ন করেছেন। বৈয়াকরণদের যে সকল সিদ্ধান্ত অথবা পাণিনীয় ব্যাকরণে বিরাজমান যে সমস্ত প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত তাঁদের 'কৌমুদী' বা জ্যোৎস্নাই হ'ল 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী'। এটি 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' নামেও পরিচিত। চাঁদের অতিই মনোরম জ্যোৎস্না যেমন রাতের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত ক'রে জগতের যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশিত করে ও সকলের চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত করে, তেমনি বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী শব্দতত্ত্বজিজ্ঞাসু অব্যুৎপন্নবুদ্ধি ব্যক্তিদের সকল অজ্ঞান-অন্ধকার ছিন্ন ক'রে ব্যাকরণের মুখ্য প্রতিপাদ্য শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে শাব্দিকগণের যাবতীয় সিদ্ধান্তকে উদ্ভাসিত করে এবং শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণকে পরম আনন্দে অভিষিক্ত করে।

আরো কথা এই, সমগ্র সিদ্ধান্তকৌমুদীকে নিয়মিত অধ্যয়ন ও যথাবিধি নিত্য পারায়ণ করতে পারলে ভগবান্ পতঞ্জলির মহাভাষ্যের দুরবগাহ মর্মার্থকেও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর এই কারণেই বিদ্বজ্জনেরা বলে থাকেন,

কৌমুদী যদি কণ্ঠস্থা বৃথা ভাষ্যে পরিশ্রমঃ।
কৌমুদী যদ্যকণ্ঠস্থা বৃথা ভাষ্যে পরিশ্রমঃ।।

'কৌমুদী' অর্থাৎ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী যদি কণ্ঠস্থ বা নিরন্তর অধ্যয়ন দ্বারা সম্যক্ অধিগত হয়, তা হলে 'বৃথা ভাষ্যে পরিশ্রমঃ' অর্থাৎ অতিগম্ভীর পাতঞ্জল ভাষ্যের অর্থগ্রহণে অধিক যত্নের প্রয়োজন হয় না। আর সেই সিদ্ধান্তকৌমুদী যদি অকণ্ঠস্থ হয় বা আয়ত্ত না হয় তবে মহাভাষ্য অধ্যয়নে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হয় বা বিফল হয় অর্থাৎ ভাষ্যবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না।

পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ এই দুই ভাগে প্রবিভক্ত বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীর উত্তরার্ধগত তিঙন্ত'ভ্বাদি' প্রকরণটি দীক্ষিতের আলোচ্য প্রক্রিয়াগ্রন্থটিতে এক অমূল্য সমুজ্জ্বল স্থান অধিকার করেছে। শাব্দবোধকালে বা বাক্যগতপদজন্য পদার্থবোধ কালে 'তিঙন্ত' পদের একান্ত অরিহার্য্য ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। বাক্যের অস্তিত্বে তিঙন্ত পদই নিয়ামক। বাক্যের ক্রিয়াবিশেষ্যক শাব্দবোধই বৈয়াকরণদের অভিপ্রেত। সেখানে বিশেষ্যরূপ ক্রিয়ারই প্রাধান্য আর সেই ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বাক্যগত অন্যান্য পদের অপ্রধান্য। সুতরাং বাক্যে ক্রিয়ার বাচক ভূ-প্রভৃতি ধাতুপ্রকৃতিক তিঙন্ত পদেরই সর্বাধিক প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়। এর ফলে তিঙন্ত ভ্বাদি বিষয়ক বিশেষ পর্যালোচনা ব্যবহারবিদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হয়।

'মহাভাষ্য'

শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের পরম উপজীব্য হল 'শব্দ'। শব্দকে আশ্রয় করেই মানবীয় মেধা ও সাধনা রূপান্তরিত হয়েছে শব্দাত্মক বিভিন্ন শাস্ত্রে। শব্দ ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কাব্যতত্ত্ববিৎ দণ্ডী বলেছেন—

'ইদমন্ধতমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।' (কাব্যাদর্শ ১/৪)

শব্দতত্ত্ববিৎ ভর্ত্তৃহরি বলেছেন—

'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।' (বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড ১)

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, একমাত্র স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মেরই প্রকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও ঘটপটাদি সকল বস্তুই প্রকাশিত হয় **'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'** (মুণ্ডকোপনিষৎ ২/২/১০)। বৈয়াকরণগণ সেখানে শব্দকেই ব্রহ্ম বলেছেন। তাই এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, স্বপ্রকাশ শব্দব্রহ্মজ্যোতির দীপ্তিতে বিশ্বপ্রপঞ্চ দীপ্তিমান্। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে জগৎ যেমন ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, তেমন শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মতে জগৎ শব্দের বিবর্ত্ত, আর যেহেতু শব্দ ব্রহ্মময়, সেহেতু শব্দাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে পর্যবসিত। এই কারণে তত্ত্ববিষয়ে পতঞ্জলিপ্রমুখ দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত বিদ্বৎসম্প্রদায়ে 'শব্দব্রহ্মবাদ' নামে প্রখ্যাত।

এখানে অনুসন্ধেয় এই, অদ্বৈত বেদান্তীদের সিদ্ধান্তে উপাসনা ও জ্ঞান এই উভয়বিধ প্রয়োজন অনুসারে অবস্থাভেদে ব্রহ্মপরিণামবাদ ও ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ উভয়ই স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে অধ্যারোপন্যায়ে উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রসক্তির দ্বারা ব্রহ্মপরিণামবাদ সিদ্ধ হয়। আর অপবাদন্যায়ে নির্গুণ নিষ্প্রপঞ্চ জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মে প্রসক্ত প্রপঞ্চের নিষেধ দ্বারা ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ উপপন্ন হয়। উপাসনার মাধ্যমেই সাধকের জ্ঞানরাজ্যে উত্তরণ হয়। যেখানে ব্রহ্ম নানারূপে উপাসিত হন, সেখানে ব্রহ্মপরিণামবাদ অপরিহার্য্য। আর যেখানে বহু জীব ও বিচিত্র জগতের নানাত্বের মধ্যে আত্মার একত্বদর্শন স্বীকৃত হয়, সেখানে 'বিবর্ত্তবাদ' অনস্বীকার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মপরিণামবাদকে স্বীকার না করে ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাই বলেছেন—

'বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
প্রতিষ্ঠিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।।' (সংক্ষেপশারীরক ২/৪১)

ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ ও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ১/২/১৩ সূত্রে ব্যাবহারিক উপাসনার জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদকে স্বীকার করেছেন। পরে আরম্ভণাধিকরণে পারমার্থিক মোক্ষসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মবিবর্তবাদকে প্রদর্শন করেছেন। শব্দাদ্বৈতবাদী পতঞ্জলি ভর্ত্তৃহরিপ্রমুখ দার্শনিকগণও একই রীতিতে কোথাও শব্দপরিণামবাদী, আবার কোথাও শব্দবিবর্ত্তবাদী। এই কারণে আমরা একদিকে দেখি সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বেদান্তের পরিণামমুখী ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাষ্যকার পতঞ্জলি শব্দের নিত্যজাতিশক্তিতে পক্ষপাতী, আবার অন্যদিকে দেখি, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী বেদান্তের বিবর্ত্তবাদমুখী পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি শব্দের অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড নিত্য ব্যক্তিশক্তিতে বিশ্বাসী। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের ন্যায় পাণিনির ব্যাকরণদর্শনেও দৃষ্টিভেদে শব্দব্রহ্মের পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ উভয়ই প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থিত হয়েছে।

বক্তব্য এই, পাণিনি প্রভৃতি শব্দশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের বিহিত নিয়ম অনুসারে ব্যাকৃতি বা প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগাদির অবগতি পূর্বক শব্দের স্বরূপ বিজ্ঞান ধর্মজনক হয় (**'শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ'** মহাভাষ্য)। অনন্তর **'ধর্মেণ পাপমপনুদতি'** (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০/৬৩/৭) এই শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে শাস্ত্রজ্ঞানপ্রযুক্ত ধর্মার্জনে চিত্ত বিনির্মল হয়। অতঃপর বৈয়াকরণের চিত্ত ক্রমশ বৈখরী থেকে মধ্যমায় এবং মধ্যমা থেকে পশ্যন্তীতে উন্নীত হয়। শব্দতত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধচিত্ত সমাহিত যোগী সবিকল্পসমাধিতে সখণ্ড 'পশ্যন্তী' বাক্‌তত্ত্বকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। এবং নির্বিকল্প সমাধিতে তিনিই আবার অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরাবাক্‌তত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে অপরোক্ষ অনুভব করেন। এখানে মূলাধারস্থ আত্মস্বরূপ পরা বাক্‌কে বৈয়াকরণগণ বলেছেন 'শব্দব্রহ্ম'। এই শব্দব্রহ্মই শ্রুত্যুক্ত সর্বব্যাপী আত্মচৈতন্য। এর সম্যক্ জ্ঞানই দুঃখময় বন্ধননাশের প্রকৃষ্ট সাধন। ব্যাকরণ থেকে এইভাবে শব্দব্রহ্ম বিজ্ঞানে আত্মস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ সম্ভাবিত হয়। এই কারণেই ব্যাকরণ শাস্ত্রকে মোক্ষের দ্বার বলা হয়েছে—

'তদ্বারমপবর্গস্য' (বাক্যপদীয় ১/১৪)

অভিপ্রায় এই, ধর্ম ও মোক্ষ এই দুটি তত্ত্বের প্রতিপাদক বেদই ভারতীয় দর্শনচিন্তার মূল উৎস। আর ব্যাকরণ হল কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক সকল বেদবাক্যের অর্থপ্রতিপাদক শাস্ত্র। সুতরাং ব্যাকরণ বেদবাক্যের অর্থবোধের মাধ্যমে পরম্পরায় ধর্ম ও মোক্ষ উভয়বিধ প্রয়োজনকেই প্রতিপাদন করে। আর এই কারণে ছন্দ, কল্প প্রভৃতি শাস্ত্র বেদের চরণ ও হস্তাদি রূপে অভিহিত হলেও ব্যাকরণশাস্ত্র বেদপুরুষের মুখস্থানীয় প্রধান অঙ্গরূপে কীর্ত্তিত হয়েছে।

''ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।' (পাণিনীয় শিক্ষা ৪১-৪২)

সুতরাং নির্দিধায় বলা যায়, সুধী বৈয়াকরণ সমাজে মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণই সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বোত্তম। প্রক্রিয়াংশে, বিচারাংশে ও দর্শনাংশে উপবৃংহিত হ'য়ে বিপুল এই ব্যাকরণ অভূতপূর্ব বেদাশ্রয়ী বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত হয়েছে। মহত্ত্বপূর্ণ দার্শনিক মহিমায় মহনীয় 'ত্রিমুনি' ব্যাকরণ ভারতীয় আস্তিক সমাজকে সদা আলোকিত ও আলোড়িত করেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ পাণিনির বিবক্ষিত দার্শনিক তত্ত্ব অনবদ্য ও অনুপম পাতঞ্জল মহাভাষ্যে বিকশিত হয়েছে এবং পরবর্ত্তীকালে সেটি প্রকৃষ্টরূপে প্রসারিত হয়েছে ভর্ত্তৃহরিপ্রমুখ দার্শনিকগণের প্রণীত 'বাক্যপদীয়' প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীস্থ সামান্য-বিশেষ সূত্র ও বৃত্তি বিচারপূর্বক সূত্রের মর্মার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের আপাতত এটাই মনে হয় যে, বর্ণাগম-বর্ণলোপ-বর্ণবিপর্যয় ও প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগাদি শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহামতি পাণিনি তাঁর শাস্ত্রে শব্দের গঠন পদ্ধতি প্রদর্শনপূর্বক শব্দের যৌগিক অর্থকে ও তার সাধুত্বকে যথাযথভাবে নিরূপণ করেছেন। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান সহ সূত্রভাষ্য ভাষ্যবার্ত্তিক ও ভাষ্যপ্রদীপ-উদ্যোত প্রভৃতি গ্রন্থ পারায়ণ করলে এটাই সুপ্রতীত হয় যে, শব্দের ব্যুৎপত্তি বা নিরুক্তিলভ্য অর্থ শাব্দিকগণের একমাত্র অভিলষিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শব্দেরই অখণ্ড সত্তারূপ বাচ্য অর্থের বিশেষ অবধারণে ও ব্রহ্মস্বরূপ স্ফোট শব্দের সম্যক্ বিনিশ্চয়ে ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই শব্দশাস্ত্রের পরম উদ্দেশ্য। অতএব শব্দের প্রকৃত অর্থকে নির্ণয় করতে গিয়ে বৈয়াকরণগণ অমৃত মোক্ষতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন, এ যেন কড়ি খুঁজতে গিয়ে চিন্তামণিকে পাওয়া। একথা স্বয়ং ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন— "**বরাটকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবান্**" (শব্দকৌস্তভ)

দীক্ষিতের ভ্বাদিপ্রকরণটি ও মহাভাষ্য গ্রন্থটি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল এম্.এ. পাঠক্রমের জন্যই নয়, ইউ. জি. সি. ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত নেট্ ও সেট্ পাঠক্রমের জন্যও বিশেষ পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছে। তিঙন্ত ভ্বাদিতত্ত্ব ভাষ্যোদ্ভাবিত শব্দতত্ত্ব নিতান্তই জটিল। অধিক জটিলতাহেতু এর কিছু লিখিত ব্যাখ্যা প্রকাশনের জন্য বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটিকে পূর্বে বাস্তবায়িত করা নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা পাঠক্রম চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রেরণায় ও নয়াদিল্লির ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন কাউন্সিলের অর্থানুকূল্যে ভট্টোজিকৃত ভ্বাদিপ্রকরণটি মহাভাষ্য গ্রন্থটি অবলম্বন করে কিছু লিখে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। যাঁরা সেই সুযোগটি আমাকে করে দিয়েছেন আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রকাশনকার্য্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগী সহৃদয় প্রিয়জনবর্গকেও যথোচিত আন্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নানা কার্য্যে ব্যগ্রতাবশতঃ দ্রুত প্রকাশনের জন্য যদি কোথাও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়ে থাকে সুধী জনগণের কাছে প্রার্থনা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সেটি তাঁরা মার্জনা করবেন।

যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিত্তদ্গুরোরেব মে ন হি।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিত্তন্মমৈব গুরোর্নহি।

সবিনয়নিবেদনমিতি

৩০.০৬.২০০৬

আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য

সম্পাদকের পক্ষ থেকে

।। ১ ।।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের ভাষণ দান ভাষাচর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

'The Sanskrit language, whatever be its antiqujity is of wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed that no philologer could examine them at all without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. There is a similar reason though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtick, though blended with a different idiom had the same orgin with the Sunskrit, and the old persian might be added to the same family.'

অর্থাৎ, সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাইহোক না কেন এর পরিকাঠামো বিস্ময়কর। এই ভাষা গ্রীক ভাষার চেয়ে অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত। এই ভাষা ল্যাটিনের চেয়ে অধিক শব্দসম্পদ-সম্পন্ন। আবার এই ভাষা গ্রীক ও ল্যাটিন এই উভয়ভাষার চেয়ে অধিকতর সুন্দরভাবে পরিশুদ্ধ। তবে ক্রিয়ার মূল যে ধাতু তার ব্যবহারের এবং ব্যাকরণসম্মত শব্দরূপ ও ধাতুরূপের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রীক ও ল্যাটিনের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য এমনই বিস্ময়কর যে, মনে হবে, এই তিনটি ভাষাই জন্ম নিয়েছে একই উৎস ভাষা থেকে। এই উৎস ভাষা হয়ত এখন লুপ্ত। কিন্তু এই লুপ্ত ভাষা থেকেই হয়ত গথিক, কেল্টিক ও প্রাচীন পরসিক ভাষা সংস্কৃতের পাশাপাশি উদ্ভূত হয়েছে।

স্যার উইলিয়াম জোন্সের উক্ত বিবৃতি ইউরোপীয় ভাষা-জিজ্ঞাসুদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রানৎস বপ্ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন এক গ্রন্থ। এর ইংরাজি নাম হচ্ছে 'On the Conjugation System of the Sanskrit Language in comparison with that of the Greek, Latin, Persian and Germanic Languages.' এই গ্রন্থে গ্রীক, ল্যাটিন, পারসিক ও জার্মানিক ভাষার সঙ্গে তুলা করে সংস্কৃতের ক্রিয়ারূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এইভাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। এটি হয় একটি নূতন শাস্ত্র। বপ্ অবশ্য ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন Comparative Grammar of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic and German। এটি ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত ভাষা সংস্কৃত, বাবেস্তা, গ্রীক, ল্যাটিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ। বপ্ আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এইভাবে বপ্ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকে আরও এগিয়ে দেন। ক্রমে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যাদের সাহায্যে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স কর্তৃক সংকেতিত উৎস ভাষার কাল্পনিক কিন্তু যুক্তিসংগত রূপ

গঠনের পথ প্রস্তুত হয়, এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয় সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। এইজন্য টি. বারো মন্তব্য করেছেন, 'The whole science of linguistics has come into existence as a result of the stimulus provided by the discovery of Sanskrit.'

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়ন ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ধীরে ধীরে ভাষার বিবর্তন অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছে। অনুসৃত হয়েছে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানের পদ্ধতি। বিংশ শতাব্দীতে বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণেই বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে আলোচিত হতে দেখা যায়। আবার বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নোয়াম চম্স্কি হয়েছেন রূপান্তরমূলক উৎপাদনমূলক ব্যাকরণের প্রবক্তা। তিনিও মনে করেছেন, পাণিনির ব্যাকরণ একপ্রকার উৎপাদনমূলক ব্যাকরণ। তাঁর কথায়, "What is more, it seems that even Panini's grammar can be interpreted as a fragment of 'generative grammar' in essentially the contemporary sense of this term."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরই সম্পূর্ণ একটি নূতন শাস্ত্রেরর দিগন্ত উন্মোচিত হল। আবার এখনও ভাষা বিজ্ঞানচর্চায় পাণিনীয় ব্যাকরণ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। অতএব, সংস্কৃত ভাষার আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান সম্মত অধ্যয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার স্বরূপ অবধারণ করা সম্ভব হলেও, এমনকি সংস্কৃত ভাষাকে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হলেও তার বিবর্তনের দিকটি সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাকে ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিচার করা যায় না। তাই সংস্কৃত ভাষার সর্বাঙ্গীণ রূপটি বুঝতে হলে চাই সংস্কৃত ভাষা তত্ত্বের অনুশীলন। আর সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বুঝতে হলে চাই ভাষা বিজ্ঞানের নীতিগুলির সাধারণ জ্ঞান।

।। ২ ।।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অর্ধভাগে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা শিক্ষার্থীদের থাকা বাঞ্ছনীয় বলেও মনে করা হয়েছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা পাঠক্রম চালু করেছে। সেইজন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন আবশ্যক হয়েছে। ভাষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুত বিষয়গুলির কিছু সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এবং কিছু সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধীয়। এই বিষয়গুলি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, 'এম.এ. পার্ট ওয়ান, সংস্কৃত, দ্বিতীয়পত্র, দ্বিতীয় অর্ধ'। এখানে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূত ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলির মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। তবে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলির আলোচনা খুবই অল্প করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই ন্যূনতা পূরণের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া আরও কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। তাও দূর করার অঙ্গীকার থাকছে।

পাঠ্যপুস্তকটির প্রকাশনার মুহূর্তে তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় পুস্তকটির মুদ্রণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

আশা করি, যাদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে এবং আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

২৬ মে, ২০০৫

তারাপদ চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় মুখবন্ধ

মনুস্মৃতির শৈলীতে রচিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-রচিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সারা ভারতে সমাদৃত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা শুক্লযজুর্বেদের পারস্কর গৃহ্যসূত্রকে অবলম্বন করে রচিত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তিনটি অধ্যায় বা কাণ্ডে বিভক্ত। এর শ্লোকসংখ্যা ১০০৯টি। এর প্রথম অধ্যায়ের নাম— আচারাধ্যায় বা আচারকাণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম — ব্যবহারাধ্যায় বা ব্যবহার কাণ্ড এবং তৃতীয় অধ্যায়ের নাম প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় বা প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড। মনুসংহিতার প্রথম সাতটি অধ্যায়ে যে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলিই সংক্ষেপে এই গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্যবিষয় বিচারকগণ ও ব্যবহারজীবীগণের দ্বারা অনুসৃত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধি। তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার দোষের জন্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আলোচিত হয়েছে। আমাদের পাঠ্যাংশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ব্যবহারাধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি তিনটি ইউনিটে লিখিত হয়েছে। এগুলির বিশদ আলোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যবহার বা বিচারব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা সহজ হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে দূরশিক্ষা পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। তার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপকমণ্ডলী। তাঁদেরই আগ্রহে ও প্রেরণায় যাজ্ঞবল্ক্য-বিরচিত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় বা ব্যবহারাধ্যায় নামক ছাত্রদের পাঠ্যাংশটির উপর তিনটি পাঠপর্যায় রচনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য অধ্যাপক ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর সুচিন্তিত ও যুক্তিনিষ্ঠ অলোচনা সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তকটি অত্মপ্রকাশ করেছে — 'এম.এ. পার্ট-টু, নবম পত্র, দ্বিতীয় অর্ধ' - এই শিরোনামে। তিনটি ইউনিটে পঠিতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে— উপস্থাপন প্রণালীর সহজ ও সাবলীল ভঙ্গী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)
ভ্বাদিপ্রকরণ
মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)
পতঞ্জলি-বিরচিত

অধ্যাপক আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

যাজ্ঞবল্ক্য রচিত

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

(ব্যবহারাধ্যায়)

ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)
ভ্বাদিপ্রকরণ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
একক - ১	লকারার্থ নিরূপণ ও ধাত্বর্থ বিশ্লেষণ	৩
একক - ২	টিৎ লকার (পরস্মৈপদ) প্রক্রিয়া ও সূত্রের মমার্থ বিচার	১৬
একক - ৩	ঙিৎ লকার (পরস্মৈপদ) প্রক্রিয়া ও সূত্রের মমার্থ বিচার	৩১
একক - ৪	টিৎ লকার (আত্মনেপদ) প্রক্রিয়া ও সূত্রের মমার্থ বিচার	৪৫
একক - ৫	আত্মনেপদ টিৎ লকার ও ঙিৎলকারের পদসাধন প্রক্রিয়া	৫৯

মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)
পতঞ্জলি-বিরচিত

একক - ১	মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থ, 'পস্পশা' শব্দার্থ ও অনুবন্ধ চতুষ্টয় সমীক্ষা	৭৫
একক - ২	ব্যাকরণ অধ্যয়নের আনুষঙ্গি প্রয়োজনসমূহ নিরীক্ষা	৯৪
একক - ৩	শব্দানুশাসনের প্রণালী, শব্দার্থতত্ত্ববিচার ও শাস্ত্রের ধর্মপ্রয়োজকতা সমীক্ষা	১১০
একক - ৪	প্রয়োগমূলক ব্যাকরণের প্রামাণ্য এবং শব্দের প্রয়োগ ও জ্ঞানের ধর্মজনকতা বিচার	১২৫
একক - ৫	'ব্যাকরণ' শব্দের তাৎপর্যার্থ নির্ণয় ও বর্ণসমাম্নায়ের প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ	১৩৫

ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

একক - ১	ভাষাবিজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন	১৪৯
একক - ২	ভাষার স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিভাজন	১৬৯
একক - ৩	ধ্বনিবিজ্ঞান, বাগর্থবিজ্ঞান ও লিপিবিজ্ঞান	১৯০
একক - ৪	ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা	২১৬

যাজ্ঞাবল্ক্য সংহিতা

(ব্যবহারাধ্যায়)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
একক - ১	সাধারণ ও বিশেষ বিচার পদ্ধতি ঋণ-দান ও ঋণগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা	২৩১
একক - ২	উপনিধি, সাক্ষি, লেখ্য, দিব্য, দায়ভাগ প্রভৃতির আলোচনা	২৫৮
একক - ৩	বেতনাদান, দূত-সমাহ্বয়, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, সাহস প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা	২৯৩

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)

ভ্বাদিপ্রকরণ

অধ্যাপক আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (উত্তরার্ধ)

ভ্বাদিপ্রকরণ

ভট্টোজিদীক্ষিত-বিরচিত

ইউনিট-১

পাঠ-১

লকারার্থ নিরূপণ ও ধাত্বর্থ বিশ্লেষণ

পাঠ- সংকেত :

১.০ প্রাক্ কথন

১.১ পাঠের উদ্দেশ্য

১.২.০ লকারার্থ নিরূপণ

১.২.১ 'লঃ কর্মণি চ —' সূত্রের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা

১.২.২ লকারের অর্থ কর্ত্তা, কৃতি নয় - এ বিষয়ে বিরোধীমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিপাদন

১.৩.০ পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ

১.৩.১ 'অনুদাত্তঙিত -' সূত্রব্যাখ্যা

১.৩.২ 'স্বরিতঞিতঃ -' সূত্রব্যাখ্যা

১.৩.৩ পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ লকারের অর্থ

১.৪.০ লাদেশগুলির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সংজ্ঞা

১.৪.১ 'যুষ্মদ্যুপপদে —' সূত্র ব্যাখ্যাপূর্বক মধ্যম পুরুষের সঙ্গী নিরূপণ

১.৪.২ উত্তম ও প্রথম পুরুষের সঙ্গী নিরূপণ

১.৪.৩ 'প্রহাসে চ —' ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যা

১.৫.০ ধাতুর অর্থ বিশ্লেষণ

১.৫.১ অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ

১.৫.২ ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়

১.৫.৩ ধাতুর অর্থনির্ণয়ে উপসর্গের ভূমিকা

১.৫.৪ পাঠ-পরীক্ষণ (সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী)

১.০ প্রাক্কথন

মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠকে উপজীব্য করে রামচন্দ্র-বিরচিত প্রাচীনব্যাখ্যা 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' গ্রন্থ আর ভট্টোজিদীক্ষিত-প্রণীত নবীনব্যাখ্যা 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থ শব্দের গঠনপদ্ধতি বিষয়ে এবং শব্দের

অন্তর্নিহিত অর্থতত্ত্ব বিষয়ে যাবতীয় অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত ক'রে বৈয়াকরণ বিদ্বৎসমাজকে যেভাবে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও আন্দোলিত করেছে, তা বিদ্যার্থিগণের বিশেষভাবে অবধানযোগ্য। পাণিনির উক্ত প্রাচীন ও নবীন উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে যদিও বহু স্থলেই নানা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি শব্দতত্ত্ববিচারণায় সুনিষ্ণাত ভট্টোজিদীক্ষিত হৃদয়গ্রাহী বহু যুক্তিজাল বিস্তারপূর্বক পাণিনীয় সিদ্ধান্তকে তাঁর বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীতে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রৌঢ়মনোরমা, শব্দকৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থে পাণিনিসূত্রের নিগূঢ় মর্মার্থকে যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন তা নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয় ও শাব্দিক জগতে প্রবেশচ্ছুগণের পরম পাথেয়রূপে পরিগৃহীত হয়।

মুনিশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি এবং অসাধারণ বিদগ্ধ বৃত্তিকার ভট্টোজিদীক্ষিতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিকের গূঢ় অর্থ বিবেচনায় পাণিনীয় ব্যাকরণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলির সমুল্লেখ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয় যে, পাণিনির ব্যাকরণ শব্দের লৌকিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বৈদিক প্রক্রিয়াকেও যথাযথভাবে উপন্যাস করে স্বয়ং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে যেটা অন্য কোনও ব্যাকরণে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। এই ব্যাকরণ সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্বাচণরূপ সংস্কার সাধন পূর্বক সাধুত্ব নিরূপণ ক'রে সমগ্র সুরভাষা সাহিত্যের পরম সমৃদ্ধি বিধান করেছে। এটাও স্মরণীয় যে, কেবল শব্দের গঠন প্রণালী বিধায়ক প্রক্রিয়াংশই নয়, পাণিনি-সূত্রের ও শব্দের বিচারাংশ এবং তত্ত্বমূলক দর্শনাংশ এই ব্যাকরণটিকে এক অতুলনীয় অত্যুজ্জ্বল মহিমায় ভূষিত করেছে। মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাণিনির ব্যাকরণ-দর্শনের এই মহনীয় রূপটিকে যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এখন পাণিনীয় সূত্র অবলম্বনে আমাদের আলোচ্য ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত তিঙন্ত ভ্বাদিপ্রকরণে পাণিনির যুগপৎ প্রক্রিয়াংশ ও বিচারাংশের পরাকাষ্ঠা যেভাবে প্রকটিত হয়েছে, আমাদের আলোচনার এই অত্যল্প পরিসরে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদর্শন করা একান্তই দুঃসাধ্য। সিদ্ধান্তকৌমুদীর এই প্রকরণে প্রথমেই ভট্টোজি দীক্ষিত ভ্বাদি পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর লট্ লিট্ প্রভৃতি লকারগুলিকে নিয়ে সুবিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সূত্রের অর্থ ঊহাপোহ বিচার পূর্বক দুরূহ তিঙন্ত পদগুলির রূপ সাধনে অতিশয় ব্যগ্র হয়েছেন। তাঁর সেই সুকঠিন প্রয়াসকে বিদ্বজ্জনের সমক্ষে কিছুটা আলোকপাত করার জন্যই আমাদের এই পাঠগুলির অবতারণা।

১.১ প্রথম পাঠের উদ্দেশ্য

'তিঙন্ত' তত্ত্বকে অবগত হতে গেলে 'তিঙ্' প্রত্যয়তত্ত্বকে ও তার প্রকৃতিভূত ধাতুতত্ত্বকে অনুধাবন করতে হয়। সেখানে ধাতুর উত্তর বিহিত 'তিঙ্' বিভক্তিগুলি যেহেতু লকারেরই আদেশ, সেহেতু লকারের মৌলিক অর্থগুলি কি হবে, তা পাণিনির মতানুসারে পাঠার্থীদের প্রথমেই জানা একান্ত আবশ্যক। **'লঃ কর্মণি চ—'** সূত্রে স্বয়ং পাণিনি সেই লকারের অর্থকে যেভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, বর্ত্তমান পাঠের প্রথমে সেটাই আলোচিত হবে। সেখানে লকারের অর্থ কর্ত্তা হবে না কৃতি হবে এ বিষয়ে মীমাংসক ও ন্যায়-বৈশেষিকগণের সঙ্গে বৈয়াকরণদের বিশেষ মতবিরোধ সমুল্লেখপূর্বক কৃতিশক্তিবাদী মীমাংসক ও ন্যায়-বৈশেষিকগণের মতকে খন্ডন ক'রে কর্ত্তৃশক্তিবাদী বৈয়াকরণদের মতের উৎকর্ষপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপাদন করাই প্রথম পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদের সঙ্গী নিরূপণের মাধ্যমে এবং প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষের সঙ্গী নিরূপণের মাধ্যমে পাণিনি লকারার্থকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, বর্ত্তমান পাঠে সেটাও আলোচিত হবে। এরপর বৈয়াকরণ মতে ধাতুর ফল ও ব্যাপারাত্মক ক্রিয়ারূপ অর্থের স্বরূপ, শাব্দবোধে (বাক্যর্থবোধে) ক্রিয়ার প্রাধান্য, বাক্যের ক্রিয়ামূলকত্ব, প্রসঙ্গত নৈয়ায়িক ও মীনাংসক-সম্মত অভিহিতান্বয়বাদ খন্ডনপূর্বক বৈয়াকরণগণের অভিপ্রেত অন্বিতাভিধানবাদের

তাৎপর্য আলোচিত হবে ও এই পাঠের সব শেষে ধাতুর নানা অর্থের দ্যোতকরূপে উপসর্গের উপযোগিতাও পাঠার্থীদের বোধার্থে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সমীক্ষিত হবে।

১.২.০ লকারার্থ নিরূপণ

লৌকিক ও বৈদিক সকল শব্দের স্বরূপ নিরূপণই পাণিনির 'শব্দানুশাসন' নামক ব্যাকরণশাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য। যাবতীয় শব্দরাশিকে আমরা মুখ্যত দুটি শ্রেণীতে বিভাগ করতে পারি। একটি 'নাম' বা 'প্রাতিপদিক' ও অপরটি 'ধাতু' বা আখ্যাত। যদিও নিরুক্তকার যাস্কপ্রমুখের মতানুসারে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ভেদে শব্দ চতুর্বিধ, তথাপি আমরা নিপাতকে নামের অন্তর্গত ও উপসর্গকে ধাতুর অঙ্গভূত বিবেচনা করে শব্দের দ্বৈবিধ্যকে স্বীকার করতে পারি। আর এই নামকে প্রকৃতিরূপে আশ্রয় করে 'সুবন্ত'পদ ও ধাতুকে প্রকৃতিরূপে গ্রহণ করে 'তিঙন্ত' পদ নিষ্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, নৈয়ায়িকগণ শক্ত (শক্তি বা পদার্থাভিধানসামর্থ্যযুক্ত) শব্দকেই 'পদ' বলেছেন। **'শক্তং পদম্'**। সুতরাং শক্তিবিশিষ্ট প্রকৃতি বা প্রত্যয় যে কোনটিই এই মতে পদ হতে পারে। কিন্তু বৈয়াকরণ মতে সুপ্‌প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্‌প্রত্যয়ান্তকে পদ বলা হয়েছে। **'সুপ্‌তিঙন্তং পদম্'** (১।৪।১৪)। আর **'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত'** এই ন্যায় অনুসারে যেটা পদ নয় বাক্যে তার প্রয়োগ সম্ভবপর না হওয়ায় সুবন্ত ও তিঙন্ত পদই যে বাক্যে প্রয়োগার্হ হবে তা জ্ঞাপিত হয়েছে। বৈয়াকরণ মতে কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয় পদ নয়। তাই বাক্যে কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ কখনোই হবে না। **'ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রয়োক্তব্যা, নাপি প্রত্যয়ঃ'**।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, **'একতিঙ্ বাক্যম্'** এই নিয়ম অনুসারে এটাই সূচিত হয়েছে যে, প্রত্যেক বাক্যে একটি তিঙন্ত পদ অবশ্যই থাকবে। যদি কোথাও সেটি না থাকে, তবে তাকে অধ্যাহার করে নিতে হবে এবং তদনুসারে বাক্যের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধকে গ্রহণ করেই শব্দের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য নির্ণীত হয়। এবং সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় করেই লৌকিক ও বৈদিক বাক্যের অর্থ বিবেচিত হয়। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, পাণিনি **'স্বৌজসমৌট'** ইত্যাদি (৪।১।২) সূত্রে প্রাতিপদিক ও স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিহিত সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি একুশটি প্রত্যয়কে 'সুপ্' প্রত্যাহার বলেছেন এবং **'তিপ্‌তস্‌ঝি'** ইত্যাদি (৩।৪।৭৮) সূত্রে ধাতুর উত্তর বিহিত তিপ্, তস্, ঝি ইত্যাদি আঠারটি প্রত্যয়কে 'তিঙ্' প্রত্যাহার বলেছেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পাণিনির মতে ধাতুর উত্তর বিহিত দশটি লকারেরই আদেশ হবে তিঙ্। সেখানে ধাতু বলতে ভূ প্রভৃতিকে বোঝায়। এ বিষয়ে পাণিনির সূত্র — **'ভূবাদয়ো ধাতবঃ**। (১।৩।১) 'ভূ সত্তায়াম্' ইত্যাদি ধাতুপাঠে বিহিত স্বস্বরূপে অবস্থান প্রভৃতি ক্রিয়ার বাচক ভূপ্রভৃতি 'ধাতু' সংজ্ঞক হয়। ক্রিয়ার বর্ত্তমানাদি কাল ও অনুজ্ঞা প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে ভূ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর লট্, লিট্, লুট্, লৃট্, লেট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ এই দশটি লকার বিহিত হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে লকারমাত্র অবশিষ্ট থাকায় এগুলি সামান্যত 'লকার' সংজ্ঞায় ভূষিত। হয়। এই দশটি লকারের মধ্যে 'লেট্' লকারটি একমাত্র বেদে প্রযুক্ত হয়। লকারগুলির মধ্যে প্রথম ছটিকে 'টিৎ' লকার এবং শেষের চারটিকে 'ঙিৎ' লকার বলা হয়। এখানে **'হলন্ত্যম্'** (১।৩।৩) সূত্র দ্বারা টকার এবং ঙকার ইৎসংজ্ঞক হওয়ায় **'তস্য লোপঃ'** (১।৩।৯) সূত্র দ্বারা তাদের লোপ হয়। লকারের এই টিৎকরণ ও ঙিৎকরণের যে বিশেষ ফলভেদ আছে, তা শব্দের সাধনপ্রক্রিয়াকালে পরিস্ফুট হবে।

১.২.১ 'লঃ কর্মণি চ' - সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা

লকারার্থকে নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা পাণিনির যে সূত্রটি প্রথম পাই সেটি হ'ল **'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ'**। (৩।৪।৬৯)

এই সূত্রটিতে দুটি বাক্য আছে। একটি **'লঃ কর্মণি চ'** এবং অন্যটি **'ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ'**। প্রথম বাক্যে চকারের দ্বারা **'কর্ত্তরি কৃৎ'** (৩।৪।৬৭) সূত্র থেকে গৃহীত 'কর্ত্তরি' কথাটি সমুচ্চিত হয়েছে। **ধাতোঃ** (৩।১।৯১) সূত্রটিও এখানে অধিকৃত হয়েছে। অকর্মক ধাতুর কর্ম না থাকায় 'কর্মণি' কথাটির দ্বারা এই বিধানটি সকর্মক ধাতুবিষয়ক হয়েছে। এর ফলে সূত্রস্থ প্রথম বাক্যটির অর্থ হবে — সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্ম ও কর্ত্তা অর্থে (বাচ্যে) লকারগুলি প্রযুক্ত হবে। যেমন সকর্মক ধাতুর কর্মবাচ্যে লকারের উদাহরণ — দেবদত্তেন ঘটঃ ক্রিয়তে। আর কর্ত্তৃবাচ্যে লকার যথা — দেবদত্তঃ ঘটং করোতি। আর 'ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ' এই দ্বিতীয় বাক্যে ও চকারের দ্বারা কর্ত্তরি কথার সমুচ্চয় হবে। সুতরাং এই বাক্যের অর্থ হবে — অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তা ও ভাব অর্থে লকারগুলি প্রযুক্ত হবে। যেমন অকর্মকে ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে লকার — দেবদত্তঃ শেতে। এবং ভাববাচ্যে লকার — দেবদত্তেন শীয়তে। এখানে জ্ঞাতব্য এই — ভুজ্ প্রভৃতি সকর্মক ধাতুর ওদনাদি কর্ম যদি অবিবক্ষিত হয় তবে সেই ধাতুগুলিও অকর্মকে ধাতুরূপে পরিগণিত হয় আর সেখানে ভাব বাচ্যে লকার হয়। যেমন — দেবদত্তেন ভুজ্যতে। প্রসঙ্গত অকর্মকে ধাতুর সংগ্রাহক কারিকাটি উল্লেখযোগ্য —

'ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া।'

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে, **'ভাবকর্মণোঃ'** (১।৩।১৩) এই সূত্রে পাণিনি ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে 'আত্মনেপদ' লকার বিধান করেছেন। আবার **'শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদম্'** (১।৩।৭৮) এই সূত্রে আত্মনেপদের নিমিত্তহীন স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদ লকার বিধান করেছেন। অতএব এই দুটি সূত্রে পাণিনি লকারের ভাব, কর্ম ও কর্ত্তারূপ অর্থকে মেনেছেন। সেখানে সামর্থ্যবশতঃ এদের যথোচিত অকর্মক ও সকর্মক ধাতুবিষয়ত্ব সম্ভাবিত হওয়ায় আলোচ্য সূত্রটি রচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। এরূপ আশঙ্কার সমাধান এই যে, এই সূত্রটি না থাকলে সকর্মক ধাতুরও ভাববাচ্যে লকার প্রয়োগের আপত্তি হবে এবং সেখানে লকারের দ্বারা একমাত্র ভাব উক্ত হওয়ায় কর্ম অনুক্ত হবে এবং অনুক্ত কর্মে দিতীয়া হবে। এতে 'দেবদত্তেন ঘটঃ ক্রিয়তে' এরূপ ইষ্ট প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'দেবদত্তেন ঘটং ক্রিয়তে' এরূপ অনিষ্ট প্রয়োগ আপন্ন হবে। এজন্য যদি বলা হয় - **'অকর্মকেভ্যো ভাবে লঃ'** এইটুকু সূত্র হোক্। এর দ্বারা 'অকর্মকেভ্য এব' এরূপ নিয়মবশত অকর্মক ধাতুর ভাববাচ্যেই লকার হবে, কর্ত্তৃবাচ্যে লকার হবে না এরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গও হবে। তার জন্য যদি **'ভাবে চাকর্মকেভ্যো লঃ'** এরূপ সূত্র করা হয়, তবে অকর্মকে ধাতুরই ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃবাচ্যে লকার হবে — এ রকম নিয়ম সিদ্ধ হওয়ায় সকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে ভাববাচ্যের ন্যায় কর্ত্তৃবাচ্যেও লকার প্রসক্ত হবে না। সকর্মক ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে যাতে লকারের প্রয়োগ সম্ভব হয় তার জন্য**'লশ্চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ'** এই পর্যন্ত সূত্র অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সূত্রে **'কর্মণি'** পদ গ্রহণ না করলেও উক্ত জ্ঞাপকতাবশতঃ কর্মবাচ্যে অর্থত সকর্মক ধাতুরই প্রয়োগ যদিও উপপন্ন হবে, তথাপি পরবর্ত্তী সূত্রে কর্মপদের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় আলোচ্য সূত্রেই কর্মপদটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এর দ্বারা উক্ত জ্ঞাপক অনুসরণের ক্লেশও বারিত হয়েছে। অতএব সূত্রে 'কর্মণি' পদ গ্রহণেরও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য্য।

১.২.২ লকারের অর্থ কর্ত্তা, কৃতি নয় এ বিষয়ে বিরোধী মত খন্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিপাদন

যদিও ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ গৌরবহেতু লকারের কৃতির আশ্রয়ে (কর্ত্তাতে) শক্তি স্বীকার না করে লাঘবহেতু কৃতিতেই শক্তি স্বীকার করেছেন তথাপি বৈয়াকরণগণ কৃতির আশ্রয় কর্ত্তাতেই লকারের শক্তি স্বীকার করেছেন। অন্যথা 'পচতে দেবদত্তায় দেহি' ইত্যাদি স্থলে পাকানুকূল কৃতি ও দেবদত্তের সামানাধিকরণ্যহেতু অনিষ্ট অভেদ সম্বন্ধের আপত্তি হবে। যদি বলা হয়, আশ্রয়ত্ব বাক্যের সংসর্গ হয় বলে পাকানুকূল কৃতির আশ্রয়রূপ অর্থ

গৃহীত হওয়ায় দেবদত্তের সঙ্গে 'পচতে' পদের সামানাধিকরণ্যে অন্বয় সিদ্ধ হবে। এর উত্তরে সমাধাতার বক্তব্য এই, নামার্থদ্বয়েরই অভেদ সংসর্গ প্রতিবাদী কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয় বলে কৃতিতে শক্তি স্বীকার করলে অনিষ্ট অভেদান্বয়ের প্রসক্তি অবশ্যই হবে। কিন্তু কর্ত্তায় শক্তি স্বীকার করলে যেহেতু কোন অনিষ্ট হবে না সেহেতু কর্ত্তায় শক্তিস্বীকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

এখানে বিরোধী দার্শনিকগণ যদি বলেন, **'নামার্থয়োরভেদাতিরিক্তঃ সম্বন্ধোই ব্যুৎপন্নঃ'** সর্বসিদ্ধ এই ন্যায় অনুসারে প্রামাণিক গৌরব দোষাবহ নয় বলে লট্ লকারের আদেশ শতৃশানচাদির কর্ত্তায় শক্তি অগত্যা স্বীকার করলেও তিপ্ প্রভৃতি তিঙের কৃতিতেই শক্তি স্বীকার করতে হবে। গৌরবভয়ে সেখানে কর্ত্তায় শক্তি স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা 'দেবদত্তঃ পচতি' ইত্যাদি বাক্যে তিপ্ আদি লাদেশের কৃতিতেই শক্তি স্বীকার ক'রে ও বাক্যে আশ্রয়ত্ব রূপ ভেদসম্বন্ধকে গ্রহণ ক'রে 'দেবদত্ত পাকানুকূল কৃতির আশ্রয়' এরূপ অভীষ্ট শাব্দবোধ উপপন্ন হবে। এরূপ আশঙ্কার প্রতিবাদে বৈয়াকরণগণের বক্তব্য এই যে, বিরোধীদের উক্ত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করলে **'স্থান্যেব বাচকো লাঘবান্ন ত্বাদেশো গৌরবাৎ'** অর্থাৎ লাঘবহেতু সর্বদা স্থানীই বাচক হবে — সাক্ষাৎ অর্থের বোধক হবে, কিন্তু গৌরবহেতু আদেশ বাচক হবে না — এরূপ বাদী-বিবাদী সর্বসম্মত ন্যায় এখানে বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরোধিগণের বক্তব্য সমীচীন হবে না।

অভিপ্রায় এই যে, স্থানীয় লট্ প্রভৃতি লকারই কর্ত্তা, কর্ম প্রভৃতি অর্থের বাচক হবে। তিপ্ প্রভৃতি ও শতৃ প্রভৃতি লাদেশ সেই লকারার্থের স্মারক হবে। সেখানে বিবাদিগণকে যেহেতু শতৃ-শানচাদির কর্ত্তায় শক্তি স্বীকার করতে হয়, সেহেতু তিপ্ প্রভৃতিও কৃতির বোধক না হয়ে কর্ত্তারই বোধক হবে।

এখানে আরো কথা এই যে, 'পচতি' এইটুকু বললে 'পাককর্ত্তা কে' এরূপ আকাঙ্ক্ষাই সকলের হয়ে থাকে। কিন্তু বিরোধী ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসক সম্মত 'পচতি' পদবাচ্য পাকানুকূল কৃতি কোথায় বা কার এরূপ আকাঙ্ক্ষা কখনো কারো হয় না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার অনুরোধেও কর্ত্তাতেই শক্তি স্বীকার করতে হয়, কৃতিতে স্বীকার করা যায় না। 'পচতি' এই পদের উচ্চারণে তিঙ্প্রত্যয় থেকে সামান্যত কর্ত্তার জ্ঞান হলেও কর্ত্তৃবিশেষের আকাঙ্ক্ষায় 'দেবদত্তঃ' এরূপ কোন প্রথমান্ত পদনির্দিষ্ট কর্ত্তার উল্লেখে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার রূপ ক্রিয়ার আশ্রয় দেবদত্ত এখানে কর্ত্তারূপে নিশ্চিত হওয়ায় বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার রূপ কৃতি কার বা কোথায় এরূপ আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তিই হয় না। সুতরাং সর্বানুভবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার অনুরোধে লকার কর্ত্তারই বাচক হবে, কৃতির বাচক হবে না। এই কারণে তিঙ্রূপ আখ্যাতের দ্বারা কর্ত্তাই উক্ত হয় বলে সেখানে 'দেবদত্তঃ পচতি' এরূপ প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ উপপন্ন হয়। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসকগণের অভিপ্রেত কৃতিই যদি লকারের বাচ্য (অর্থ) হয়, তবে তাঁদের মতে আখ্যাতের দ্বারা কর্ত্তা অনুক্ত হওয়ায় কর্ত্তায় প্রথমার পরিবর্ত্তে তৃতীয়া বিভক্তির আপত্তি হয়। এতে 'রামঃ গচ্ছতি' এ স্থলে রাম পদে তৃতীয়ার প্রাপ্তিতে - 'রামেণ গচ্ছতি' এরূপ অনিষ্ট প্রয়োগ আপন্ন হয়। সেটা শিষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে একান্তই অবাঞ্ছিত। এ বিষয়ে **'লঃ কর্মণি —'** সূত্রস্থ তত্ত্ববোধিনী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া কৃতিশক্তিবাদী মীমাংসকগণ বলেন, কর্ত্তা ব্যতীত ভাবনা সম্ভব হয় না বলে অর্থত আপেক্ষের দ্বারা অথবা লক্ষণা দ্বারা কর্ত্তার বোধ হবে। কিন্তু বৈয়াকরণরা এ কথা মানেন না। কেননা ভাবনার সঙ্গে কর্ত্তার ন্যায় কারকান্তরের অন্বয় হয়। অতএব কর্ত্তার সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ সম্ভবপর না হওয়ায় ভাবনার দ্বারা কর্ত্তার আক্ষেপ হবে না। কিন্তু কর্ত্তৃশক্তিবাদী বৈয়াকরণগণেব মত দোষাবহ নয়। কারণ, ভাবনা ছাড়া কর্ত্তার ক্রিয়া সম্পাদন সম্ভবপর হয় না বলে ভাবনার সঙ্গে কর্ত্তার নিয়ত সম্বন্ধ হওয়ায় কর্ত্তার দ্বারা ভাবনার নিয়ত আক্ষেপ হবে। অতএব লকারের অর্থ কর্ত্তা স্বীকার করলে ভাবনা বা কৃতি অর্থত সিদ্ধ হওয়ায় বৈয়াকরণ মতই গ্রাহ্য হবে।

আরো কথা, কর্ত্তা যদি লকারের অর্থ না হয়, তবে কর্ত্তৃগত একত্বাদি সংখ্যার বোধ হবে কি করে? **'শাব্দঃ শাব্দেনৈবান্বেতি নার্থেন'** অর্থাৎ শাব্দের সঙ্গে শাব্দেরই অন্বয় হয়, আর্থের সঙ্গে শাব্দের অন্বয় হয় না এই ন্যায়ানুসারে মীমাংসকমত পর্যুদস্ত হয়। কেননা মীমাংসক মতে কৃতি শাব্দ হয় ও কর্ত্তা আক্ষেপলভ্য বা আর্থ হয় বলে তার সঙ্গে শাব্দ একত্বাদি সংখ্যার অন্বয় হবে না। কিন্তু বৈয়াকরণ মতে কর্ত্তা আখ্যাতবাচ্য হওয়ায় শাব্দ হবে। তাই তার সঙ্গে উক্তন্যায়বলে শাব্দ একত্বাদি সংখ্যার অন্বয় উপপন্ন হবে।

এইভাবে বৈযাকরণগণ লকারের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিরোধী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে নিজমতকে সযুক্তিক প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসক সম্মত লকারের কৃতিশক্তিবাদ বর্জনীয় হবে, কিন্তু বৈয়াকরণগণের কর্ত্তৃশক্তিবাদই গ্রহণীয় হবে — সুধীগণের এটাই পরামর্শ।

এরপর ভট্টোজি দীক্ষিত পাণিনির সূত্র সমুল্লেখ করে লকারের বিশেষ সংজ্ঞা আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এবং তাদের বিশেষ বিশেষ স্থল ও বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগকে প্রদর্শন করেছেন। এবং লাদেশগুলির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সংজ্ঞা ও তাদের বিশেষ বিশেষ অর্থ (সঙ্গী) নিরূপণ করেছেন। আমরা এখন সেগুলিকে যথামতি উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হব।

১.৩.০ পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ

'তিপ্তস্ঝিসিপ্তথ্থমিব্বস্মস্তাতাংঝথাসাথাংধ্বমিড্বহিমহিঙ্'(৩।৪।৭৮) এই সূত্রে পাণিনি উক্ত দশটি লকারেরই প্রত্যেকটির স্থানে তিপ্, তস্, ঝি, সিপ্, থস্, থ, মিপ্, বস্, মস্, ত, আতাম্, ঝ, থাস্, আথাম্, ধ্বম্, ইট্, বহি ও মহিঙ্ এই আঠারটি আদেশ বিধান করেছেন।তার মধ্যে তিপ্ প্রভৃতি প্রথম নটি আদেশকে তিনি 'পরস্মৈপদ' বলেছেন। এবং ত প্রভৃতি শেষের নটি আদেশকে 'আত্মনেপদ' বলেছেন। এর জন্য পাণিনি প্রথমে **'লঃ পরস্মৈপদম্'** (১।৪।৯৯) এই সূত্রে সামান্যত ১৮টি লাদেশকেই পরস্মৈপদ বলেছেন। এবং পরে **'তঙানাবাত্মনেপদম্'** (১।৪।১০০) এই সূত্রে তঙ্ অর্থাৎ ত আতাম্ ইত্যাদি নটি আদেশকে 'আত্মনেপদ বলেছেন এবং 'আন' অর্থাৎ শানচ্ ও কানচ্কে আত্মনেপদ বলেছেন।

এখানে আশঙ্কনীয় এই যে, তঙের স্থলে **'লঃ পরস্মৈপদম্'** এই সামান্য সূত্র দ্বারা পরস্মৈপদেরও প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ের যুগপৎ প্রাপ্তিতে **'সামান্যবিশেষয়োর্বিবিধির্বলবান্'** এই পরিভাষা অনুসারে 'সামান্য' অপেক্ষা 'বিশেষ' বিধি অধিক বলবান্ হয় বলে তঙের ক্ষেত্রে পরস্মৈপদকে বাধা দিয়ে **'তঙানাবাত্মনেপদম্'** এই বিশেষসূত্রের দ্বারা আত্মনেপদই হবে।

প্রসঙ্গত জ্ঞাতব্য এই, সাবকাশ বিধিকে উৎসর্গ বা সামান্যবিধি বলা হয়েছে আর নিরবকাশ সূত্রকে অপবাদ বা বিশেষ বিধি বলা হয়েছে। উভয়প্রাপ্ত বিবাদ্য স্থল ছাড়া অন্যত্র যার অবকাশ আছে সেটাই সাবকাশ সূত্র। কিন্তু ঐ বিবাদ্য স্থল ছাড়া অন্যত্র যার অবকাশ নেই, সেটাই নিরবকাশ সূত্র। তাই বিবাদ্যস্থলে যদি নিরবকাশ অপবাদ সূত্রের প্রসক্তি না হয় তবে এই সূত্রের প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হবে। সেটা কখনই কাম্য নয়। এই কারণে নিরবকাশত্বই উৎসর্গ অপেক্ষা অপবাদের বলবত্তায় হেতু হবে। আর সাবকাশ সামান্য সূত্রের বিবাদ্য স্থল ছাড়া অন্যত্র অবকাশ থাকায় বিবাদ্য স্থলে তার প্রবৃত্তি না হলেও প্রামাণ্যহানি হবে না। প্রকৃত স্থলেও দেখা যায়, 'তঙ্' ছাড়া তিপ্ তস্ প্রভৃতি নটি লাদেশের ক্ষেত্রে পরস্মৈপদের অবকাশ থাকায় 'লঃ পরস্মৈপদম্' সূত্রটি উৎসর্গ সূত্র। কিন্তু তঙ্ ছাড়া অন্যত্র অবকাশ না থাকায় আত্মনেপদবিধায়ক সূত্রটি অপবাদসূত্র। এবং অপবাদেরই প্রাবল্যহেতু তঙ্ আত্মনেপদই হবে, পরস্মৈপদ হবে না।

১.৩.১ 'অনুদাত্তঙিতঃ -' সূত্র ব্যাখ্যা

'অনুদাওঙিত আত্মনেপদম্' (১।৩।১২) এই সূত্রে পাণিনি বিধান করেছেন যে, যে ধাতুর অনুদাওস্বর ইৎ হয় এবং উপদেশে যে ধাতুর ঙকার ইৎ হয়, সেই ধাতুর পর লকারের আদেশ আত্মনেপদ হয়। যেমন, 'এধ বৃদ্ধৌ' এই ধাতুপাঠে এধ ধাতুর অনুদাওরূপে উচ্চারিত 'অ' স্বরটি ইৎ হয় বলে 'এধ্' ধাতুর পর প্রযুক্ত লাদেশ আত্মনেপদই হবে। আর 'শীঙ্ শয়নে' এই ধাতুপাঠে ধাতুটি ঙিদন্তরূপে উপদিষ্ট হওয়ায় তার উত্তর বিহিত লাদেশও আত্মনেপদই হবে।

১.৩.২ 'স্বরিতঞিতঃ -' সূত্র ব্যাখ্যা

আর **'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে'** (১।৩।৭২) এই সূত্রে পাণিনি বিধান করেছেন, ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হলে যে ধাতুর স্বরিত স্বর ইৎ হয়, এবং যে ধাতুর ঞ ইৎ হয়, তারপর লাদেশ আত্মনেপদ হয়। কিন্তু ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামী না হয়ে যদি পরগামী হয়, তবে সেই সকল ধাতুর পর লাদেশ পরস্মৈপদ হবে। যেমন 'যজ যজনে' ধাতুর অন্ত্য অ স্বরটি স্বরিতরূপে উচ্চারিত হওয়ায় ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামী হলে যজ্ধাতুর পর লাদেশ আত্মনেপদ হবে, নচেৎ (ক্রিয়াফল পরগামী হলে) পরস্মৈপদ হবে। এরূপ 'ডু কৃঞ্ করণে' ধাতুর ঞ্ বর্ণটি ইৎ হয় বলে ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামী হলে 'কৃ' ধাতুর লাদেশ আত্মনেপদ হবে, নচেৎ (ক্রিয়াফল পরগামী হলে) পরস্মৈপদ হবে)।

১.৩.৩ পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ লকারের অর্থ

এরপর পাণিনি **'শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদম্'** (২।৩।৭৮) সূত্রে পরস্মৈপদকে বিধান করেছেন। যে সকল ধাতুর উত্তর পূর্বে আত্মনেপদ বিহিত হয়েছে, সেগুলি ছাড়া অন্যত্র (অবশিষ্ট ধাতুর) কর্ত্তৃবাচ্যে লাদেশ পরস্মৈপদ হবে। সেই সকল ধাতুরই আবার কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লাদেশ আত্মনেপদই হবে। এর জন্য পাণিনির সূত্র - **'ভাবকর্মণোঃ।'** (১।৩।১৩)

১.৪.০ লাদেশগুলির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সংজ্ঞা

পূর্ব আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে যে, তিঙ্প্রত্যাহারভুক্ত আঠারটি লাদেশের মধ্যে তিপ্, তস্, ঝি প্রভৃতি নটি বিভক্তিকে পরস্মৈপদ এবং ত, আতাম্, ঝ প্রভৃতি নটিকে আত্মনেপদ বলা হয়েছে। এখন লক্ষণীয় যে, উভয় পদের মধ্যে তিন তিনটি করে ত্রিক্ (একত্রিত তিনটি প্রত্যয়) আছে। উক্ত উভয় পদের তিনটি তিনটি ত্রিক্ যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে পাণিনীয় সূত্র - **'তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি প্রথমমধমোত্তমাঃ।'** (১।৪।১০১)। এগুলি ব্যাকরণে তিনটি পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে তিপ্, তস্, ঝি প্রভৃতি প্রত্যেকটি ত্রিক্ আবার যথাক্রমে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পাণিনির সূত্র - **'তানোকবচনদ্বিবচনবহুবচনান্যেকশঃ।'** (১।৪।১০২)

এখন এই তিনটি পুরুষের কিভাবে কি কি অর্থে প্রয়োগ হয়, তা আমরা পাণিনির সূত্র অবলম্বনে আলোচনা করব।

১.৪.১ 'যুষ্মদ্যুপপদে' — সূত্র ব্যাখ্যাপূর্বক মধ্যম পুরুষের সঙ্গী নিরূপণ

'মধ্যম' পুরুষের বিধায়ক সূত্র - **'যুষ্মদ্যুপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি মধ্যমঃ।'** (১।৪।১০৪) সূত্রের অর্থ এই - যুষ্মৎ শব্দ যদি 'উপপদ' অর্থাৎ উপ সমীপে (বাক্যমধ্যে) উচ্চারিত হয় অর্থাৎ যুষ্মৎ শব্দটি যদি বাক্যে

প্রযুক্ত হয়, অথবা যদি সেটা স্থানী (অপ্রযুক্ত) হয় এবং যুষ্মৎ যদি তিঙের সমানধিকরণ হয়, তা হলেই মধ্যম পুরুষ হবে। দ্রষ্টব্য এই, সূত্রে 'স্থানিনি' কথাটি আছে। **স্থানমস্তি অস্যেতি স্থানী**। **'স্থান'** শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ। বক্তা কোনও শব্দের প্রয়োগ না করলেও যদি তার অর্থবোধ হয়, সেখানে 'স্থান' শব্দের ব্যবহার হয়। এখানে বলা হয়েছে, যুষ্মৎ শব্দটি যদি স্থানী হয়, অর্থাৎ বাক্যে যুষ্মৎ শব্দের প্রয়োগ না থাকলেও যদি তার অর্থবোধ হয় তাহলে মধ্যম পুরুষ হবে। এই কারণে ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন যে, যুষ্মৎশব্দ প্রযুজ্যমান হলে এবং অপ্রযুজ্যমান হলেও যুষ্মদর্থ বোধ হলে মধ্যম পুরুষ হবে। সূত্রে 'সমানাধিকরণে' কথাটির অর্থ এই - **'সমানম্ একম্ অধিকরণং বাচ্যং যস্য'**। অর্থাৎ তিঙন্তের বাচ্য যে কারক (কর্ত্তা ও কর্ম) সেটা যদি যুষ্মদেরও বাচ্য হয়, তবে 'যুষ্মৎ' তিঙের সমানাধিকরণ হবে — সেখানেই মধ্যম পুরুষের ব্যবহার হবে। এর ব্যাখ্যাকালে স্বয়ং ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন - **'তিঙ্বাচ্যকারকবাচিনি যুষ্মদি'**। 'সমানাধিকরণে' পদটি সূত্রে না থাকলে 'অহং ত্বাংপশ্যামি' ইত্যাদি বাক্যে 'যুষ্মৎ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় 'পশ্যামি' এই স্থলে মধ্যম পুরুষের আপত্তি হবে। 'সমানাধিকরণের' পদটি থাকার দরুন 'ত্বং পশ্যাসি' ইত্যাদি স্থলেই মধ্যম পুরুষ হবে। যেহেতু এ স্থলে তিঙের দ্বারা যে কর্তৃত্বের বোধ হয়, 'যুষ্মৎ' ও সেই কর্তৃত্বকে বোঝায়। তাই এখানে তিঙ্ ও যুষ্মৎ উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকায় মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ সংগত হয়েছে। এরূপ 'ময়া ত্বং দৃশ্যসে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিঙন্তের বাচ্য যে কর্ম তার বাচক যুষ্মৎ হওয়ায় 'দৃশ্যসে' এই মধ্যমপুরুষ লাদেশ উপপন্ন হয়েছে। আর যুষ্মৎ শব্দের প্রয়োগ থাকায় 'ত্বং পাহি' এক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হয়েছে, আবার যুষ্মৎ শব্দের প্রয়োগ না থাকলেও যুষ্মদের অর্থ দ্যোতিত হওয়ায় 'মাং পাহি' এক্ষেত্রেও মধ্যম পুরুষের ব্যবহার হয়েছে। এই কারণে ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন - **'তিঙ্বাচ্যকারকবাচিনি যুষ্মদি অপ্রযুজ্যমানে প্রযুজ্যমানেঽপি মধ্যমঃ স্যাৎ।'**

১.৪.২ উত্তম ও প্রথম পুরুষের সঙ্গী নিরূপণ

এই একই রীতিতে উত্তম পুরুষের বিধায়ক **'অস্মদ্যুত্তমঃ'** (১।৪।১০৭) এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই সূত্রে যুষ্মদ্যুপপদে সূত্র থেকে 'উপপদে' 'সমানাধিকরণে' ও 'স্থানিন্যপি' এই তিনটি পদ অধিকৃত হলে সূত্রের সম্পূর্ণ শরীরটি হবে — অস্মদ্যুপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি উত্তমঃ। সূত্রের অর্থ হবে - তিঙের বাচ্য কর্ত্তা বা কর্মরূপ কারকের বাচক 'অস্মৎ' শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হলে অথবা প্রযুক্ত না হলেও অস্মদের অর্থ প্রকাশিত হলে ধাতুর পর লাদেশ 'উত্তম পুরুষ' হবে। যেমন, অহং ত্বাং পশ্যামি — এই বাক্যে প্রযুক্ত অস্মৎ শব্দ তিঙের বাচ্য কর্ত্তার বাচক হওয়ায় উত্তম পুরুষ হয়েছে। আর, ত্বয়া অহং দৃশ্যে — এই বাক্যে উচ্চারিত অস্মৎ শব্দ তিঙের বাচ্য কর্মের বাচক হওয়ায় উত্তম পুরুষ হয়েছে। 'এবং ব্রূমঃ' ইত্যাদি স্থলে অস্মৎ শব্দের প্রয়োগ না হলেও অস্মদের অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় উত্তম পুরুষ হয়েছে।

এরপর প্রথম পুরুষের বিধায়ক সূত্র —**'শেষে প্রথমঃ'** (১।৪।১০৮)। এখানেও 'উপপদে' 'সমানাধিকরণে' ও 'স্থানিন্যপি' এই তিনটি পদই 'যুষ্মদ্যুপপদে' সূত্র থেকে অনুবৃত্ত হবে। সূত্রস্থ শেষ শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বৈয়াকরণরা বলেন - **'উক্তাদন্যঃ শেষঃ'**। পূর্বে অভিহিত যুষ্মৎ ও অস্মৎ ভিন্ন যাবতীয় ব্যক্তিকে এখানে 'শেষ' শব্দে বুঝিয়েছে। সূত্রার্থ হবে — তিঙের বাচ্য কর্ত্তা ও কর্মের বাচক যুষ্মৎ ভিন্ন সমস্ত শব্দই যেমন দেব, নর, বানর, ঘট, পট, তৎ, এতৎ ভবৎ প্রভৃতি উপপদ হলে (বাক্যে প্রযুক্ত হলে), অথবা বাক্যে প্রযুক্ত না হলেও তাদের অর্থ দ্যোতিতে হলে প্রথম পুরুষ হয়। যেমন, স আগচ্ছতি, ভবান্ সমুদ্রং পশ্যতি ইত্যাদি বাক্যে প্রযুক্ত তৎ ও ভবৎ শব্দ তিঙের বাচ্য কর্ত্তার বাচক হওয়ায় প্রথম পুরুষ হয়েছে। তেন সমুদ্রো দৃশ্যতে - এখানে বাক্যস্থ সমুদ্র শব্দ তিঙ্ বাচ্য

কর্মের বাচক হওয়ায় প্রথম পুরুষ হয়েছে। আবার ভবৎ শব্দ, সমুদ্র শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত না হলেও সেই অর্থবোধে প্রথম পুরুষ হবে।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে, প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে **(Every rule has exception)**। তাই পাণিনি প্রথমে পুরুষ বিষয়ক সামান্য নিয়ম প্রণয়ন ক'রে, পরে তার ব্যতিক্রম কি হতে পারে এই আকাঙ্ক্ষায় পুরুষ বিষয়ক যে অপবাদ সূত্রটি প্রণয়ন করেছেন, সেটি হল — **'প্রহাসে চ মন্যোপপদে মন্যতেরুত্তম একবচ্চ।'** (১।৪।১০৬)

১.৪.৩ 'প্রহাসে চ' ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যা

এই সূত্রটিতে দুটি বাক্য। **'প্রহাসে চ মন্যোপপদে'** এটি প্রথম বাক্য। এবং **'মন্যতেরুত্তম একবচ্চ'** এটি দ্বিতীয় বাক্য। প্রথম বাক্যে 'যুষ্মদ্যুপপদে- ' সূত্র থেকে 'মধ্যম' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে। এবং 'অস্মদ্যুত্তমঃ' - পরবর্ত্তী এই বাক্যে থেকে 'অস্মদি' এই পদটি সিংহাবলোকিত ন্যায়ে অধিকৃত হয়েছে। তাতে প্রথম বাক্যটির অর্থ হবে - 'প্রহাস' বা পরিহাস অর্থ বোঝালে 'মন্যোপপদে' অর্থাৎ দিবাদিগনীয় মন্য ধাতু উপপদ হয়েছে যার বা সমীপে উচ্চারিত হয়েছে যে ধাতুর সেই ধাতুর পর অস্মৎ অর্থে (উত্তর পুরুষ না হয়ে) মধ্যম পুরুষ হবে। এটি হবে উত্তম পুরুষের অপবাদ। আর 'মন্যতেরুত্তম একবচ্চ' এই বাক্যে 'যুষ্মদ্যুপপদে' - এই সূত্র থেকে 'যুষ্মদি' কথাটির অনুবৃত্তি হবে এবং বাক্যটির অর্থ হবে — সেখানে মন্য ধাতুর পর যুষ্মৎ অর্থে উত্তম পুরুষ এবং সর্বদা একবচনই হবে অর্থাৎ দ্বিত্ব ত্রিত্বাদির বাচক হলেও যথাক্রমে দ্বিবচন ও বহুবচন হবে না। এটি মধ্যম পুরুষের অপবাদ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'এহি মন্যে ওদনং ভোক্ষ্যস ইতি ভুক্তঃ সোহতিথিভিঃ।' 'এতমেব এত এব বা মন্যে ওদনং ভোক্ষ্যেথে, ভোক্ষ্যধ্বে ইতি ভুক্তঃ সো তিথিভিঃ। একজন দুজন বা বহুজন জামাতা (খেতে এলে) পরিহাস করে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, তুমি বা তোমরা মনে করেছ, যে, আমি বা আমরা খাব, কিন্তু খাবার অতিথি খেয়ে গেছে। এখানে মন্য ধাতু উপপদরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় ভুজ্‌ধাতুর উত্তর অস্মদর্থে উত্তমপুরুষের লকার না হয়ে মধ্যম পুরুষের লকার হয়েছে। এবং মন্যধাতুর ক্ষেত্রে যুষ্মদর্থে মধ্যম পুরুষ না হয়ে উত্তম পুরুষ হয়েছে আর জামাতার একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব অর্থে সর্বত্র একবচনই হয়েছে।

তাৎপর্য্য এই, কেবলমাত্র পরিহাস বোঝালেই আলোচ্য সূত্র অনুসারে এরূপ প্রত্যয়ব্যত্যয় হবে। কিন্তু পরিহাস না বোঝালে অর্থাৎ যথার্থকথন বোঝালে সামান্য নিয়ম অনুসারে ভুজ্‌ধাতুর উত্তর অস্মাদর্থে উত্তম পুরুষ এবং মন্য ধাতুর উত্তর যুষ্মদর্থে মধ্যম পুরুষ হবে। আর একত্ব দ্বিত্ব ও বহুত্বার্থে যথানিয়মে যথাক্রমে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন হবে। 'এহি এতম্ এত বা ত্বং মন্যসে, যুবাং মন্যেথে, যুয়ং মন্যধ্বে ওদনং ভোক্ষ্যে ভোক্ষ্যাবহে, ভোক্ষ্যামহে ইতি ভুক্তঃ সোহতিথিভিঃ। 'যুষ্মদ্যুপপদে —' থেকে 'যুষ্মদি' কথার অনুবৃত্তি থাকায় এটাই সূচিত হয়েছে যে, 'ভবৎ' শব্দের প্রয়োগে পরিহাস বোঝালেও পুরুষের ব্যত্যয় হবে না।

১.৫.০ ধাতুর অর্থ বিশ্লেষণ

'ক্রিয়াবাচকত্বং ধাতুত্বম্' - এটাই হল ধাতুর লক্ষণ। ক্রিয়ার বাচকই হল ধাতু। অর্থাৎ ক্রিয়াই হল ধাতুর অর্থ বা বাচ্য। বৈয়াকরণদের মতে বাকে ক্রিয়ারই প্রাধান্য। কেননা ক্রিয়াবিশেষ্যক শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধই বৈয়াকরণগণের অভিপ্রেত। এই মতে অন্যান্য পদগুলি বাক্যে সেই ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অন্বিত হয়, তাই সেগুলি অপ্রধান। যেমন, 'দেবদত্তঃ পদ্ভ্যাং গ্রামং গচ্ছতি' এস্থলে 'দেবদত্তকর্ত্তৃক চরণকরণক ও গ্রামকর্ত্তৃক বর্ত্তমানকালীন গমনক্রিয়াই' হবে বাক্যের বিবক্ষিত অর্থ। এখানে দেখা যাচ্ছে, গমন ক্রিয়াই মুখ্য বিশেষ্যরূপে বাক্যের পরম প্রধান

5TH PAPER.pdf

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 78
Submission title:	6TH PAPER
File name:	6th_paper.pdf
File size:	30.62M
Page count:	25
Word count:	204
Character count:	749
Submission date:	30-Jul-2022 12:58AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876838519

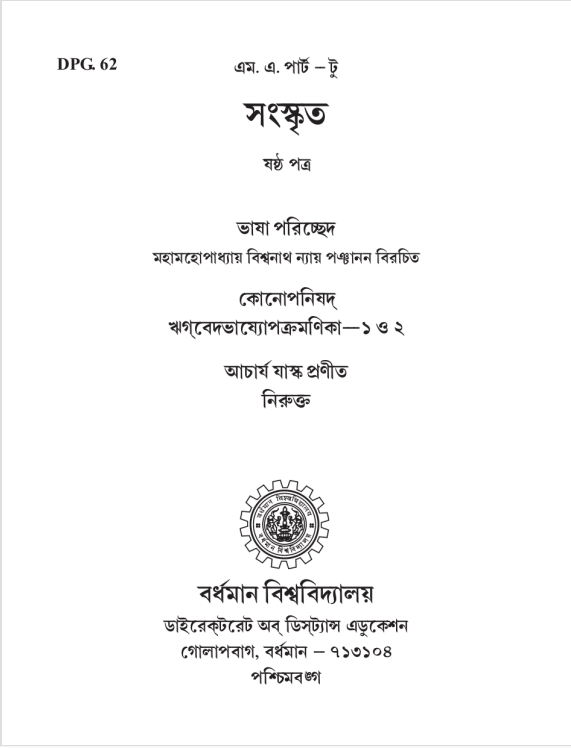

DPG. 62

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

ষষ্ঠ পত্র

ভাষা পরিচ্ছেদ

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন বিরচিত

কোনোপনিষদ্

ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা—১ ও ২

আচার্য যাস্ক প্রণীত

নিরুক্ত

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

6TH PAPER

by Soumen Mondal

Submission date: 30-Jul-2022 12:58AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876838519
File name: 6th_paper.pdf (30.62M)
Word count: 204
Character count: 749

DPG. 62

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

ষষ্ঠ পত্র

ভাষা পরিচ্ছেদ

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন বিরচিত

কোনোপনিষদ্

ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা—১ ও ২

আচার্য যাস্ক প্রণীত

নিরুক্ত

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী

দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ :নভেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান পুনমুদ্রণ প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ- উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করবার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছিলেন অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বর্ধমান বিশ্ববিধ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সকল অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ছড়িয়ে থাকা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষকদের পরামর্শ ও সহায়তায় ফসল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলির শিক্ষার্থী ও সংস্কৃত সাহিত্যপ্রিয় সাধারণ পাঠকের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় ডিসেম্বর,২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এম.এ. প্রথম বর্ষের পাঠ উপকরণগুলি আগে ১৩টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণের একাধিক পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে ৪টি পর্যায়-গ্রন্থ সংকলনের চেহারায় প্রকাশ করা হল মাত্র। পাঠ উপকরণগুলি সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবটুকুই অবিকল এক রইল। এই কারণেই রয়ে গেল মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ- উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মতো পৌঁছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সুষ্ঠুভাবে সময়মতো প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পর্যায়-গ্রন্থ সংকলন:'৬' এ রয়েছে ষষ্ঠ পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে - পাঠ-উপকরণগুলির সম্পদকীয়তে উল্লিখিত ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে অভিন্ন এবং পরীক্ষাও গৃহীত হয় একই সঙ্গে''- এটি বর্তমান অবস্থার যথার্থ নয়। বর্তমানে, নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্য্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না। যেহেতু আমরা বর্তমান সংস্করণে পাঠ-উপকরণগুলির কেবলমাত্র সজ্জাক্রম ছাড়া আর কোথাও কিছু পরিবর্তন করিনি তাই সম্পদকীয় অংশের ঐ বিবৃতিটিও থেকেই গেছে।

ভাস্কর মুখার্জী
কোর ফ্যাকাল্টি, সংস্কৃত
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্‌কথন

ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থরাজির সংক্ষিপ্ত অর্থবহ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে ভাষাপরিচ্ছেদ (কারিকাবলী) গ্রন্থখানি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এই বইটিতে বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্য গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের আলোচনা বিদ্যমান। ইহার মুক্তাবলীনামক অতীব ব্যুৎপাদক টীকায় বিশেষভাবে চার্বাক্, বৌদ্ধ, সাঙ্খ্য বেদান্ত ও মীমাংসক মতও স্থল বিশেষে আলোচিত হয়েছে এবং ন্যায়মতানুসারে খণ্ডিতও হয়েছে। বৈশেষিক সম্মত দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের আলোচনা থাকলেও বইখানিতে ন্যায়মতেরই প্রাধান্য বিদ্যমান। যেমন বৈশেষিকাভিমত প্রমাণদ্বয় স্বীকার করা হয়নি। ন্যায়সম্মত প্রমাণ চতুষ্টয়ই স্বীকৃত হয়েছে। আবার মীমাংসা ও বেদান্ত সম্মত অর্থাপত্তিও অনুপলব্ধি প্রমাণ ও স্বীকৃত হয় নাই।

মুক্তাবলী সহিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটি ভারতীয় আস্তিক নাস্তিক দর্শনে প্রবেশের গোপুরায়মাণ। ইহা বাঙ্গালী মনীষার অত্যুজ্জ্বল রত্ন। অমূল্য উপাদেয় এই পুস্তকটির রচয়িতা নবদ্বীপ নিবাসী ন্যায়াচার্যবর্য মহামহোপাধ্যায় সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পণ্ডিত মুর্দ্ধণ্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়। ইনি বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র। স্বকীয় পরিচয় প্রসঙ্গে মুক্তাবলীর সমাপ্তিতে তিনি একথা বলেছেন। রাজীব নামক কোন শিষ্য অথবা পৌত্রের হিতকামনায় (ইহাজনশ্রুতি) তিনি মুক্তাবলীসহিত কারিকাবলীর প্রণয়ন করেছেন। আমি বহু পরিশ্রম সহকারে আমার পরমারাধ্য নৈয়ায়িক বিদ্যাগুরু মহানৈয়ায়িক শ্রীমদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমদ্ নর্মদাকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের হতে লব্ধ জ্ঞানানুসারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের করেস্‌পন্‌ডেন্স কোর্সের (সংস্কৃত) ছাত্রগণের সুখবোধার্থ সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছি। ছাত্রগণ উপকৃত হলে আমার শ্রম সফল মনে করবো। আমার এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত অনবধানতাবশতঃ কোন দোষ থাকলে তা বিদ্বান্‌গণ নিজগুণে ক্ষমা করবেন ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিনীত

মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের পক্ষ থেকে

(১)

সমগ্র বেদের প্রধানতঃ দুটি ভাগ বা কাণ্ড — কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, এই দুই নিয়ে কর্মকাণ্ড। আর আরণ্যক ও উপনিষদ্, এই দুই নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। বৈদিক সংহিতা ভাগ মন্ত্রভাগরূপেও পরিচিত। এই অংশে দেবদেবীদের স্তুতিরই প্রাধান্য। সংহিতার চারটি ভাগ — ঋক্‌সংহিতা, সাম সংহিতা, যজুঃসংহিতা এবং অথর্বসংহিতা। বেদের ব্রাহ্মণভাগে আছে সেইসব যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের বিবরণ যেখানে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাও আছে। চারটি সংহিতার প্রত্যেকটির ব্রাহ্মণ অংশ আছে। ব্রাহ্মণ অংশেরই আবার অংশবিশেষ আরণ্যক এবং উপনিষদ্ নামে খ্যাত। অরণ্যে যে বিদ্যা অনুশীলিত হ'ত তাই হ'ল আরণ্যক। এই অংশে বাহ্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। এই অংশে প্রতীক উপাসনার কথা আছে বলে আরণ্যক উপাসনাকাণ্ড নামেও অভিহিত হয়। সাধারণতঃ এক একটি ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট রূপে এক একটি আরণ্যক আছে। আরণ্যকের পরিশিষ্ট স্বরূপ বা ব্রাহ্মণের সর্বশেষ অংশ হল উপনিষদ্। অবশ্য ঈশোপনিষদ্ বাজসনেয়িসংহিতারই শেষাংশ। উপনিষদ্ অংশে বৈদিক ঋষিদের জ্ঞানচর্চার চরম পরিণতি ঘটেছে। এই অংশে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। উপনিষদে বেদের চরমতত্ত্ব স্থানলাভ করায় উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, জীবনের এই চারটি পর্যায়ে যথাক্রমে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ অনুশীলন যোগ্য। এইভাবে জীবনের প্রথম অর্ধভাগে কর্মকাণ্ড এবং শেষ অর্ধভাগে জ্ঞানকাণ্ড ঐহিক ও পারলৌকিক পুরুষার্থ সিদ্ধির সন্ধান দেয়।

ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ গুরুশিষ্য পরম্পরায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনের মাধ্যমে বহুশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহর্ষি পতঞ্জলি ঋগ্‌বেদের একুশটি, সামবেদের একহাজারটি, যজুর্বেদের একশত একটি এবং অথর্ববেদের নয়টি শাখার উল্লেখ করেছেন। অন্য একটি মতে যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদের শাখার সংখ্যা আরও অধিক ছিল। প্রত্যেক শাখার পূর্বভাগে কর্মকাণ্ড এবং শেষভাগে জ্ঞানকাণ্ড থাকায় উপনিষদের সংখ্যা বহু ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু যজুর্বেদীয় মুক্তিকোপনিষদে একশত আটখানি উপনিষদের নাম পাওয়া গিয়েছে। নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে ১৯৪৮ সালে একশত কুড়িটি উপনিষদের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভিন্টারনিৎস-এর মতে উপনিষদের সংখ্যা প্রায় দুইশত। বেদান্ত দর্শনে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর এবং কৌষীতকি, এই বারটি উপনিষদের বিচার দেখা যায়। এই বার খানিকে প্রাচীন উপনিষদ্ মনে করা হয়। এই উপনিষদ্‌গুলির কোন্‌টি কোন্ বেদের অন্তর্গত, তার তালিকা নিম্নরূপ ঃ —

(১) ঈশ — শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়সংহিতার অংশ।

(২) কেন — সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের বা জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অংশ।

(৩) কঠ — কৃষ্ণযজুর্বেদের অংশ।

(৪) প্রশ্ন — অথর্ববেদের পৈপ্পলাদশাখার অংশ।

(৫) মুণ্ডক — অথর্ববেদের অংশ।

(৬) মাণ্ডুক্য — অথর্ববেদের অংশ।

(৭) ঐতরেয় — ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অংশ।

(৮) তৈত্তিরীয় — কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ।

(৯) ছান্দোগ্য — সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ।

(১০) বৃহদারণ্যক — শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ।

(১১) শ্বেতাশ্বতর — কৃষ্ণযজুর্বেদের অংশ।

(১২) কৌষীতকি — ঋগ্‌বেদের শাঙ্খায়ন আরণ্যকের অংশ।

এই সমস্ত উপনিষদের আলোচ্য বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকলেও একটি বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে। সমস্ত উপনিষদে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে পরমার্থ সৎ বলা হয়েছে। তবে আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে সকল উপনিষদের চিন্তাধারা এক হলেও বহু বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের সাণ্ডিল্যবিদ্যা অধ্যায়ে সপ্রপঞ্চবাদ স্বীকৃত হলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে নিষ্প্রপঞ্চবাদ সমর্থিত হয়েছে। জীব ও জগতের স্বরূপ সম্পর্কে, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে, মুক্তির স্বরূপ বা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, উপনিষদ্ গুলিতে প্রকরণবৈচিত্র্য এবং প্রতিপাদনপ্রণালীর বিভিন্নতা থাকলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন ভেদ নাই।

উপনিষদ্ গুলির মূল প্রতিপাদ্য হ'ল ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রপঞ্চের অসংখ্য পদার্থ ও জীবকে অবিদ্যাবশতঃ আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপে দেখি। বাস্তবিকপক্ষে একই চৈতন্যসত্তা সর্বভূতের মধ্যে প্রবেশ করে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। সকলেই যেহেতু একই চৈতন্যের অভিব্যক্তি সেইজন্য ভিন্নতার কোন প্রশ্ন নেই। এই পরম চৈতন্যই হলেন ব্রহ্ম। ইনি একাধারে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঊর্ণনাভ যেমন জালের দ্বারা নিজেকে বিস্তৃত করে, ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ নিজেকে বিস্তৃত করে বহুরূপে ব্যক্ত হয়েছেন। তন্তু যেমন ঊর্ণনাভ থেকে ভিন্ন নয়, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও তেমন ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ নয়। স্থাবর-জঙ্গম সবই ব্রহ্ম [তুলনীয় ঃ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" — ছা ৩/১৪/১]। এই ব্রহ্ম অমূর্ত, অকায়, অপাণিপাদ। ইনি অনাদি, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, অজর, অমর, শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে —

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ১/২

অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু। অতএব ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি তা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই শক্তি। যাঁর থেকে সকল দেহ বা ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে।

উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। একটি তাঁর নির্গুণ স্বরূপ এবং অন্যটি তাঁর সগুণ স্বরূপ। নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নির্বিকল্প এবং নির্বিশেষ। তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'। কেনোপনিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে —

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥ ১/৩-৪

অর্থাৎ সেখানে চক্ষু গমন করে না, সেখানে বাক্ গমন করেনা, সেখানে মন গমন করে না। সহজ কথায়, ব্রহ্মকে

চক্ষু, মন এবং বাক্ নির্দেশ করতে পারে না। এইজন্য তিনি জ্ঞাতবস্তু থেকেও পৃথক্ আবার অজ্ঞাত বস্তু থেকেও পৃথক্। তাঁকে কিভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, তা জানা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাই নেতিবাদের সাহায্যে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ ইত্যাদি।

সগুণ স্বরূপে ব্রহ্ম সবিশেষ ও সবিকল্প। তিনি সৃষ্টি করেন। মাকড়সা যেমন নিজের দেহ থেকে তন্তু নির্গত করে নিজেকেই আবৃত করে, সেইরকম সগুণ ব্রহ্মও মায়া শক্তি অবলম্বন করে নামরূপ ও কর্মদ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করেছেন। তিনি কর্মাধ্যক্ষ, তিনি সকল ভূতের অধিষ্ঠান, তিনি সর্বসাক্ষী, শান্ত, সমাহিত। সমুদ্র যেমন বায়ুর প্রবাহে আলোড়িত হয়, নির্গুণ ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ার প্রভাবে সগুণ ভাব প্রাপ্ত হন। বায়ুর অপসারণে সমুদ্র যেমন শান্ত হয়, মায়ার অপসৃতিতেও ব্রহ্ম তেমন আপন নির্গুণ স্বরূপে বিরাজ করেন।

এই জগতে সমস্ত জড়পদার্থ ও প্রাণী বিনাশশীল। তবে এদের মধ্যে মাত্র একটি অবিনাশী চৈতন্যময় সত্তা আছে যেটি শাশ্বত এবং সনাতন। ইনিই আত্মা বা পরমাত্মা। এঁর থেকেই সকলে উদ্ভূত হয়। এঁরই মধ্যে সমগ্র জগৎ আশ্রিত থাকে। কালের বিবর্তনে এঁর মধ্যেই সকলে লয় প্রাপ্ত হয়। ইনিই স্বয়ম্ভু, অনাদি এবং অনন্ত। ইনিই শাশ্বত ও সনাতন। ইনি চৈতন্যস্বরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মাকে জানলেই সকল বস্তুকে জানা যায়। আত্মার প্রয়োজনেই পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, লোক সবকিছু প্রিয় হয়। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ইত্যাদি আত্মারই নিঃশ্বাস স্বরূপ।

এই আত্মা বা পরমাত্মাই ব্রহ্ম। অৎ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে আত্মন্ শব্দ নিষ্পন্ন। অত্ ধাতুর অর্থ সর্বব্যাপিতা। অতএব আত্মন্ বা আত্মা শব্দের অর্থ হল তিনি যিনি সর্বব্যাপী বা সর্বগত। ব্রহ্ম শব্দটিও বৃহৎ হওয়া অর্থে বৃন্হ্ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। অতএব যিনি সর্ববৃহৎ, সর্বাতিশায়ী ও সর্বব্যাপী তিনিই ব্রহ্ম। [তুলনীয় ঃ- 'বৃংহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্' — বিষ্ণুপুরাণ]। এই ভাবে আত্মা এবং ব্রহ্ম একই বস্তু বলে অভিন্ন। [তুলনীয় ঃ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' — বৃ ২/৫/১৯]। এইজন্য উপনিষদে একইরূপ বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্ম এবং আত্মার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আত্মা বা ব্রহ্ম নিরাকার, অব্যয়, অক্ষয় ও নিরবধি। আত্মা বা ব্রহ্মই পরমসত্য। আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই উপনিষদ্গুলির মূল আলোচ্য বিষয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নয়টি খণ্ডে উদাহরণ সহযোগে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" বৃহদারণ্যকোপনিষদেও বলা হয়েছে — "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি"। (১/৪/১০)।

উপনিষদের তত্ত্ব অনুসারে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জন্য উপনিষদ্ জ্ঞানমার্গের উপর জোর দিয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি য এবং বেদ"। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সহজ সাধ্য নয়। সত্য, তপস্যা, সম্যগ্জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধি প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। একমাত্র সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা ও নিত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হতে পারে। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহু শ্রুতি আয়ত্ত করার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। এরজন্য চাই ব্রহ্মের অনুগ্রহ।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

কঠ — ১/২/২৩

কেনোপনিষদে তাই দেখা যায় ব্রহ্মের অভিন্ন শক্তি উমা হৈমবতী রূপে কৃপাপরবশ হলে তবেই ইন্দ্রের ব্রহ্মতত্ত্ব জানা সম্ভব হয়েছে।

উপনিষদ এই ভাবে পরম পুরুষার্থলাভের পথ প্রদর্শন করেছে বলে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার মন্তব্য করেছেন,

"It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." ['উপনিষদ্ আমাকে জীবনে শান্তি দিয়েছে, উপনিষদ্ আমাকে মৃত্যুতেও শান্তি দেবে'।]

সামবেদের দুটি উপনিষদ্ — ছান্দোগ্য এবং কেন। কেনোপনিষদ্ সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ বা তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। যেহেতু এই উপনিষদ্‌টি 'কেন' এই পদ দিয়ে বা 'কেনেষিতম্' এই দুটি পদ দিয়ে শুরু হয়েছে সেই জন্য এই উপনিষদের নাম 'কেনোপনিষদ্' বা 'কেনেষিতোপনিষদ্'। তলবকার ব্রাহ্মণের প্রথম আটটি অধ্যায়ে বিভিন্ন কর্ম এবং উপাসনার কথা থাকায় ঐ অংশ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। কিন্তু নবম অধ্যায়টি কেনোপোনিষদ্ রূপে গণ্য হওয়ায় এই অংশ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এইভাবে কাণ্ডদ্বয়ের সমাবেশের তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম নিষ্কাম ভাবে করলে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ প্রশস্ত হয়। প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকর, রামানুজ এবং মধ্ব এই উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। অবশ্য শংকরাচার্য্যের নামে দুটি ভাষ্য পাওয়া যায় — পদভাষ্য এবং বাক্যভাষ্য। এই দুটি ভাষ্য যে একই ব্যক্তির রচনা তার প্রমাণ দুই প্রখ্যাত টীকাকার আনন্দগিরি এবং নারায়ণের মন্তব্য। আনন্দগিরি জানিয়েছেন, পদ ধরে ধরে ব্যাখ্যা করেও ভাষ্যকার সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি বাক্যভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে দুটি ভাষ্যের সাহায্য নিয়ে অধ্যয়ন করলে তবেই অতি দুর্বোধ্য কেনোপনিষদের মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়।

কেনোপনিষদ্ চারখণ্ডে বিভক্ত — প্রথম দুখণ্ড পদ্যে এবং শেষ দুখণ্ড গদ্যে বিধৃত। উপনিষদ্‌টি শুরু হয়েছে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রশ্নগুলি হ'ল — কার ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত হয়ে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কর্মসম্পাদন করে ? উত্তর হল — যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ইত্যাদি, তিনিই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরয়িতা। তিনিই একমাত্র চেতন পুরুষ। তিনি ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হলেও ব্রহ্মের শক্তিকে জানতে পারে না। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে একটি রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেনোপনিষদে প্রথম দুটি খণ্ডে ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপের এবং শেষদুটি খণ্ডে সগুণ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেনোপনিষদ্ ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ। কিন্তু এর তাৎপর্য্য অত্যন্ত গভীর। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে

'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥'

কেন — ২/৩

এইরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তি সকলের কৌতূহল উদ্রেক করে। তাছাড়া আখ্যায়িকাটি গূঢ়ার্থের ব্যঞ্জক হলেও বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয়। তাই উপনিষদটি আদরণীয়।

(২)

'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২/১৫/১), এই বিধিবাক্যটি থেকে জানা যায় যে ত্রৈবর্ণিককে স্বশাখীয় বেদ অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু কেবল গুরুমুখ থেকে শুনে বেদবাক্যের অক্ষর গ্রহণ করলেই বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয় না। তার জন্য অর্থবোধও আবশ্যক। বেদার্থ ব্যাখ্যার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রের বিনিয়োগ দেখাতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রের বা মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইরূপ ব্যাখ্যার উপযোগিতা যজ্ঞক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়। অতএব এই প্রকার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে সহায়ক হয় না। নিঘণ্টুকোষে সমার্থক শব্দের সংকলন বেদার্থ বোধে সহায়ক ঠিকই কিন্তু তারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। এইজন্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে নিঘণ্টকোষের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন এবং প্রসঙ্গতঃ প্রায় ছ'শটি মন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেন। সমস্ত মন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নিরুক্ত গ্রন্থে নাই। তবে প্রতিটি মন্ত্রের প্রতিটি পদকে বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়ে পরোক্ষভাবে মন্ত্রার্থ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন শাকল্য তাঁর পদপাঠে। কিন্তু এখানেও পদগুলির মর্মার্থ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নি। এইরূপ ব্যাখ্যার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের গ্রন্থই লুপ্ত। কেবল স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উদ্‌গীথ প্রমুখদের খণ্ডিত ব্যাখ্যা

পাওয়া যায়। একমাত্র সায়ণাচার্য্যেরই বেদভাষ্য বহুদিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইনি প্রতিটি মন্ত্রের প্রতিটি পদ ধরে ধরে অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা করেছেন। ইনি সূক্ত ব্যাখ্যার সূচনায় দেখিয়েছেন, বিশেষ সূক্তটি কোন্ মণ্ডলের, কোন্ অনুবাকের অন্তর্ভূত। ঐ সূক্তের বা সূক্তগত মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা এবং বিনিয়োগ কে বা কিরূপ ? মন্ত্রার্থ প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি যাস্ককে অনুসরণ করলেও ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া তিনি ব্রাহ্মণ পুরাণাদিরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এইভাবে তাঁর ব্যাখ্যাত বেদ সুবোধ্য হয়েছে।

বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সায়ণাচার্য্য পাঁচটি সংহিতার ভাষ্যকার। এই সংহিতাগুলি হ'ল —

(১) কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা

(২) ঋগ্বেদ সংহিতা

(৩) সামবেদ সংহিতা

(৪) শুক্লযজুর্বেদের কাণ্বসংহিতা

(৫) অথর্ব বেদ সংহিতা

সায়ণাচার্য্য কিছু ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন। সেগুলি হ'ল —

(১) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

(২) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক

(৩) ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

(৪) ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক

(৫) সামবেদের তাণ্ড্য (পঞ্চ বিংশ) ব্রাহ্মণ

(৬) সামবেদের ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ

(৭) সামবেদের সামবিধান ব্রাহ্মণ

(৮) সামবেদের আর্ষেয় ব্রাহ্মণ

(৯) সামবেদের দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ

(১০) সামবেদের উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ

(১১) সামবেদের সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ

(১২) সামবেদের বংশ ব্রাহ্মণ

(১৩) শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণ।

সায়ণাচার্য্য অবশ্য প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ভাষ্য সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে ঋগ্বেদ, সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদের কাণ্বশাখা এবং অথর্ববেদের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। সায়ণাচার্য্যের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি উক্ত সংহিতাভাষ্যগুলির প্রত্যেকটির উপক্রমে ভাষ্যভূমিকা সংযোজন করেছেন। এই ভূমিকাগুলির মূল্য যথেষ্ট। তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যভূমিকায় বিষয়বাহুল্য না থাকলেও বেদের লক্ষণ, বেদের প্রামাণ্য, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চতুর্বিধ কর্মের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকারই গুরুত্ব সর্বাধিক। এখানে বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ, বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য, ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের স্বরূপ, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন, বেদের অনুবন্ধ চতুষ্টয়, বেদের ষড়ঙ্গ ইত্যাদি যুক্তি সহকারে বিচারিত হয়েছে। সামবেদের ভাষ্যভূমিকাটিও বেশ দীর্ঘ, এবং তথ্যসমৃদ্ধ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ উল্লেখের পর যজ্ঞভূমিতে গেয় সামগানের আবৃত্তি, বিভাজন ইত্যাদি আলোচিত

হয়েছে। শুক্লযজুর্বেদীয় কাণ্বশাখার ভাষ্যোপক্রমণিকায় স্থান পেয়েছে প্রথমদিকে এই বেদের শাখাবিষয়ক বিচার ও তারপর 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বিধিবাক্য বিষয়ক প্রভাকর, শংকর প্রমুখ দার্শনিকদের মত। অথর্ব বেদের ভাষ্যভূমিকাতেও স্বাধ্যায়-বিধিবিষয়ক আলোচনা আছে, তবে জোর দেওয়া হয়েছে অথর্ববেদের উপযোগিতার উপর। ভাষ্যভূমিকাগুলির বিশেষত্ব এই যে, এখানে গৃহীত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত পূর্বমীমাংসা দর্শনের আলোকে সমীক্ষিত। যেমন ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় নির্ণীত 'মন্ত্রের অর্থ বিবক্ষিত' — এই সিদ্ধান্তটি মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের লিঙ্গাধিকরণের সূত্রগুলির সাহায্যে নিরূপিত হয়েছে। আবার অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হয়েছে মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অর্থবাদাধিকরণের সূত্রের ভিত্তিতে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্র সমূহে বেদাপৌরুষেয়ত্বাধিকরণে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের কয়েকটি অধিকরণের সূত্রের সাহায্যে মন্ত্রব্রাহ্মণের লক্ষণ, মন্ত্রের ত্রৈবিধ্য ইত্যাদি নিরূপিত হয়েছে।

এইভাবে ঋগ্বেদের ভাষ্যভূমিকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আচার্য্য সায়ণ পূর্বমীমাংসা দর্শনের বেশ কয়েকটি অধিকরণের সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। বলা যেতে পারে, মীমাংসা সূত্র গ্রন্থে কিছু কিছু অধিকরণে পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ইত্যাদি বিচার করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ভাষ্যকার সায়ণ তারই সার সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তাই অধিকরণ কথাটির তাৎপর্য্য জানা প্রয়োজন হয়। কথাটির সাধারণ অর্থ হল 'আধার'। কিন্তু মীমাংসা দর্শনে এই কথাটির বিশেষ এক তাৎপর্য্য আছে। 'অধিকৃত্য ক্রিয়তেঽর্থবিচারো যস্মিংস্তদধিকরণম্'। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে যেখানে বিচার করা হয় তাকে বলে অধিকরণ। অতএব অধিকরণ শব্দটি বুঝায় পঞ্চাঙ্গ ন্যায়কে বা বিচার পদ্ধতিকে। অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ — বিষয় (বিচার্য বিষয়), বিশয় (সংশয়), পূর্বপক্ষ (বিরোধী মত), উত্তরপক্ষ (আত্মপক্ষের সমর্থন) এবং নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত।

'বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।

নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥'

যেমন, পূর্বমীমাংসা দর্শনে প্রথম অধিকরণ হ'ল জিজ্ঞাসাধিকরণ। এই অধিকরণে 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বেদবাক্যটি হ'ল বিষয় অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়। বেদাধ্যায়নের পর বেদার্থ বিচার কর্তব্য কিনা, ইহা সংশয়। বেদাধ্যায়নের পর বেদার্থবিচার কর্তব্য নয়, এটি পূর্বপক্ষ। বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থবিচার কর্তব্য, এইটি উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। অধিকরণে প্রয়োজন এবং সঙ্গতিও আলোচিত হয়। আলোচ্যস্থলে ধর্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য, এইটি প্রয়োজন আর এই স্থলে উপোদ্‌ঘাত অর্থাৎ শাস্ত্রারম্ভ হল সঙ্গতি।

মীমাংসা দর্শন অধ্যয়ন কালে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এদের অন্যতম হ'ল 'একবাক্যতা'। যখন বেদের একাধিক পৃথক্ পৃথক্ বাক্যকে অসম্পূর্ণ বা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় অথচ সেই বাক্যগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে অর্থ করলে একটি সম্পূর্ণ ও সঙ্গত অর্থের বোধ হয়, তখন সেই পৃথক্ বাক্যগুলিকে নিয়ে একটি অখণ্ড বাক্য কল্পনা করা হয়। একে বলে একবাক্যতা। একটি অখণ্ড বাক্যকে বিশ্লিষ্ট করে বা দুবার আবৃত্ত করে দুটি পৃথক বাক্যে পরিণত করে দুটি স্বতন্ত্র অর্থ কল্পনা করলে তাকে বলা হয় বাক্যভেদ। মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে পদান্তর প্রক্ষেপ বা বচনাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক সময় মন্ত্রপাঠ করতে হয়। এইরূপ করাকে বলে ঊহ।

ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকা অনেক উপাদেয় তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বেদ পাঠার্থীরই জিজ্ঞাসা থাকে, 'বেদ' কি ? বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগের প্রামাণ্য আছে কিনা ইত্যাদি। এইরূপ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায়। তাই বেদভাষ্যের এই অংশ বেদ অধ্যয়নেচ্ছু প্রত্যেকেরই জ্ঞাতব্য।

(৩)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ষষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ প্রথম পর্যায়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূত হয়েছে — কেনোপনিষদ্, সায়ণাচার্য্যের ঋগ্বেদ-ভাষ্যোপক্রমণিকা এবং যাস্কের নিরুক্তের অংশবিশেষ। সম্প্রতি বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদেরকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে দূরশিক্ষা পাঠক্রম প্রবর্তন করেছেন। তার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা আবশ্যক হয়েছে। এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন সংস্কৃত বিভাগের কৃতবিদ্য অধ্যাপক মণ্ডলী। সংস্কৃততে এম. এ. পার্ট-টু পরীক্ষার জন্য ষষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ের মধ্যে কেনোপনিষদ্ এবং ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকার অংশ বিশেষের উপর পাঠোপকরণ প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক ডঃ আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রী ভট্টাচার্য্যকৃত এই অংশটি ষষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ প্রথম পর্যায়রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। কেনোপনিষদ্ গ্রন্থটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও এর মর্মার্থ অত্যন্ত গূঢ়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য আচার্য্য শংকরের পদভাষ্য এবং বাক্যভাষ্যের আলোকে কেনোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি অধ্যারোপ ও অপবাদ, এই দুটি প্রক্রিয়ার সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। বইটির শেষে প্রচুর প্রশ্ন ও তাদের উত্তর-সংকেত সন্নিবেশিত হওয়ার স্বশিক্ষণ প্রণালীতে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হবে।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল আধিকারিক ও কর্মিবৃন্দ তৎপরতা দেখিয়েছেন এবং মুদ্রণ কর্মে নিরত যাঁরা নিরলস হ'য়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আশাকরি, যেসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রচেষ্টা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং আমাদের উদ্যম সফল হবে।

২৬.৫.২০০৫

তারাপদ চক্রবর্তী

সম্পাদকের পক্ষ থেকে

(১)

নিরুক্তশাস্ত্র ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম। এটি বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নির্বচন শাস্ত্র বা ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য যেখানে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দনিরুক্তি নির্দেশ করা, নিরুক্ত শাস্ত্রের লক্ষ্য সেখানে কোথাও ব্যাকরণ প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করে আবার কোথাও তা না করে অর্থ তৎপর হয়ে বর্ণাগম, বর্ণলোপ, বর্ণবিপর্যয় প্রভৃতি প্রণালী অবলম্বন করে অর্থনিরুক্তি প্রদর্শন করা। ব্যাকরণ মতে 'অঙ্গের্ন লোপশ্চ'। এই ঔণাদিকসূত্রে অগি ধাতুর উত্তর নি-প্রত্যয় যোগে অগ্নি শব্দ নিস্পন্ন হয়। অথচ নিরুক্তকার শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দটি তিনটি ধাতুর সমবায়ে গঠিত। গত্যর্থক ই-ধাতু থেকে অ-কার ব্যঞ্জনার্থক অঞ্জ -ধাতু থেকে কিংবা দহনার্থক দহ-ধাতু থেকে গ-কার এবং প্রাপণার্থক নী-ধাতু থেকে 'নি' নিয়ে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং ব্যাকরণ মতে কেবল গমনার্থক অগি ধাতু থেকে অগ্নি শব্দের নিষ্পত্তি প্রদর্শিত হলেও নিরুক্ত মতে তিন তিনটি ধাতুর সমবায়ে গঠিত হয়েছে অগ্নি শব্দ। অগ্নির ক্ষেত্রে এই তিনটি ধাতুর অর্থই খাটে। কারণ অগ্নি স্বর্গে গমন করে হবি নিয়ে, অগ্নি পদার্থের ব্যঞ্জক বা দাহক হয়, আবার অগ্নি দেবতাদের নিকট বহন করে নিয়ে যায় হবি। নিরুক্ত শাস্ত্র থেকে অগ্নির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানা যায়। অগ্নি দেবতাদের অগ্রণী বা প্রধান হয়। অগ্নি যজ্ঞসমূহে প্রণীত হয়। আবার অগ্নি কাষ্ঠাদিতে আশ্রিত হয়ে কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে আত্মস্যাৎ করে। এইভাবে দেখা যায় যে অগ্নি সম্পর্কে নিরুক্ত থেকে পাওয়া তথ্য ব্যাকরণের থেকে পাওয়া তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি। এইরূপ অন্যান্য বৈদিক শব্দের ক্ষেত্রেও ঘটে। তাই নিরুক্তকার যাস্ক মন্তব্য করেছেন, 'তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ'। অর্থাৎ নিরুক্ত শাস্ত্র ব্যাকরণ শাস্ত্রের ন্যূনতা পূর্ণ করে এবং নিজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। মন্ত্রার্থবোধন, পদবিভাগ প্রদর্শন, দেবতার স্বরূপ নিরূপণ ইত্যাদি নিরুক্তের নিজস্ব বিষয়, এইগুলিই নিজের প্রয়োজন। নিরুক্তে এগুলিরও আলোচনা হয়, তবে নিরুক্তের প্রধান কাজ হ'ল শব্দের অবয়বার্থ নিঃশেষে বলা। এইজন্য সায়ণাচার্য ঋগ্‌বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায় নিরুক্তের দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন, 'ঐকৈকস্য পদস্য সম্ভাবিতা অবয়বার্থা যত্র নিঃশেষেণ উচ্যন্তে তদপি নিরুক্তম্।'

নিরুক্ত শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য অর্থ-নিরুক্তি হলেও নিরুক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে নির্বচন শুরু হয়নি। নির্বচন শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে। প্রথম অধ্যায়টি সেইজন্য উপোদ্‌ঘাত স্বরূপ। এখানে নিরুক্ত সম্পর্কিত অত্যন্ত-গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে। প্রথমেই জানানো হয়েছে, গো থেকে আরম্ভ করে দেবপত্নী পর্যন্ত বৈদিক শব্দসমূহ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। এইরূপ সংকলন হল সমাম্নায়। এই সমাম্নায়কে অর্থাৎ গবাদি দেবপত্ন্যন্ত শব্দগুলিকে বলা হয় নিঘন্টু। যেহেতু উক্ত শব্দগুলি নিরপেক্ষভাবে বেদার্থের বোধক সেহেতু নিঘন্টুর নাম 'নিঘন্টু'। 'নিঘন্টু' কথাটি অতিপরোক্ষবৃত্তি শব্দ। এর ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। নিঘন্টু কথাটির অন্যরূপ হ'ল 'নিগন্তু'। এটি পরোক্ষবৃত্তি শব্দ। এর ব্যুৎপত্তি অন্তর্লীন বা গূঢ়। আবার নিগন্তু কথাটির অন্যপ্রতিরূপ হ'ল 'নিগময়িতা'। এটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দ। এর ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট। নিঘন্টু শব্দের অন্য আকার রূপে 'আহন্তু' বা 'সমাহর্তৃ' শব্দকেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিরুক্ত হ'ল নিঘন্টু নামক গবাদি দেবপত্ন্যন্ত বৈদিক শব্দসমূহের সংকলন গ্রন্থের ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থ। নিরুক্তে যাস্ক তাই প্রতিজ্ঞা করেছেন সমাম্নায় অর্থাৎ গবাদি দেবপত্ন্যন্ত বৈদিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি তা করেওছেন। উক্ত শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি নাম, যেগুলি আখ্যাত, যেগুলি উপসর্গ, যেগুলি নিপাত, যেগুলি একার্থক শব্দ, যেগুলি অনেকার্থক শব্দ, যেগুলির সংস্কার জানা গিয়েছে, যেগুলির সংস্কার জানা যায়নি, এমন সব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে যাস্ক তাদের অর্থ আলোচনা করেছেন।

যাস্কের মতে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চার প্রকারের হ'ল পদ। এদের মধ্যে নাম হ'ল সত্ত্বপ্রধান আর আখ্যাত হল ভাবপ্রধান। এখানে সত্ত্বকথার অর্থ হল 'দ্রব্য' আর ভাব কথার অর্থ হ'ল 'ক্রিয়া'। 'ঐ' 'এই' ইত্যাদি

সর্বনাম পদ সামান্য ভাবে এবং 'গো', 'অশ্ব', 'পুরুষ', 'হস্তী'-ইত্যাদি শব্দ বিশেষভাবে দ্রব্যের বাচক। পক্ষান্তরে 'হয়' — এই পদটি সামান্যভাবে এবং 'শয়ন করে', 'গমন করে' ইত্যাদি পদ বিশেষভাবে ক্রিয়ার বাচক।

নিরুক্ত গ্রন্থে পদ বিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দের অনিত্যত্ববাদী ঔদুম্বরায়ণের মত আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে শব্দ অর্থাৎ বাক্য, পদ বা বর্ণ অনিত্য, কারণ এইগুলি বক্তার বাগিন্দ্রিয় বা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে প্রচ্যুত হলেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকার করলে ত্রিবিধ দোষের আপত্তি হয়। সেগুলি হ'ল —

(১) শব্দের অনিত্যত্ব হেতু তাদের এককালে অবস্থিতি সম্ভব নয় বলে শব্দবিভাগ অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চার প্রকারের বিভাগ সংগত হয় না।

(২) শব্দ অনিত্য হলে অযুগপৎ উৎপন্ন নাম ও আখ্যাতের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধান ভাব সমীচীন হয় না।

(৩) ব্যাকরণে উপসর্গের সঙ্গে ধাতুর, ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়ের, নামের সঙ্গে প্রত্যয়ের যোগ বা সম্বন্ধ হয়। শব্দ অনিত্য হলে শাস্ত্রঘটিত ঐরূপ সম্বন্ধ সংগত হয় না।

এই দোষত্রয়ের খণ্ডন করেছেন যাস্ক। তাঁর মতে শব্দ হল ব্যাপ্তিমান্ । এইজন্য শব্দের চতুর্বিধত্বাদি সবই উপপন্ন হয়।

যাস্ক অবশ্য শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্ব কিরূপে হয় তা বিবৃত করেননি। নিরুক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য তাই তা পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্যটি এইরূপ — শরীরে হৃদয়ান্তর্গত আকাশে অভিধান ও অভিধেয়রূপ বুদ্ধি আছে। এই দুই বুদ্ধির মধ্যে অভিধানরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পুরুষ অভিলষিত প্রয়োজন জানানোর ইচ্ছায় অভিধানাদির প্রকাশে সমর্থ প্রযত্ন করে। ওই প্রযত্নের ফলে শব্দ উদ্‌গত হয়ে উরঃকণ্ঠাদি বর্ণস্থানে উপস্থিত হয় এবং অর্থাভিধানে সমর্থ বর্ণাদিভাব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পুরুষের প্রচেষ্টাতেই ঐ বর্ণাদিভাব প্রাপ্ত শব্দ বর্হির্দেশে নিঃক্ষিপ্ত হয় এবং প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। ঐ শব্দ ক্রমে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হয়ে শ্রোতার সর্বার্থরূপ ও সর্বাভিধানরূপ বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে। এইভাবে শব্দ ব্যাপ্তিমান্ হয়। সহজ কথায়, বক্তা ও শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে বলেই শব্দ ব্যাপ্তিমান্।

শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্বকে অবশ্য সহজে বুঝানোর জন্য শব্দের নিত্যত্বের কথা উল্লেখ করেছেন অনেকে। দুর্গাচার্যভাষ্যানুসারিণী সারগর্ভিণী টীকায় স্পষ্টত বলা হয়েছে 'ব্যাপ্তিমত্ত্বং নিত্যত্বম্'। তাছাড়া সম্পাদক শিবদত্ত শর্মা ও মুকুন্দ শর্মা 'ব্যাপ্তিত্বাৎ তু শব্দস্য' - এই সন্দর্ভের সূচনায় লিখেছেন 'শব্দনিত্যত্ববাদিনঃ সমাধানম্'। যাস্ক মতে, শব্দ নিত্য নাকি অনিত্য? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে যাস্কের নিজস্ব কোন উত্তর নাই। স্কন্দস্বামীও অবশ্য শব্দের নিত্যত্ব পক্ষই অবলম্বন করেছেন।

অতঃপর নিরুক্ত গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ভাববিকার। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাববিকার কথার অর্থ বহুবিধ। তবে জন্ম, বিদ্যমানতা, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ— এই হ'ল প্রসিদ্ধ ছয়টি ভাববিকার। অন্য সকল ভাববিকার হ'ল এই ছয় প্রকার ভাববিকারের ভেদমাত্র।

ভাববিকারের আলোচনার পর উপসর্গ ও নিপাতের বিষয় বিবেচিত হয়েছে যাস্কের নিরুক্তে। উপসর্গ সম্পর্কে শাকটায়নের মত হ'ল উপসর্গের দ্যোতকত্ব আছে, বাকত্ব নাই। কিন্তু এই মত সমর্থন করলে চতুর্বিধ পদের মধ্যে উপসর্গের স্বতন্ত্র গ্রহণ অসংগত হয়ে যায়। তাই গার্গ্য মনে করেন, উপসর্গের অর্থবত্তা বা বাচকত্ব আছে। শুধু তাই নয় উপসর্গের বহু অর্থও হয়। যাস্ক, গার্গ্যমতকেই সমর্থন করেছেন। নিপাত সম্পর্কে যাস্কের বক্তব্য হ'ল, বহুবিধ অর্থে নিপতিত হয় বলেই নিপাতের নাম 'নিপাত'। নিরুক্ত গ্রন্থে বেশ কিছু নিপাতের অর্থ আলোচিত হয়েছে।

নিরুক্ত গ্রন্থে অতঃপর সকল নামের আখ্যাতজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। শাকটায়ন মনে করেন, সকল নামই আখ্যাতজ অর্থাৎ ধাতু থেকে উৎপন্ন (এখানে আখ্যাত কথার অর্থ হ'ল ধাতু)। নিরুক্ত শাস্ত্রকারদের মতও ঐরূপ। কেবল গার্গ্যের মত ভিন্ন। ইনি অনেক নামপদকে ধাতুজ বলে স্বীকার করলেও গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি নামপদকে ধাতুজ বলে মনে করেন না। বৈয়াকরণদের একাংশও এইরূপ ভাবেন। তবে গার্গ্যের মত খণ্ডিত হয়েছে।

এরপর নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে নিরক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

বেদের যেমন আধিভৌতিক অর্থ আছে তেমন আবার আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যও আছে। নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবত কাণ্ডে আধিদৈবিক তাৎপর্যও উল্লিখিত হয়েছে। নিরুক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে 'অথাতো দৈবতম্' এই বচনের মাধ্যমে দৈবত প্রকরণ শুরু হয়েছে। এখানে অগ্ন্যাদি দেবপত্ন্যন্ত দেবতাদের নামের নির্বচন মুখ্য প্রতিপাদ্য হলেও প্রথমদিকে সাধারণভাবে দেবতাসম্বন্ধীয় বহুবিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন— ঋক্ বা মন্ত্র কত প্রকার ও কিরূপ?, মন্ত্রের দেবতা কিভাবে নিরূপণ করতে হয়? দেবতাদের সংখ্যা কত? দেবতাদের আকার পুরুষের মত নাকি সেরূপ নয়?, দেবতাদের ভক্তি ও সাহচর্য্য কিরূপ?, মন্ত্র, ছন্দঃ, স্তোম, যজুঃ প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি কিরূপ? ইত্যাদি।

বেদার্থ জিজ্ঞাসুর পক্ষে সমগ্র নিরুক্তগ্রন্থের বিশেষ করে উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্যগ্ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

(২)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে ষষ্ঠ পত্রে দ্বিতীয় অর্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ে যাস্কের নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত এবং সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ড পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হয়েছে। আবার কেনোপনিষদ্ এবং ঋগ্বেদভাষ্যপোক্রমণিকাও ষষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ প্রথম পর্যায়ে পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা পাঠক্রম চালু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছে। নিরুক্ত গ্রন্থের উপরিউক্ত অংশের উপর পাঠ প্রস্তুত করেছেন বহু শাস্ত্রে পারদর্শী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মৃণাল কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঋগ্বেদ ভাষ্য ভূমিকার শেষাংশের উপরও পাঠ প্রস্তুত করেছেন। পূর্বে 'এম. এ. পার্ট টু, সংস্কৃত, ষষ্ঠ পত্র, দ্বিতীয় অর্ধ, প্রথম পর্যায়' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কেনোপনিষদ্ এবং ঋগ্বেদভাষ্যপোক্রমণিকার প্রথম পর্যায়ের আলোচনা আছে। এখানে নিরুক্ত গ্রন্থের উল্লিখিত অংশের এবং ঋগ্বেদভাষ্যপোক্রমণিকার শেষ অংশের মূল ও বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে ছাত্রদের সুবিধার্থে সারাংশ ও আদর্শ প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি যে ন্যূনতা থেকে গিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে তা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি থাকছে।

পাঠ্যপুস্তকটির প্রকাশনার মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আধিকারিক ও কর্মিবৃন্দের সহযোগিতার কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করি। মুদ্রণকর্মে নিযুক্ত যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকেও জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে, আশাকরি, যাদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, তাদের অভিলাষ পূর্ণ হবে এবং আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

২৬.৫.২০০৫

তারাপদ চক্রবর্তী

ভাষা পরিচ্ছদ

অধ্যাপক মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনোপনিষদ্
ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা—১ ও ২

অধ্যাপক আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য যাস্ক প্রণীত
নিরুক্ত

অধ্যাপক মৃণানকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

ভাষা পরিচ্ছেদ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
একক - ১	মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি সমবায়ান্ত	৩
একক - ২	অভাব হতে দিক্ পর্যন্ত	১৬
একক - ৩	দিক্। জীবাত্মা। চার্বাক্‌মতখন্ডন প্রভৃতি ব্যাপ্তির কথা	৩০
একক - ৪	অনুমানখন্ড অসিদ্ধিহেত্বাভাস পর্যন্ত	৪৩
একক - ৫	অনুমানখন্ড উপমান, শব্দখন্ড আকাঙ্খা পর্যন্ত	৫৫
একক - ৬	স্মৃতিনিরুপণ	৬৭
একক - ৭	মন-নিরুপণ	৬৮
একক - ৮	গুণনিরুপণ	৭০

কেনোপনিষদ্

ইউনিট	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	১	প্রসঙ্গঃ উপনিষদ্ ও কোনোপনিষদ্	১০১
২	২	তত্ত্বের আলোক কোনোপনিষদ্	১১৬
৩	৩	প্রথম খন্ডের মন্ত্রার্থ বিশ্লেষণ	১২৬
৪	৪	দ্বিতীয় খন্ডের মন্ত্রার্থ বিশ্লেষণ	১৪৩
৫	৫	তৃতীয় খন্ডের মন্ত্রার্থ বিশ্লেষণ	১৫৭
৬	৬	চতুর্থ খন্ডের মন্ত্রার্থ বিশ্লেষণ	১৬৫

ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা (১)

ইউনিট	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	১	সর্বাগ্রে যর্জুবের্দভাষ্য রচনার সমীচীনত্ব সমীক্ষা	১৯১
১	২	বেদের স্বরুপ, উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব লক্ষণ, প্রমান ও প্রামাণ্য	১৯৬
১	৩	বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সমীক্ষা	২০২
১	৪	মন্ত্রের বিবক্ষিতার্থত্ব সমীক্ষা	২০৬
২	৫	বিধিরুপ ব্রাহ্মাণ্য ভাগের প্রামাণ্য সমীক্ষা	২১৩
২	৬	বেদের অর্থভাগের স্বরুপ, লক্ষণ ও প্রামাণ্য	২১৬
২	৭	বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয	২২২

ঋগ্‌বেদভাষ্যোপক্রমণিকা (২)

১	১	বেদের অপৌরুষেয়ত্বসিদ্ধ	২২৯
১	২	মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরুপ	২৩৯
১	৩	বেদাধ্যয়নের নিত্যকর্তব্যতা ও ফল তথা বেদ শব্দের নির্বাচন	২৪৮
২	৪	বেদের বিষয়াদি অনুদন্ধ চতুষ্টয়	২৬৯
২	৫	ষড়বেদাঙ্গ	২৭৩
২	৬	পুরাণাদির উপরযোগিতা ও বিদ্যাগ্রহণে অধিকারিনিরুপণ	২৯৮

নিরুক্ত

১	১	নিরুক্ত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ	৩০৯
২	৩	বৈদিক দেবতাবিষয়ক সাধারণ তথ্য	৩৪৯

ভাষা পরিচ্ছেদ

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন
বিরচিত

অধ্যাপক মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যাখ্যাতা
সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষাপরিচ্ছেদ

ইউনিট-১

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন

বিরচিত

প্রত্যক্ষখণ্ডে

পদার্থনিরূপণম্

তত্রাদৌমঙ্গলাচরণম্

আলোচ্য বিষয় ঃ

১. মঙ্গলাচরণ

২. পদার্থগণের সপ্তবিধ সমুদ্দেশ

৩. দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ ও সমবায়ের আলোচনা

নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটী-দুকূল-চৌরায়।
তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ সংসারমহীরুহস্য বীজায়।। ১ ।।

আশুতোষপদং ধ্যাত্বা শ্রীগুরুং নর্মদাং তথা।
সংক্ষেপাৎ ক্রিয়তে ব্যাখ্যা মৃণালেন পরাত্মনে।। ।।

জলপূর্ণ নূতন মেঘের কান্তির ন্যায় যাঁর দেহকান্তি যিনি গোপবধূগণের বস্ত্র এবং চিত্তহরণকারী, এই সংসাররূপ মহীরুহের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্ত্তা এইরূপ সর্বলোক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে আমি গ্রন্থকার নমস্কার (প্রণাম) করি। শ্লোকস্থ নূতন জলধর শব্দে যে মেঘ এখনও জল দান করেনি কিন্তু জলবর্ষণের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে এইরূপ জলপূর্ণ মেঘকে বোঝান হয়েছে। শ্লোকস্থ বীজশব্দের অর্থ নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ নহে। ন্যায় মতে ঈশ্বরকে জগৎকার্যের নিমিত্তকারণ স্বীকার করা হয়। জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বর কৃষ্ণকে উক্ত শ্লোকের দ্বারা প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ করে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এই ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী নামক গ্রন্থের আরম্ভে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিপিবদ্ধ করার কারণ হিসাবে তিনি এই ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের মুক্তাবলী নামক টীকাগ্রন্থে বলেছেন যে, এই গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য এবং উক্তরূপে আচরিত মঙ্গল শিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত ইহা গ্রন্থের আদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিঘ্নবিঘাতায় কৃতং মঙ্গলং শিষ্যশিক্ষায়ৈ নিবধ্নাতি নূতনেত্যাদি মুক্তাবলী। কোন কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টাচার। এইরূপ শিষ্টাচার সম্পর্কে এই গ্রন্থের পাঠকগণ যাহাতে অবহিত হন অর্থাৎ তাঁরাও যেন এইরূপ শিষ্টসম্মত মঙ্গলের আচরণ করেন তজ্জন্য গ্রন্থকার কার্যের ব্যাঘাতক দুরদৃষ্ট বিনাশার্থ ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করে তা গ্রন্থারম্ভে লিপিবদ্ধ করেছেন। মঙ্গলাচরণ বিষয়ে দুটি মত বিদ্যমান প্রাচীনমত ও নবীন মত। প্রাচীনগণ মনে করেন মঙ্গলাচরণের দ্বারা কার্য ব্যাঘাতক বিঘ্ন সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্ত হয়। "বিঘ্নধ্বংসস্তু মঙ্গলস্য দ্বারমিত্যাহুঃ প্রাঞ্চঃ।" মুক্তাবলী। অর্থাৎ মঙ্গলের দ্বারা কার্যের

বিঘ্নধ্বংস হয়ে আরব্ধকার্যের সমাপ্তির প্রতি মঙ্গলের ন্যায় বিঘ্নধ্বংসও কারণ হয়ে থাকে। একারণ বিঘ্নধ্বংসকে মঙ্গলের দ্বার কিনা ব্যাপার বলা হয়। তজ্জন্য হয়ে যা তজ্জন্যের জনক হয় তাকে ব্যাপার বলে। মঙ্গলজন্য বিঘ্নধ্বংস, মঙ্গলজন্য গ্রন্থসমাপ্তির কারণ হওয়ায় বিঘ্নধ্বংসে মঙ্গলের ব্যাপারতা সঙ্গত হয়। প্রাচীন মতে মঙ্গলের সহিত গ্রন্থসমাপ্তির অন্বয় এবং মাঙ্গলাভাবের সহিত গ্রন্থের অসমাপ্তি বা ব্যতিরেক স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ করা হলে পর গ্রন্থের সমাপ্তি হবে তৎসত্ত্বে তৎসত্তা = মঙ্গলসত্ত্বে সমাপ্তিসত্তা এই রূপ অন্বয় এবং তদসত্ত্বে তদসত্তা = মঙ্গলাভাবে সমাপ্তির অভাব এইরূপ ব্যতিরেক নিশ্চয় হয়ে থাকে।

কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় আস্তিকগণের আরব্ধ কার্যের আদিতে মঙ্গল আচরিত হয়েছে, কিন্তু কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটেনি একে বলে অন্বয়ের ব্যভিচার। যেমন কাদম্বরী গ্রন্থের আদিতে মঙ্গল করা হয়েছে। তথাপি মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরী গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে পারেননি। (তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়)। এইরূপ স্থলে বলবত্তর প্রচুর বিঘ্নের কল্পনা করা হয়। এক্ষণে বলবত্তর প্রচুর বিঘ্ন বিনাশে বলবত্তর প্রভূত মঙ্গলাচরণকেই কারণ স্বীকার করা হয়। কাদম্বরী গ্রন্থে তা না থাকায় অন্বয়ের ব্যাঘাত বা অন্বয় ব্যভিচার দোষ হয়নাই। ইহাই প্রাচীন শিষ্টগণের বক্তব্য। প্রাচীনগণের বক্তব্য হচ্ছে, বলবান প্রভূত মঙ্গলাচরণই কার্য্যের ব্যাঘাতকারী বলবান বিঘ্নকে বিনষ্ট করে কার্যের সমাপ্তি ঘটায়। দুর্বল মঙ্গলাচরণ তা করতে পারে না। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে তাদৃশ মঙ্গলাচরণকে বিঘ্ন ধ্বংসপূর্বক সমাপ্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকার করা হয় না। একারণ অন্বয় ব্যভিচার রূপ দোষও হয় না। যেমন ভোজনকে ক্ষুণ্নিবারণের কারণ স্বীকার করা হয়। তাবলে ছোট চা চামচের ১ চামচে ভাত খেলে ক্ষুণ্ নিবারণ হয় না। উপযুক্ত আহার করতে হবে তবেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে নচেৎ হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাইই বুঝতে হবে। অতএব এইসকল ক্ষেত্রে অন্বয়ের ব্যভিচার বশতঃ মঙ্গলকে বিঘ্নধ্বংসপূর্বক সমাপ্তিতে কারণ স্বীকার করা যাবে না তাহা নহে। আবার নাস্তিক চার্বাকাদির আরব্ধ পুস্তক বিরচনাদি কার্যের পরিসমাপ্তি দৃষ্টে আপাতত তৎস্থলে ব্যতিরেক ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ চার্বাকাদির কৃত গ্রন্থাদি কার্যের আরম্ভে মঙ্গল নাই অথচ তাঁদের পুস্তক নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়েছে। অতএব মঙ্গলাসত্ত্বে গ্রন্থ সমাপ্তির অসত্তা রূপ ব্যতিরেকের ব্যভিচার কিনা মঙ্গলাসত্ত্বে সমাপ্তি সত্তা রূপ ব্যভিচার গ্রন্থরূপ কার্যে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ব্যভিচারবশতঃ মঙ্গলকে বিঘ্নধ্বংসের প্রতি বা কার্য সমাপ্তির প্রতি কারণ স্বীকার করা যায় না ইহাও বলা যাবে না। এই সকল স্থলে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ এই জন্মে ঐ ব্যক্তি নাস্তিক চার্বাক্ হওয়ায় মঙ্গলাচরণ না করলেও পূর্বজন্মে সে মঙ্গলাচরণ করেছিল। (আস্তিক ছিল) তার পূর্বজন্মীয় মঙ্গলাচরণ জন্য কার্য্যব্যাঘাতক বিঘ্নসমূহ ধ্বংস হয়ে রয়েছে। এই কারণেই সে ব্যক্তি এতজ্জন্মে নির্বিঘ্ন গ্রন্থ সমাপ্তিতে সক্ষম হয়েছে। পরজন্মে অভিলষিত সিদ্ধির জন্য এতজ্জন্মে অনেককে মঙ্গল কর্মানুষ্ঠান করতে দেখা যায়। অতএব এতজ্জন্মে প্রারব্ধকর্মের সমাপ্তির দ্বারা পূর্বজন্মে মঙ্গলাচরণের কল্পনা অন্যায্য নহে। সেকারণ ঐ ক্ষেত্রে ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষ নাই। একারণ মঙ্গল বিঘ্নধ্বংসপূর্বক কার্যসমাপ্তিতে কারণ হয় ইহাই ব্যবস্থিত হয়। মঙ্গল, অবিগীত শিষ্টাচারের বিষয় হওয়ায় মঙ্গলকে সফল স্বীকার করা হয়। নিষ্ফল স্বীকার করা হয় না। মঙ্গলং সফলম্ অবিগীত শিষ্টাচার বিষয়ত্বাৎ। যাহা অবিগীত (অনিন্দিত) শিষ্টাচারের বিষয় হয় তাহা নিষ্ফল হয় না সফলই হয়। উক্ত অনুমানের দ্বারা মঙ্গলের সফলত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। গ্রন্থাদির স্থলে গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তিকেই মঙ্গলের ফল ধরা হয়। স্বর্গাদি ফলের কল্পনা করা হয় না।

নবীন মতে বিঘ্ন ধ্বংসকে মঙ্গলের ব্যাপার বলে স্বীকার করা হয় না। এই মতে নির্বিঘ্ন কার্যসমাপ্তির প্রতি আলোচ্যস্থলে গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতি মঙ্গলকে কারণ হিসাবে স্বীকার করাও হয় না। নবীনগণ বলেন মঙ্গলাচরণের দ্বারা বিঘ্নধ্বংস মাত্র হয় গ্রন্থ সমাপ্তি হয় না। গ্রন্থসমাপ্তি গ্রন্থকারের বুদ্ধি - প্রতিভাদি কলাপের দ্বারা হয়ে থাকে। এই মতই সমীচীন। কারণ বুদ্ধি প্রতিভাহীন পুরুষ কর্তৃক বহু বহু মঙ্গলাচরণ করলেও কোন গ্রন্থ সমাপ্ত হতে পারে না।

আলোচ্যস্থলে ''সংসারমহীরুহস্য বীজায়'' সংসার রূপ বৃক্ষের তিনি নিমিত্তকারণ এই কথার দ্বারা স্থাবর জঙ্গ মাত্মক নিখিল জগতের কর্তারূপে ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাষাপরিচ্ছেদকার মুক্তাবলী নামক ভাষাপরিচ্ছেদের টীকায় ''এতেন ঈশ্বরে প্রমাণং দর্শিতং ভবতি। তথাহি যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি'' এই কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঘটাদিকার্যবস্তুর প্রতি যেমন একজন কর্তা থাকে যেমন কর্তার দ্বারা ঐ সকল উৎপন্ন হয়। (এখানে কুম্ভকারই কর্তা) অনুরূপ এই বিশাল সংসাররূপ কার্য একজন কর্তার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, ইহা মানতে হয়। কার্য, কর্তৃনিরপেক্ষ হয়ে উৎপন্ন হতে পারে না। এই রূপ বিশাল জল, তেজ এবং বায়ু ও একজন কর্তার দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে ইহাও স্বীকার করতে হয়। তাৎপর্য হচ্ছে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুদ্ ব্যোমাত্মক বিচিত্র বিশাল জগৎকার্যের কর্তা ক্ষুদ্র শক্তি জীব হতে পারে না। যিনি এই বিশাল জগৎকার্যের কর্তা তিনি সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ইহাই নির্ণীত হয়। ভাষা পরিচ্ছেদকার তথা মুক্তাবলীকার অনুমান প্রমাণের দ্বারা জগৎকার্যের কর্তারূপে ঈশ্বরকে প্রমাণিত করেছেন। অনুমান প্রমাণটি এইরূপ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং ক্ষিতির অঙ্কুর কিনা দ্ব্যণুক কর্তৃজন্য একজন কর্ত্তার দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু পার্থিব দ্ব্যণুকটি কার্য্য যেমন ঘটাদিকার্য্য কর্তার দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে, অনুরূপ। এইভাবে জলীয়, তৈজস, বায়বীয় দ্ব্যণুকও একজন কর্তার দ্বারাই উৎপন্ন হয়ে থাকে যেহেতু তাহারা কার্যবস্তু। কর্তৃনিরপেক্ষভাবে কার্য স্বয়ং উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন ঘটরূপ কার্য্যবস্তু কুম্ভকার রূপ কর্তৃসাপেক্ষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানে অনুমানটি হচ্ছে দ্ব্যণুকংকর্ত্তৃজন্যং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ। প্রথম পরমাণু, ইহা নিত্যবস্তু। পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ভেদে পরমাণু চতুর্বিধ হয়ে থাকে। সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথম দ্ব্যণুকরূপ কার্য, যথা পার্থিব দ্ব্যণুক, জলীয় দ্ব্যণুক, তৈজসদ্ব্যণুক ও বায়বীয় দ্ব্যণুক রূপ প্রাথমিক কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে বিশাল পৃথিবী, বিশাল জল, বিশাল তেজ ও বিশাল বায়ুর উৎপত্তি হয়। এইভাবে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এতৎস্থলে নৈয়ায়িকগণ এইরূপ অনুমান উপস্থাপন করেন— দ্ব্যণুকং কৃতিজন্যংকার্যত্বাৎ ঘটবৎ। ঘট যেমন কুম্ভকারের কৃতি জন্য (কৃতির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে) হয়ে থাকে। অনুরূপ পরমাণুর প্রথম কার্য দ্ব্যণুক ও কাহারও কৃতিজন্যই হয়ে থাকে। এই দ্ব্যণুকের উৎপাদক কৃতি অস্মদাদি অসর্বজ্ঞ জীবের কৃতি হতে পারে না। অতএব দ্ব্যণুকোৎ-পাদক কৃতি যাঁর অর্থাৎ এতাদৃশকৃতির যিনি আশ্রয় (যিনি কৃতিমান্) তিনিই সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এই ভাবেই গ্রন্থকার অনুমান প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ কৃত্যাশ্রয়রূপে ঈশ্বরের সিদ্ধিপ্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাধন করেছেন। এইভাবে নির্দোষ অনুমান প্রমাণ প্রসাধিত ঈশ্বর সকলের দ্বারা স্বীকার্য হয়ে থাকেন। তাঁহাকে অস্বীকার করা যায় না।

নৈয়ায়িকগণ কার্যমাত্রের প্রতি কৃতির কারণতা স্বীকার করেন। অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য তাহাই কৃতি জন্য, এইরূপই কার্যকারণ ভাব স্বীকার করেন। কিন্তু কার্যমাত্রের প্রতি কর্তার কারণতা স্বীকারে গৌরব হয়। কারণ তা হলেপর কারণতাবচ্ছেদক হয় কর্তৃত্ব। তাহা কৃতিরূপ, প্রতিকর্তায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সর্বানুগত এক না হওয়ায় কারণতাবচ্ছেদক হতে পারে না। একারণ স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে কৃতিত্বে কারণতাবচ্ছেদকতা (কারণতার নিয়ামকতা) স্বীকার করতে হয়। ইহা গৌরব, তদপেক্ষায় কৃতিকে কার্যমাত্রের প্রতি কারণ স্বীকারে কারণতার অবচ্ছেদক বা নিয়ামক হয় সমস্ত কৃতিগত এক কৃতিত্ব ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণতার অবচ্ছেদক হয়ে থাকে। অতএব লাঘব হয়। গৌরব ও লাঘবের স্থলে লাঘবেরই গ্রহণ হয়ে থাকে গৌরবের নহে। উক্ত কারণেই নৈয়ায়িকগণ কার্যমাত্রের প্রতি কর্তার কারণতা স্বীকার না করে কৃতির কারণতা স্বীকার করেন।

দ্ব্যণুকং কর্তৃজন্যং কার্যত্বাৎ এই স্থলে মুক্তাবলীকার পরোদ্ভাবিত বিপরীত অনুমান প্রদর্শন করেছেন। ন চ শরীরাজন্যত্বেন কর্ত্রজন্যত্বসাধকেন সৎপ্রতিপক্ষ ইতিবাচ্যম্ অপ্রযোজকত্বাৎ, মুক্তাবলী। বিরুদ্ধবাদী পরের কথা হচ্ছে কর্তৃজন্য বস্তুমাত্রেই কর্তার শরীর জন্য হয়ে থাকে যত্র কর্ত্তৃজন্যত্বমস্তি তত্র শরীর জন্যত্বমস্তি, এমতাবস্থায় দ্ব্যণুকবস্তুটি যেহেতু শরীর জন্য নহে —

অর্থাৎ ঈশ্বরের শরীর না থাকায় দ্ব্যণুকবস্তুটি শরীরজন্য হয় না একারণ উহা কর্তৃজন্য ইহা স্বীকার করা যায় না। দ্ব্যণুকং কর্ত্রজন্যং শরীরাজন্যত্বাৎ এই বিপরীত অনুমান উত্থিত হওয়ায় দ্ব্যণুকং কর্তৃজন্যংকার্যত্বাৎ স্থলে বিপরীত পরামর্শরূপ সৎপ্রতিপক্ষ (প্রতিপক্ষ) জাগরিত হওয়ায় উক্ত কার্যত্ব হেতুটি প্রতিপক্ষিত হয় অতএব উক্ত কার্যত্ব হেতুর দ্বারা দ্ব্যণুকে কর্তৃজন্যত্ব সাধিত হতে পারে না। বিরুদ্ধবাদিগণের এইরূপ কথায় বলা হচ্ছে না তা বলা যায় না। তার কারণ বলেছেন অপ্রযোজকত্ব। (অপ্রযোজকত্বাৎ) অপ্রযোজকত্বাৎ=অনুকূল তর্কবিরহাৎ। বিরুদ্ধবাদিকর্তৃক সমুদ্ভাবিত বিপরীত অনুমানের হেতুটি দ্ব্যণুকং কর্ত্রজন্যং শরীরাজন্যত্বাৎ এই অনুমানের শরীরাজন্যত্ব হেতুটি ব্যাভিচারী এইরূপ নিশ্চয়ের অথবা এই হেতুটি ব্যভিচারী কিনা এই ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্ত্তক কোন অনুকূল তর্ক বিরুদ্ধবাদী প্রদর্শন করতে পারেন না। সেকারণ এই ক্ষেত্রে কর্ত্রজন্যত্বব্যাপ্যশরীরাজন্যত্ববদ্ দ্ব্যণুকম্ এই বিপরীত পরামর্শটি সৎপ্রতিপক্ষ হতে পারে না বলে সকর্তৃকত্বসাধক কার্যত্ব হেতুক পরামর্শের কার্যব্যাঘাতক হতে পারে না। অতএব সৎপতিপক্ষ দোষ এখানে নেই। যাহা কার্য তাহা কর্তৃজন্য অথবা কৃতিজন্য হয়ে থাকে যাহা কর্তৃজন্য হয় না বা কৃতিজন্য হয় না তা কখনই কার্য্যও হয় না। এইরূপ বলবান তর্ক (অনুকূলতর্ক) সিদ্ধান্তীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। উক্ত নিয়মকে বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী উত্থাপিত শরীরাজন্যত্ব হেতুতে ব্যভিচার বা ব্যভিচার শঙ্কার নিরাসক কোন অনুকূল তর্ক বিরুদ্ধবাদী উত্থাপন করতে পারেন না। শরীরাজন্যত্বম্ কর্ত্রজন্যত্বস্য ব্যভিচারি বা ব্যভিচারি ন বা এইরূপ শঙ্কার নিরাসক কোন অনুকূলতর্ক শরীরাজন্যত্ব যদি কর্ত্রজন্যত্বের ব্যভিচারী হয় তাহলে অমুক হানি হয় এইরূপ তর্ক পরপক্ষ দেখাতে পারেন না। একারণ কর্ত্রজন্যত্ব ব্যাপ্য শরীরাজন্যত্ববদ্ দ্ব্যণুক এই পরামর্শটি দুর্বল হওয়ায় (যেহেতু এখানে হেতুর ব্যভিচারের নিরাস হল না) এই পরামর্শটি সমবল বিরোধী না হওয়ায় প্রতিপক্ষ বা সৎপ্রতিপক্ষ হতে পারছে না একারণ সিদ্ধান্তীর কার্যত্বহেতুক বলবান্ পরামর্শকে ব্যাহত করতে পারে না। অতএব সৎপ্রতিপক্ষ দোষ এখানে নেই ইহাই গ্রন্থকারের আশয়। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় প্রথমে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করে বেদবাক্যের দ্বারা তাঁরই সাধন উত্থাপিত করেছেন। ''দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ'' ''বিশ্বস্যকর্ত্তাভুবনস্যগোপ্তা'' স্বর্গ ও পৃথিবীর জনকরূপে একজন দেব আছেন যিনি এই সমগ্রের কর্তা এবং ভুবনের পালনকর্তা। ইনিই ঈশ্বর।

ভাষা পরিচ্ছেদ গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শন সম্মত সাতটি পদার্থের কথা বলা হয়েছে।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।।২।।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাতটি মাত্র পদার্থ। ইহা সাত সংখ্যার বেশি বা কম নেহ, এই পদার্থগুলি বৈশেষিক দর্শন সম্মত হলেও এইগুলি নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত পদার্থ। পদাভিধেয় বা যাহা পদ প্রতিপাদ্য তাহাই পদার্থ অথবা যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাই পদার্থ। ''প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ পদার্থের প্রমিতি = যথার্থনুভূতি। অতএব পদাভিধেয়ত্বং পদার্থত্বম্ অথবা প্রমিতি বিষয়ত্বং পদার্থত্বং ইহাই পদার্থ লক্ষণ জ্ঞাতব্য। উক্ত কারিকায় (শ্লোকে) সপ্ত এই শব্দটি প্রয়োগ করায় ''পদর্থত্বং সপ্তান্যতমত্ব ব্যাপ্যম্'' এই রূপ নিয়মও সূচিত হয়েছে। যেখানে পদার্থত্ব আছে সেখানে সপ্তান্যতমত্বও আছে। যাহাই পদার্থ তাহা সপ্তান্যতম। এইরূপ নিয়ম সপ্ত পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে। প্রথম পদার্থ দ্রব্য তাহা বহু বহু হলেও দ্রব্যম্ এই একবচন দ্রব্যত্বজাতিতে প্রযুক্ত হয়েছে। ইহা জাতৌ একবচনম্ দ্রব্যত্বরূপ জাতি সমস্ত দ্রব্যে বিদ্যমান্ হওয়ায় দ্রব্যপদে সমস্ত দ্রব্যকেই ধরা হয়েছে। দ্রব্যের লক্ষণ হচ্ছে গুণবত্তা বা সমবায়িকারণতা, যাহা গুণবান্ তাহাই দ্রব্য বা যাহা কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হয় তাহাই দ্রব্য। গুণবত্ত্বং দ্রব্য লক্ষণম্ অথবা সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যলক্ষণম্। ঘটপটাদি

দ্রব্য পদার্থ। দ্রব্যের পর গুণনামক পদার্থের কথা বলা হয়েছে। গুণগতজাতি অনেকে স্বীকার করেন না একারণ গুণা এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে। যাহা দ্রব্যকর্ম ভিন্ন হয়ে সামান্যের আশ্রয় তাহা গুণ। দ্রব্যকর্ম ভিন্নত্বে সতি সামান্যবত্ত্বম্ গুণলক্ষণম্। রূপরস গন্ধাদি গুণ পদার্থ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থে জাতি থাকে অন্যত্র থাকে না। অতএব যাহা দ্রব্য কর্ম ভিন্ন হয়ে জাতির আশ্রয় তাহাই গুণপদার্থ হয়ে থাকে। অতঃপর কর্মপদার্থের উল্লেখ করেছেন তথা কর্ম বলার কারণ হচ্ছে কর্মপদার্থ সংযোগের অন্তর্গত সংযোগ হতে পৃথক্ নহে এইরূপ কোন কোন মীমাংসক মত নিরাকরণার্থ তথা এই পদ প্রযুক্ত হয়েছে। তদ্দ্বারা দ্রব্য এবং গুণ যেমন পদার্থ কর্মও তেমনই পদার্থ ইহা বুঝানো হয়েছে। সংযোগ এবং বিভাগের অনপেক্ষ কারণকে কর্ম বলে। কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করে কর্মবস্তুটি সংযোগ এবং বিভাগের প্রতি কারণ হয়ে থাকে। সংযোগ-বিভাগয়োরণপেক্ষ কারণম্ কর্ম ইহাই কর্মেরলক্ষণ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে কর্ম পদার্থ পাঁচ প্রকার।

অতঃপর সামান্য পদার্থের উদ্দেশ করেছেন। পরস্পর সমানজাতীয় (তুল্যজাতীয়) বস্তুগুলির মধ্যে বিদ্যমান ধর্মকেই সামান্য বলা হয়। ইহা সাধারণভাবে বলা হল। সমানানাম্ অনাগন্তুকোধর্মঃ সামান্যম্। সামান্যের লক্ষণ হিসাবে "নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্" ইহা বলা হয়েছে। যাহা নিত্য অথচ অনেকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাই সামান্য। যথা — ঘটত্ব পটত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সামান্য। সামান্যকেই জাতি বলা হয়।

সামান্যের উদ্দেশের পর বিশেষ পদার্থের উদ্দেশ করা হয়েছে। যাহা নিত্য দ্রব্য আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন ও পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় পরমাণু সমুদায়কে পরস্পর পৃথক্ করে তাহাই বিশেষ নামক পদার্থ। যাহা নিত্যদ্রব্যের অন্তিমভেদক তাহাই বিশেষ, ভাষা পরিচ্ছেদকার তাহাই বলেছেন "অন্ত্যোনিত্যদ্রব্যবৃত্তি - র্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। সামান্য, সমানাকার (অনুগতাকার) বুদ্ধির জনক হয়। বিশেষ পরস্পর পৃথক্ বুদ্ধির জনক হয়ে থাকে। বা ভেদবুদ্ধিকে জন্মায়। যেমন পার্থিব পরমাণু সমুদায় পরস্পর পৃথক্ জলীয় পরমাণু সমুদায় পরস্পর পৃথক্ বা ভিন্ন এইরূপ বুদ্ধি তত্তৎপরমাণুবৃত্তি বিশেষের দ্বারা হয়ে থাকে।

বিশেষের পর সমবায় নামক পদার্থের কথা বলা হয়েছে। নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। ইহা অযুত সিদ্ধবস্তুর সম্বন্ধ। যুত সিদ্ধ ও অযুত সিদ্ধ ভেদে বস্তু দ্বিবিধ। অবয়ব অবয়বী, গুণগুণী, দ্রব্য গুণ, কর্ম ও সামান্য (জাতি) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ ইহারা পরস্পর অযুত সিদ্ধ বস্তু, ইহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়।

সমবায়ের পর অভাব পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ভাব ও অভাব ভেদে পদার্থ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় রূপ ছয়টি ভাব পদার্থ হতে ভিন্ন এইরূপ পদার্থই অভাব পদার্থ। দ্রব্যাদিভেদ ষট্কবত্ত্বই অভাবের লক্ষণ। অর্থাৎ যাহাতে দ্রব্যাদি ভেদ ষট্ক বিদ্যমান আছে যেমন দ্রব্যংন, গুণোন, কর্মন, সামান্যংন, বিশেষোন, সমবায়োন এইরূপ ছয়টি ভেদবান্ বস্তুই অভাব পদার্থ। যদিও দ্রব্যাদিষ্টক ভেদবত্ত্বম্ এই রূপ অভাবের লক্ষণ বলা হয়েছে তথাপি এই লক্ষণের তাৎপর্য পূর্বোক্তরূপ ধরতে হবে ইহাই আমার বিদ্যাগুরুর উপদেশ। অভাব, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব ভেদে (অন্যোন্যাভাব = ভেদ রূপ অভাব) প্রথমতঃ দ্বিবিধ সংসর্গাভাব আবার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে ত্রিবিধ। আর ভেদরূপ অভাবকে একবিধই ধরা হয়েছে, এইভাবে— মোট অভাব চারপ্রকার স্বীকার করা হয়। ঘট উৎপন্ন হবে (ঘটো ভবিষ্যতি) ইহা ঘটের প্রাগভাব। ঘটো ধ্বস্তঃ ইহা ঘটের ধ্বংসাভাব, ঘটোনাস্তি ইহা ঘটের অত্যন্তাভাব এবং ঘটো ন পটঃ ঘট ভিন্নপট ইহা ঘটের ভেদাভাব বা অন্যোন্যাভাব পটে বিদ্যমান। পটবৃত্তি ঘটভেদ।

দ্রব্যংগুণাস্তথাকর্ম এই কারিকায় প্রথম দ্রব্য, পরে গুণ, পরে কর্ম, এইভাবে সপ্তপদার্থের নির্দেশের কারণ হচ্ছে সাধারণভাবে গুণাদি ষট্পদার্থ দ্রব্যপদার্থেই বিদ্যমান হয়ে থাকে তাই অপরাপর পদার্থের আশ্রয় রূপে দ্রব্যপদার্থের প্রথম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্য পদার্থও দ্রব্যেই আশ্রিত হয়ে থাকে। যেমন ঘটরূপ দ্রব্য কপালরূপ দ্রব্যকে বা ভূতলরূপ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে বিদ্যমান হয়।

6TH PAPER

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 79
Submission title:	7TH PAPER
File name:	7TH_PAPER.pdf
File size:	46.38M
Page count:	25
Word count:	2,793
Character count:	10,385
Submission date:	30-Jul-2022 01:06AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876839488

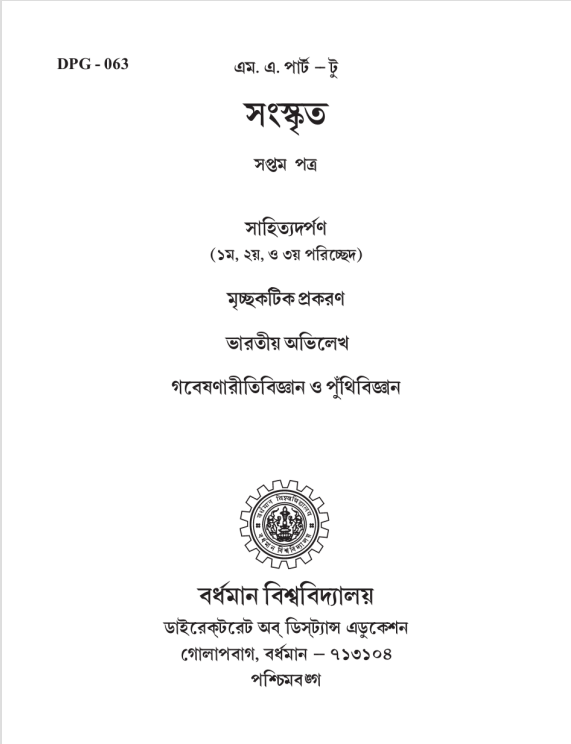

DPG - 063

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

সপ্তম পত্র

সাহিত্যদর্পণ

(১ম, ২য়, ও ৩য় পরিচ্ছেদ)

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ

ভারতীয় অভিলেখ

গবেষণারীতিবিজ্ঞান ও পুঁথিবিজ্ঞান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

7TH PAPER

by Soumen Mondal

Submission date: 30-Jul-2022 01:06AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876839488
File name: 7TH_PAPER.pdf (46.38M)
Word count: 2793
Character count: 10385

DPG - 063

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

সপ্তম পত্র

সাহিত্যদর্পণ

(১ম, ২য়, ও ৩য় পরিচ্ছেদ)

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ

ভারতীয় অভিলেখ

গবেষণারীতিবিজ্ঞান ও পুঁথিবিজ্ঞান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী

সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী

সংস্কৃত বিভাগ
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ :নভেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

।। মুখবন্ধ ।।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শাস্ত্র হল অলঙ্কার শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া সাহিত্যরূপ অরণ্যে প্রবেশ দুঃসাধ্য। অলঙ্কার শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এককথায় প্রকাশ করতে হলে বলতে হয় অলঙ্কার শাস্ত্র হল সাহিত্যের দর্শন শাস্ত্র। সেই গোষ্ঠীরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় গ্রন্থ হল বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ। বিশ্বনাথের পূর্ববর্তী আচার্য ভরত ছাড়াও ভামহ, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন, মম্মট প্রভৃতি বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁদের গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বিশ্বনাথের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলঙ্কারিক হলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, তাঁর রচিত গ্রন্থ হল রসগঙ্গাধর। তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণকে একটা কারণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলতে হয়—এটির পূর্ণাঙ্গত্ব। সাহিত্যের গুণ। বিশ্বনাথের অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল সংঘটনরীতিতে। তাঁর অসাধারণ গ্রহণ-বর্জন শক্তির সাহায্যে পূর্বসূরিদের তত্ত্ব ও তথ্যকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। আচার্য ভরত ও অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তেই সকল আলঙ্কারিক ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এসে গড়ে উঠেছিল। প্রস্তাবগুলি হ'ল— (১) রসকে কাব্যের আত্মারূপে গ্রহণ, (২) ধ্বনি স্বীকার, (৩) অভিব্যক্তিবাদ সহ সাহিত্যতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। বিশ্বনাথ কবিরাজ নব্য আলঙ্কারিক রূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন; তঁআর গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণে উপরি - উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাংশে স্থান পেয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটি সপ্তম পত্রের প্রথম অর্ধভাগে স্থানলাভ করেছে। সম্প্রতি অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী অদিতি সরকার। তাঁর উপস্থাপন প্রণালী সহজ ও সাবলীল, তাই শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ কল্পিকা মুখোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনাও আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। এই মাননীয়া প্রথমার্ধ —এই শিরোনামে।

সম্পাদকের নিবেদন

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রকরণজাতীয় দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে এটি সর্বোত্তম। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ এখানে পাত্রপাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই মৃচ্ছকটিক হয়ে উঠেছে শূদ্রকের কালের প্রকৃত দর্শন। তাছাড়া প্রকরণটি নাট্যকুশলতার কালোত্তীর্ণ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে মৃচ্ছকটিক প্রকরণটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃততে দূরশিক্ষা পাঠক্রম চালু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পাঠপ্রণয়নের প্রয়োজন প্রয়োজন হয়েছে। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের উফর গবেষণাধর্মী অথচ প্রাঞ্জল ও ছাত্রোপযোগী পাঠ প্রস্তুত করেছেন কৃতী অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ মুখার্জী। এখন অধ্যাপক মুখার্জীর সুনিশ্চিত নিবন্ধাবলী নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে। 'এম. এ. পার্ট টু, সংস্কৃত, সপ্তম পত্র, প্রথম অর্ধ, দ্বিতীয় পর্যায়।' পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিহীন করার যথাসাধ্য চেষ্টা থাকলেও সর্বাংশে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে এই ন্যূনতা দূর করার অঙ্গীকার থাকছে।

পুস্তকটি প্রকাশনার প্রাক্কালে সেই সকল ব্যক্তির সক্রিয় ভূমিকার কথা স্মরণ করছি যাঁরা আন্তরিক ভাবে তৎপর না হলে পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভব হত না।

সবশেষে কামনা করি, দূরশিক্ষাক্রমে পাঠ্যার্থীরা পুস্তকটি পেয়ে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে।

২৬.৫.২০০৫

তারাপদ চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানরূপে শিলালিপিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কাব্যসাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত না হলেও অভিলেখসমূহ পর্যালোচনা করে ভারতের রাজনৈতিক, অর্তনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। অধিকাংশ শিলালিপি পজ্যে রচিত এবং সেগুলি প্রায় সবই রাজপ্রশস্তিমূলক। তবে শিলালিপিতে উন্নতমানের গদ্যের নিদর্শনও পাওয়া যায়। পণ্ডিত ব্যুহলার ( ) প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত শিলালিপি সমূহ সংস্কৃত কাব্যকে উন্নতমানে প্রতিষ্ঠিত করাত সক্ষম হয়েছে।

শিলাখণ্ড, শিলাস্তম্ভ, মৃৎফলক, প্রতিমা, স্তূপ, গুহাগাত্র, ইট, বেদী, তামার পাত, মুদ্রা প্রভৃতির ওপর লেখ উৎকীর্ণ করা হত। কিন্তু ঐ সকল স্থলে উৎকীর্ণ লিপিগুলির নির্ভুল পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লেখসমূহের মধ্যে শিলালেখগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে অশোকের যেসব লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে ১৪ টি প্রধান শিলালেখ এবং ৭টি স্তম্ভলেখ উল্লেখ্য। গুহালেখসমূরে মধ্যে অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ লেখই সর্বপ্রাচীন। বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষু-শ্রমণদের বসবাসের জন্য যেসব গুহা বা পার্বত্য বিহার ছিল, সেগুলির গাত্রে নানা লেখ উৎকীর্ণ করা হত। নাসিক, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতির গুহালেখ এবং শিল্পকর্ম ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় কীর্তি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দেবমূর্তির চালে বহু ক্ষুদ্রাকার লেখ উৎকীর্ণ, তদ্ব্যতীত মূর্তির গায়েও কতিপয় লেখ উৎকীর্ণ। ধাতুসমূহের মধ্যে তাম্রলেখগুলি প্রসিদ্ধ। প্রধানতঃ মন্দির, দেবমূর্তি ও ভূমি সম্পর্কিত দানপত্র তাম্রলেখে উৎকীর্ণ হত। প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অঙ্গরূপেই রাজন্যবর্গ, ভূস্বামী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারা লেখসমূহ উৎকীর্ণ ও সংস্থাপিত করার রীতি প্রচলিত ছিল। লেখগুলি সাহিত্যচর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও বিষয়বস্তু পাঠ ও ভাষা, আলোচনা করে বোঝা যায় যে রাজসভাকবি ও বিদ্বান পণ্ডিতবর্গের দ্বারা এগুলি রচিত হত এবং বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্মরূপে গণ্য না হলেও কোনও কোনও সাহিত্য মর্যাদা ও কাব্যোৎকর্ষ বিশেষ তাৎপর্যবাহ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞাতব্য তথ্যাদির ওপর প্রকৃষ্ট আলোকপাত ছাড়াও ভাষা, সাহিত্য, ধর্ং ও সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও এগুলি যে মল্যবান তথ্যের আকর, তা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে দূরশিক্ষা পাঠ্যক্রমে বেশ কয়েকটি শিলালিপি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশিষ করে পূর্বভারত,পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারত ও মধ্যভারতের শিলালিপিগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাঠপর্যায়সমূহ রচনা করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রখ্যাতা দুই অধ্যাপিকা—ডঃ শ্রীমতী অদিতি সরকার এবং শ্রীমতী সুমিতা বটব্যাল। তাঁদের সুচিন্তিত ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তকটি আত্মপ্রকাষ করেছে — 'এম. এ. পার্ট টু, সপ্তম পত্র, দ্বিতীয় অর্ধ' - এই শিরোনামে। চারটি ইউনিটে পঠিতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে ভারতীয় অভিলেখ অবলম্বনে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপন প্রণালীর সহজ ও সাবলীল ভঙ্গী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

ডঃ বিশ্বনাথ মুখার্জী
সম্পাদক, সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণ যে কেবল মোক্ষসাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা নয়। তাঁরা বুঝেছিলেন, 'ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ' তাই তাঁরা জাগতিক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। ফলে বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতির পাশাপাশি কাব্য নাটকাদি যেমন রচিত হয়েছিল, তেমন আয়ুর্বেদ, নাট্যবেদ, গান্ধর্ববেদ, ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলনও ঘটেছিল। এমনকী কামশাস্ত্র, চৌর্যশাস্ত্র ইত্যাদিরও চর্চা হয়েছিল।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রচাত্রীদের জন্য গবেষণারীতিবিজ্ঞান ও পুঁথিবিজ্ঞান পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এটি সপ্তম পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ তৃতীয় পর্যায়-এ স্থান লাভ করেছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে দূরশিক্ষা পাঠক্রম প্রবর্তন করেছেন। তার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিভাগীয় অধ্যাপকমণ্ডলী। গবেষণারীতি বিজ্ঞান ও পুঁথিবিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। কৃত্যবিদ্য অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম দাশষ তাঁর আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ আলোচনাসমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তকটি আত্মপ্রকাশ করছে, 'এম.এ. পার্ট টু, সংস্কৃত, সপ্তম পত্র দ্বিতীয় অর্ধ' এই শিরোনামে। পুস্তকটিকে ত্রুটিহীন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু ন্যূনতা থেকে গিয়েছে। পরবর্তী সুযোগে এই ন্যূনতা পরিহারের চেষ্টা থাকবে।

পুস্তকটির প্রকাশনার মুহূর্তে মনে পড়ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'ডাইরক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন' এর আধিকারিক ও কর্মিবৃন্দের উৎসাহ ও উদ্যমের কথা। আরও স্মরণ করছি জেনেসিস প্রেসের কর্ণধার ও সহযোগিবৃন্দের ক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। এঁদের তৎপরতা ব্যতিরেকে পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভব হত না।

আশা করি দূরশিক্ষাক্রমে পাঠ্যার্থীর পুস্তকটি পেয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে।

১৬ মে, ২০০৫

তারাপদ চক্রবর্তী

পর্যায়- গ্রন্থ ঃ ১

সাহিত্যদর্পণ

(১ম, ২য়, ৩য় পরিচ্ছেদ)

অধ্যাপিকা অদিতি সরকার

(প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) ও

অধ্যাপিকা কল্পিকা মুখোপাধ্যায়

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

পর্যায়-গ্রন্থ ঃ ২

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ

অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যায়-গ্রন্থ ঃ ৩

ভারতীয় অভিলেখ

শ্রীমতী সুমিতা বটব্যাল

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ অদিতি সরকার

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যাল

পর্যায়-গ্রন্থ ঃ ৪

গবেষণারীতিবিজ্ঞান ও পুঁথিবিজ্ঞান

অধ্যাপক পার্থপ্রতিম দাশ

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

সাহিত্যদর্পণ
(১ম, ২য়১ ৩য় পরিচ্ছেদ)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট-১ঃ	প্রথম পরিচ্ছেদ আলোচিত মঙ্গলচারণ, কাব্যের প্রয়োজন, আচার্য বিশ্বনাথ কর্তৃক পূর্ববর্তী আচার্যদের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন এবং আচার্য বিশ্বনাথ প্রদত্ত কাব্যলক্ষণ।	৩
ইউনিট-২ঃ	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আলোচিত— বাক্যলক্ষণ, পদলক্ষণ, অভিধা ও লক্ষণার স্বরূপ।	২২
ইউনিট-৩ঃ	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত— লক্ষণার শ্রেণীবিভাগ, ব্যঞ্জনা ও তার বিভাগ।	৪১
ইউনিট-৪ঃ	তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত— রসের স্বরূপ, রস ও ব্যঞ্জনা ও তার বিভাগ।	৬১
ইউনিট-৫ঃ	তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত— নায়িকার শ্রেণীবিভাগ ও তাদের লক্ষণ, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, রসের বিভাগ, রসাভাস ও ভাবাভাস।	৭৫

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ

ইউনিট-১ঃ	কবি পরিচিতি, উৎস, প্রকরণ হিসাবে মৃচ্ছকটিকের বিচার নামকরণ ও নাট্যকাহিনির বিশ্লেষণ।	৯৩
ইউনিট-২ঃ	মৃচ্ছকটিক প্রকরণে উল্লিখিত প্রধান ও অ-প্রধান চরিত্রাবলীর বিশ্লেষণ	১১১
ইউনিট-৩ঃ	জুয়াখেলা, চুরি, প্রাবারক, গহনা, মাটির গাড়ি, হাতি, সঙ্গীত, প্রবহণ বিপর্যয়, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও রসবিচার	১২৯
ইউনিট-৪ঃ	মৃচ্ছকটিক প্রকরণে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজচিত্র, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা	১৪৫
ইউনিট-৫ঃ	শূদ্রকের রচনারীতি ও মৃচ্ছকটিক প্রকরণের সাহিত্যিক মূল্যায়ন এবং প্রকরণে প্রযুক্ত নান্দীশ্লোক ও ভরতবাক্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ	১৫৮

ভারতীয় অভিলেখ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
একক - ১	পশ্চিম ভারতের অভিলেখ : প্রথম রুদ্রদামনের গির্ণার প্রস্তরলেখ	১৭৫
একক - ২	উত্তর ভারতের অভিলেখ : চন্দ্রের মেহরৌলী স্তম্ভাভিলেখ	১৯৯
একক - ৩	মধ্য ভারতের অভিলেখ : মিহিরকুলের গোয়ালিয়র অভিলেখ	২০৯
একক - ৪	পূর্ব ভারতের অভিলেখ : গুপ্তরাজত্বকালীন (খ্রীষ্টীয় ৫৪৩ অব্দ) দামোদরপুর তাম্রশাসন ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসন শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসনদ্বয়	২৩১
একক - ৫	খালিমপুর ও নালন্দা তাম্রশাসন ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন	২৬১

গবেষণারীতিবিজ্ঞান

একক - ১	গবেষণার বিভিন্ন দিক	২৮৯

পুঁথিবিজ্ঞান

একক - ২	পুঁথি পরিচিতি	৩০৫

সাহিত্যদর্পণ

(১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ)

অধ্যাপিকা অদিতি সরকার
সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যদর্পণ

ইউনিট ১

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠ পরিলেখ

১.০ — সূচনা

১.১ — অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারণা ঃ

ক) আলঙ্করিকগণ

খ) প্রস্থানভেদ

গ) বিশ্বনাথ কবিরাজ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.২ পঠিতব্য বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয় ও প্রথম ইউনিটের আলোচ্য

১.৩ মঙ্গলাচরণ

১.৪ কাব্যফল বা কাব্যের প্রয়োজন

১.৫ কাব্যের স্বরূপ

ক) আচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন

খ) ভোজের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন

গ) ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন

ঘ) কাব্যের অন্তর্গত নীরস রচনার কাব্যত্ব স্বীকার করা হবে কি না

ঙ) আচার্য বামনের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন

১.৬ আচার্য বিশ্বনাথের কাব্যলক্ষণ

১.৭ কাব্যে দোষ

১.৮ গুণাদির স্বরূপ

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নতালিকা

১.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.০ সূচনা ঃ

তোমরা স্নাতকপর্যায়ের পাঠ্যতালিকায় বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কতকগুলি অলঙ্কার পড়ে এসেছ। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থপাঠের পূর্বে সাহিত্যতত্ত্ব এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.১ অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারণা ঃ

ক) আলঙ্কারিকগণ ঃ

সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাকে অলঙ্কার শাস্ত্রও বলা হয়। এবিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। ভরতের পর বেশ কয়েকশ বছর কোন আলঙ্কারিকের কথা জানা যায় না। হয়তো এই সময়ে এক বা একাধিক আলঙ্কারিক আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। ভরতের পরবর্তী আলঙ্কারিক হলেন ভামহ এবং দণ্ডী। এঁদের মধ্যে কে আগে, কে পরে— তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে সুপরিচিত আলঙ্কারিকদের ক্রম হল—

ভামহ (বা দণ্ডী) — দণ্ডী (বা ভামহ) — উদ্ভট— ভট্টনায়ক— বামন—রুদ্রট— মুকুলভট্ট— প্রতীহারেন্দুরাজ— আনন্দবর্ধন— মহিমভট্ট— কুন্তক— অভিনবগুপ্ত— শৌদ্ধোদনি— বাগ্‌ভট (প্রথম)— বাগ্‌ভট (দ্বিতীয়)— রুয্যক— ভোজরাজ— মম্মট— হেমচন্দ্র—কেশবমিশ্র— পীযূষবর্ষ— বিদ্যানাথ— বিশ্বনাথ— গোবিন্দঠক্কুর— অপ্যয় দীক্ষিত— জগন্নাথ।

খ) প্রস্থানভেদ ঃ

কাব্যের স্বরূপ, প্রয়োজন, মূলতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। এই মতভেদকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন প্রস্থানের সৃষ্টি। মূলত, 'কাব্যের আত্মা কী'—এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই মোটামুটিভাবে ছটি প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছে। প্রস্থানগুলি হল — ১) রসপ্রস্থান, ২) অলঙ্কারপ্রস্থান, ৩) গুণপ্রস্থান, ৪) রীতিপ্রস্থান, ৫) ধ্বনিপ্রস্থান এবং ৬) বক্রোক্তিপ্রস্থান।

রসপ্রস্থান ঃ ভরতমুনি এই তত্ত্বের প্রাচীনতম প্রবক্তা। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন— " ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ ঃ প্রবর্ততে।" ভরতের মতে রস আট প্রকার — শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত।

অলঙ্কার প্রস্থান ঃ ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট প্রমুখ অলঙ্কার প্রস্থানের প্রবক্তা। ভামহ ৩৫টি অলঙ্কারের কথা বলেছেন। অলঙ্কার প্রস্থান অনুসারে কাব্য অলঙ্কার্য্য। ভামহ বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তিকেই অলঙ্কারের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন (ইত্যেবমাদিরুদিতা গুণাতিশয়যোগত ঃ। সর্বৈবাতিশয়োক্তিস্তু তর্কয়েত্তাং যথাগমম্।। (কাব্যালঙ্কার, ২/৮৪,৮৫)।

সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থে বিভাব্যতে।

যত্নোহস্যাং কবিনা কার্যঃ কোহলংকারোহনয়াবিন।

গুণপ্রস্থান ঃ আচার্য দণ্ডী গুণকে কাব্যের 'প্রাণ' এবং অলঙ্কারকে 'কাব্যশোভাকর' ধর্ম বলেছেন। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে দশটি গুণের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি এবং সমাধি। এই গুণগুলি হল বৈদর্ভমার্গের প্রাণ। আচার্য দণ্ডীকে আমরা গুণপ্রস্থানের অন্যতম আলঙ্কারিকরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

রীতিপ্রস্থান ঃ আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' নামক গ্রন্থে রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন (রীতিরাত্মা কাব্যস্য)। রীতি কাকে বলে? বামনের মতে 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ'। গৌড়ী, বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী — এই তিন প্রকার রীতির কথা বামন বলে গেছেন। এগুলির মধ্যে বৈদর্ভীরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

ধ্বনিপ্রস্থান ঃ আচার্য আনন্দবর্ধন এই প্রস্থানের প্রবক্তা। যদিও ধ্বন্যালোকের প্রথম কারিকাতেই তিনি বলেছেন 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি' এই মত আগে থেকেই ছিল তবুও তাঁকেই ধ্বনিবাদের পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ধ্বনি বলতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থকে বোঝায়। ধ্বনির তিনটি ভেদ—বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। এর মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ।

বক্রোক্তিপ্রস্থান ঃ আচার্য কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলে গ্রহণ করেছেন। (শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি। বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহলাদকারিণি।)

শব্দের এই বক্রতাকে কুন্তক কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন— ১। বর্ণবিন্যাস বক্রতা ২। পদপূর্বার্ধবক্রতা বা প্রাতিপদিকবক্রতা ৩।পদপরার্ধবক্রতা বা প্রত্যয়বক্রতা ৪। বাক্যবক্রতা ৫। প্রকরণবক্রতা এবং ৬। প্রবন্ধবক্রতা।

অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রস্থানভেদের কথা বলা হল। এখন প্রশ্ন হল বিশ্বনাথ কোন্ প্রস্থানের সমর্থক? বিশ্বনাথ কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। সুতরাং তিনি রসপ্রস্থানবাদী। আবার ধ্বনিকারের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বললে তিনি সাদরে স্বীকার করবেন'। সুতরাং বিশ্বনাথ রসধ্বনির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

গ) **বিশ্বনাথ কবিরাজ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

আচার্য বিশ্বনাথ ছিলেন উড়িষ্যার অধিবাসী এবং তাঁর আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দী। তাঁর পূর্বপুরুষগণও কলিঙ্গরাজের সভায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে এবং গ্রন্থের অবসানে প্রদত্ত পুষ্পিকা থেকে জানা যায় আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্যসমুদ্রে জলযানের কর্ণধার, ধ্বনিপ্রস্থানের অনুগামী, কবিসূক্তির রত্নাকর (সমুদ্র), আঠেরোটি ভাষায় পারঙ্গম এবং কলিঙ্গরাজের সান্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধবিগ্রহ-সংক্রান্ত মন্ত্রী / পররাষ্ট্রমন্ত্রী।) বিশ্বনাথ কবিরাজ ছিলেন নারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রশেখর (তিনিও কবি ছিলেন)। বিশ্বনাথের পুত্র অনন্তদাস 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের উপর 'লোচন' নামক টীকা রচনা করেন। বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণ' ছাড়াও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন, 'রাঘববিলাস' মহাকাব্য, 'কুবলয়াশ্বচরিত' নামে প্রাকৃতভাষায় রচিত কাব্য, 'প্রভাবতী পরিণয়', 'চন্দ্রকলা' প্রভৃতি নাটিকা ও আরও কিছু গ্রন্থ।

১.২ পঠিতব্য বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয় ও প্রথম ইউনিটের আলোচ্য

'সাহিত্যদপণ' গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দশম পরিচ্ছেদ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণের পর কাব্যপাঠের প্রয়োজন ও কাব্যের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাক্যের লক্ষণ, পদের লক্ষণ, পদের বিবিধ অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় কাব্যের রস। দশম পরিচ্ছেদে অলঙ্কারের লক্ষণ, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে অর্থালঙ্কারগুলি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ইউনিটের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদ।

আলোচ্য ইউনিটটি পড়লে সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় যেমন, কাব্যের প্রয়োজন, আচার্য বিশ্বনাথ কর্তৃক পূর্ববর্তী আচার্যদের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন এবং আচার্য বিশ্বনাথের প্রদত্ত কাব্যলক্ষণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১.৩ মঙ্গলাচরণ ঃ

'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আচার্য বিশ্বনাথ গ্রন্থারম্ভে বাগ্‌দেবতার আরাধনা করে মঙ্গলাচরণ করেছেন। যে কোন কাজ আরম্ভ করার আগে ঈপ্সিত কার্যের নির্বিঘ্নে সমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ করার বিধান আছে। আচার্য বিশ্বনাথ যেহেতু কাব্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে বসেছেন সেই কারণে বাগ্‌দেবতার আরাধনা করে তাঁর আনুকূল্য প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক। বৃত্তিতে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন বাগ্‌দেবী —'বাঙ্‌ময়ে'র অধীশ্বরী। 'বাঙময়' বলতে অষ্টাদশ বিদ্যাকে বোঝানো হয়েছে। এই অষ্টাদশ বিদ্যা হল চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়-দর্শন, অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং আয়ুর্বেদ।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বার ঃ মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ঃ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈবতু।।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, এই অংশে 'আধত্তে' ক্রিয়াপদটির ব্যবহার নিয়ে। গ্রন্থকার নিজেই যেখানে কারিকা এবং বৃত্তি দুইই রচনা করেছেন সেখানে 'আধত্তে' এই ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের ব্যবহার করা হল কেন? তাঁর তো 'আদধে' এই উত্তম পুরুষে লেখা উচিত ছিল। কারিকাকার ও বৃত্তিকার দুজন ভিন্ন ব্যক্তি — এই কথা বলা যাবে না। 'রামঃ স্বয়ং যাচতে', 'জীবত্যহো রাবণঃ' এই সমস্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখানো যেতে পারে বক্তার নিজের সম্পর্কে উল্লেখেও প্রথম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে অবশ্য আচার্য বিশ্বনাথ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের রচনার প্রমাণ দিয়েছেন।

মঙ্গলচরণ করতে গিয়ে আচার্য বিশ্বনাথ বলছেন— শরৎকালীন চন্দ্রের মনোরম কান্তির মত যাঁর প্রভা, সেই বাগ্‌দেবী আমার মনে পরিব্যাপ্ত নিবিড় অন্ধকার দূর করে সমস্ত অর্থ প্রকাশ করুন।

সেই দেবী বলতে বেদ ও আগমে প্রসিদ্ধা দেবীকে বোঝানো হয়েছে। অথবা অর্থান্তরে বিষ্ণুর সঙ্গে বিরাজমানা বাগ্‌দেবীকে বোঝানো হয়েছে। বাগ্‌দেবী সরস্বতী অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে আচার্য বিশ্বনাথের চিত্তকে জ্ঞানের আলোকে ভাস্বর করে তুলবেন। সেই জ্ঞানর প্রভায় বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ ও তাৎপর্যরূপ অর্থ প্রকাশিত হবে। দেবী সরস্বতী একদিকে শরদিন্দুর মত কান্তিময়ী; অপর দিকে শরতে কোজাগরী পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার দূর হয়ে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হওয়ার মত দেবী সরস্বতীও অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে সমস্ত বিদ্যাকে প্রকাশ করেন।

টীকাকারগণ মঙ্গলাচরণের শ্লোকের অপর অর্থ করেছেন দেবী দুর্গার পক্ষে। যাঁরা কাব্যতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের মনে আমার বাক্যের যথাযথ অর্থকে দেবী দুর্গা প্রকাশ করুন। সেই দেবী দুর্গা কিরকম? শরৎকালের চন্দ্রের দীপ্তির মত যাঁর কান্তি অথবা মহাদেবের প্রতিই যার অভিলাষ সেই দেবী দুর্গা অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকার দূর করুন। দুটি অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থটিই বেশী গুরত্ব পেয়েছে।

মঙ্গলাচরণের শ্লোকে 'সা' পদের দ্বারা সরস্বতীর শ্রবণ, 'চেতসি বর্তমানা'র দ্বারা মনন ও ধ্যান হয়েছে। সুতরাং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন— সরস্বতীর এই ত্রিবিধ আরাধনা হয়েছে।

১.৪ কাব্যফল বা কাব্যের প্রযোজন ঃ

প্রয়োজন না জেনে বা কি ফল পাওয়া যাবে না জেনে কোন ব্যক্তিই কোন কাজে ব্রতী হন না। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থটি লোকে পড়বে কেন? গ্রন্থপাঠের ফল কি? মঙ্গলাচরণের পর আচার্য বিশ্বনাথ সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে কাব্যপাঠের ফল বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের বিষয় যেহেতু কাব্যতত্ত্ব, তাই আচার্য বিশ্বনাথ মনে করেন ব্যাপক অর্থে তা কাব্যেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং কাব্যফল আলোচনা করলেই 'অঙ্গীর আলোচনায় অঙ্গেরও আলোচনা হয়ে যায়' এই নিয়মে সাহিত্যদর্পণেরও ফলের আলোচনা হয়ে যাবে। গ্রন্থকারের বক্তব্যের সমর্থনে টীকাকারগণ বলেছেন দর্শপৌর্ণমাসের ফলের আলোচনা করলে যেমন দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অন্তর্গত প্রযাজাদির ফলবত্ত্ব সিদ্ধ হয়, এক্ষেত্রেও সেইভাবে সাহিত্যদর্পণের ফলবত্ত্ব সিদ্ধ হবে। অতএব কাব্যফল কি কি তা বলা হচ্ছেঃ—

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি ঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।

কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে।।

যেহেতু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও কাব্যানুশীলন থেকেই চতুর্বর্গফল প্রাপ্তি ঘটে — সেহেতু সেই কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হচ্ছে। কারিকার চতুর্বর্গের অর্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। সুখে অর্থাৎ অনায়াসে বা স্বল্প পরিশ্রমে। 'অল্পধী' কথাটির অর্থ এখানে বোকা বা মন্দবুদ্ধি নয়, কোমলমতি রাজপুত্রগণ। ব্যাপক অর্থে আমরা বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করতে পারি। 'অল্পধিয়ামপি'—এই পদটিতে 'অপি' পদের দ্বারা পরিণত-বুদ্ধি জ্ঞানী

ব্যক্তিদেরও বোঝানো হচ্ছে। 'কাব্যাদেব' এখানে 'এব' পদের দ্বারা কাব্য থেকেই -এই কথা জোর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদির ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে।

কাব্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয় তা প্রতিপাদন করা হচ্ছে। পাঠ্যাংশে বৃত্তিতে 'চতুর্বর্গপ্রাপ্তির্হি' থেকে 'ধর্মার্থকামমোক্ষেষু...' ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত চতুর্বর্গ লাভ হয় তা সহজেই বোঝা যায়। লোকে রামায়ণাদি কাব্য পাঠ করে রামের মত পিতৃ-আজ্ঞা পালন করা উচিত, রাবণের মত পরস্ত্রীহরণ করা উচিত নয়— এ কথা বুঝতে পারে। ফলে কাব্য থেকে লোকের কর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং অসৎ কর্মে নিবৃত্তি রূপ উপদেশ লাভ হয় এবং তার মাধ্যমেই ধর্ম অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, কাব্য তো রামের মতো হও, রাবণের মতো হবে না — একথা সরাসরি বলে না। উত্তরে টীকাকারগণ বলেন — শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকমশাই যেমন কৃতী ছাত্রকে পুরস্কৃত করে এবং দুষ্ট ছাত্রকে তিরস্কার করে সবাইকে শিক্ষা দেন, কিভাবে আচরণ করা উচিত, কাব্যও সেইভাবেই আমাদের শিক্ষা দেয়। এই প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আচার্য বিশ্বনাথ আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি দিয়েছেন—

"ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্।।"

সৎকাব্য পাঠের এবং রচনার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কলাবিদ্যায় বিচক্ষণতা, কীর্তি ও প্রীতি লাভ হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত কাব্য থেকে চতুর্বর্গলাভের প্রমাণ দেওয়া হল। এবার কাব্য থেকে ধর্মপ্রাপ্তির প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। কাব্যে বর্ণনীয় ভগবান নারায়ণের পাদপদ্ম বন্দনা এবং অন্যান্য স্তবাদির রচনা ও পাঠ থেকে ধর্মলাভ হয়। তখন বলা হচ্ছে— সমস্ত কাব্যেই তো আর দেবতাদের বন্দনা থাকে না। কাব্যের প্রথম অংশে মঙ্গলাচরণে দেবতার বন্দনা থাকলেও বাকী অংশে থাকে না, সেক্ষেত্রে মেঘদূত, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ ইত্যাদি রচনা বা পাঠ বা শ্রবণ করলে কি করে ধর্মলাভ সম্ভব? তার উত্তরে একটি বেদবাক্যের অবতারণা করা হয়েছে। বেদবাক্যটি হল—'এক ঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ' কামধুগ্ ভবতি।' একটি মাত্র শব্দও ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে এবং তার যথাযথ অর্থ জানলে স্বর্গে এবং ইহলোকে অভীষ্ট ফল প্রদান করে। কবি কেবল একটি নয়, একাধিক শব্দের সুগ্রথিতরূপে গ্রন্থ রচনা করেন। পাঠক যখন তা পাঠ করেন বা শ্রোতা যখন তা শ্রবণ করেন, তখন সম্পূর্ণ অর্থবোধ করতে না পারলে তাঁরাও গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে পারেন না। সুতরাং কাব্যে প্রযুক্ত শব্দের জ্ঞান তাঁদেরও থাকা দরকার। এই ভাবে বেদবাক্যের বলে মেঘদূতাদি কাব্য থেকেও ধর্মলাভ সম্ভব।

কাব্য থেকে অর্থলাভও সম্ভব। বাণভট্ট প্রমুখ লেখক হর্ষবর্ধনাদি রাজার নিকট থেকে গ্রন্থ রচনা করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। কথিত আছে — ধাবক নামক কবি 'রত্নাবলী' রচনা করে শ্রীহর্ষের নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করেন। অনুরূপ ভাবে প্রচলিত ধারণা 'শিশুপালবধ'ও মাঘের রচনা নয়। জনৈক কবি অর্থের বিনিময়ে বৈশ্য মাঘকে 'শিশুপালবধ' বিক্রয় করেন। অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে কামেরও প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভোগ বিলাসের নানা উপকরণ সহজলভ্য হয়।

মোক্ষ প্রাপ্তি হয় স্বর্গাদিলাভের প্রতি অনাসক্তি থেকে। কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তাঁর প্রেরণা স্বতোৎসারিত হয়ে তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়। নিছক ভালোলাগা থেকে তিনি রচনা করেন, কিছু প্রাপ্তির আশায় করেন না। আবার কোন ব্যক্তি যখন কাব্যের রসাস্বাদন করেন, তিনি আনন্দ লাভের জন্যই তা করেন। এই কাজ

থেকে আমার ধর্মলাভ হবে বা স্বর্গপ্রাপ্তি হবে এই আকাঙক্ষা থাকে না। ফলে এই নিষ্কাম কর্ম থেকে মোক্ষ লাভ হয়। রচনার মধ্যে উপনিষদবাক্যাদির উদ্ধৃতি থাকলেও তার সাহায্যে মোক্ষলাভ সম্ভব।

এখন প্রশ্ন ওঠে, চতুর্বর্গলাভ তো বেদাদি শাস্ত্র থেকেই সম্ভব। তাহলে কাব্যপাঠের প্রয়োজন কি? তার উত্তরে বিশ্বনাথ কাব্যের মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য বললেন—'চতুর্বর্গফল প্রাপ্তির্হি বেদশাস্ত্রেভ্যো নীরসতয়া দুঃখাদেব পরিণতবুদ্ধীনামেব জায়তে। পরমানন্দসন্দোহজনকতয়া সুখাদেব সুকুমারবুদ্ধীনামপি পুনঃ কাব্যাদেব'। এর অর্থ হল— বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতি থেকেও চতুর্বর্গ ফললাভ হয়, কিন্তু তা নীরস এবং বহু কষ্টে অর্জন করা যায় বলে কেবল পরিণতবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তা লাভ করতে পারেন। অপরপক্ষে, কেবল কাব্য থেকেই অনায়াসে আনন্দলাভের মধ্য দিয়ে সুকুমারমতি বালক -বালিকাদেরও চতুর্বর্গ লাভ হয়। এখানে আচার্য বিশ্বনাথের তিনটি যুক্তি। ১) বেদাদি শাস্ত্র নীরস, কাব্য সরস। নীরস বিষয়ে সহজে কেউ অগ্রসর হতে চায় না। সরস বিষয়ে পরিণত বুদ্ধি বা সুকুমারমতি সকলেই আকৃষ্ট হয়।

২) শাস্ত্র থেকে যে চতুর্বর্গলাভ তা বহু দুঃখে, বহু পরিশ্রমে অনেক জটিল বিষয় আলোচনা করে লাভ করা যায়। কিন্তু কাব্য অনায়াসে না হলেও অল্প আয়াসে বা স্বল্প পরিশ্রমে আয়ত্ত করা সম্ভব। সরস বিষয়ে আনন্দের পরম্পরার মাধ্যমে যে কোন জিনিস সহজেই শেখা যায়। এই ভাবে চতুর্বর্গ লাভও সম্ভব।

৩) শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে চতুর্বর্গ কেবল পরিণতবুদ্ধি পণ্ডিতদের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে পরিণতবুদ্ধি, সুকুমারবুদ্ধি— সবাই শিক্ষালাভে সমর্থ। কাব্য শাস্ত্রে বর্ণিত দুরূহ পারমার্থিক বিষয়কে সরসভাবে আমাদের সামনে হাজির করে। কাব্যপ্রকাশে এই কারণেই আচার্য মম্মিট বলেছেন 'কাব্য হল কান্তাসম্মিত উপদেশ'।

আবার প্রশ্ন ওঠে, সুকুমারমতি বালক-বালিকা বা রাজপুত্রগণ কাব্য পাঠ করুক, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কাব্য পাঠে প্রবৃত্ত হবেন কেন? তাঁরাতো বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেই চতুর্বর্গ লাভ করতে সমর্থ। তার উত্তরে আচার্য বিশ্বনাথ বলেন — এই প্রশ্ন তোলাই অসঙ্গত। লৌকিক উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বললেন— কোন রোগ যদি তেতো ওষুধ খেলেও সারে, আবার একখণ্ড সাদা মিছরি খেলেও সারে, তবে কেউ কি মিছরি ফেলে তেতো ওষুধ খেতে যাবে? সেই রকম কাব্যের সোজা পথ বাদ দিয়ে শাস্ত্রের কঠিন পথে যেতে ক্ষুরধার পণ্ডিতগণ কেন, কোন মূর্খ ব্যক্তিও প্রবৃত্ত হবেন না। অতএব, দুরূহ বেদ ও শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যে কাব্যেই আগ্রহী হবেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কাব্যের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।

কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।।

এই পৃথিবীতে মনুষ্যজন্ম লাভ দুর্লভ ব্যাপার; মনুষ্যের মধ্যে আবার বিদ্যা অর্জন করেছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম। বিদ্বানের মধ্যে আবার কবিত্বশক্তি আছে এমন লোক দুর্লভ; কবিত্বশক্তির অধিকারীদের মধ্যেও

আবার প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। পৃথিবীতে বিদ্বান্ লোক কম হলেও তার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের ও তীক্ষ্ণধীর সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করতে পারেন। এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে কাব্যরচনার ক্ষমতা অল্প লোকেরই থাকে। কবিদের মধ্যে আবার দুপ্রকার ভেদ। একদল একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে কাব্য রচনা করেন। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি থাকলেও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার তাৎপর্যময়তা সে সমস্ত কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। নৈসর্গিক প্রতিভার সাহায্যে সহৃদয়কে রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়ে অপূর্ব কাব্যসম্ভার উপহার দেন অপর এক শ্রেণীর কবি। নব নব উন্মেষ শালিনী প্রজ্ঞার অধিকারী এই শ্রেণীর কবির সংখ্যা সমাজে সত্যিই অত্যন্ত দুর্লভ। সেই কথা স্মরণ করেই আনন্দবর্ধন বলেছেন— 'যেন অস্মিন্ অতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে।

রস ধ্বনির অভাবেও যে বহু রচনা কাব্যরূপে গণ্য হয়ে থাকে তার কারণ যেসব রচনা কাব্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলিকে কাব্য বলা যাবে না। প্রকৃত প্রতিভা অতি দুর্লভ বস্তু। সেই প্রতিভা যে কাব্য সৃষ্টি করে তার থেকেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ হয়ে থাকে।

অগ্নিপুরাণে আরও বলা হয়েছে — 'ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্' অর্থাৎ নাটক (দৃশ্যকাব্য) ত্রিবর্গের সাধন। ত্রিবর্গ বলতে ধর্ম, অর্থ ও কামকে বোঝানো হয়েছে। যদিও নাট্য বা নাটক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত একটি ভাগ, এখানে নাট্য বলতে কাব্যত্ব-অবচ্ছেদে শ্রব্যকাব্যকেও গ্রহণ করতে হবে।

অগ্নিপুরাণের পর আচার্য বিশ্বনাথ বিষ্ণুপুরাণ থেকেও নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে উদ্বৃতি দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে —

''কাব্যালাপশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ।।''

যে কোন কাব্যালাপ (দৃশ্যই হোক্ বা শ্রব্যই হোক্) এবং সমগ্র সঙ্গীত শব্দমূর্ত্তিধর ভগবান্ বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। আলোচ্য শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের ২২তম অধ্যায় থেকে গৃহীত (৮৩গঘ)। এখানে পাঠান্তর পাওয়া যায় ''শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।'' বিষ্ণুপুরাণে কেবল কাব্যালাপ ও সঙ্গীতকেই শব্দমূর্ত্তি বিষ্ণুর অংশ বলা হয় নি। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই বিষ্ণুর অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাব্যাদি বিষ্ণুর অংশরূপে গণ্য হওয়ায় তার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই মোক্ষের অনুকূল হবে।

কাব্য এত উপাদেয় বলেই কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হচ্ছে। — তেন হেতুনা তস্য কাব্যস্য স্বরূপং নিরূপ্যতে। 'তেন হেতুনা' এই অংশে 'তেন' পদটি 'চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ..... ইত্যাদি শ্লোকের 'তেন' পদকে নির্দেশ করছে।

এর দ্বারা বর্তমান গ্রন্থের অভিধেয় (বিষয়) ইত্যাদির কথাও উল্লিখিত হল।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শাস্ত্রাদি রচনার পূর্বে অনুবন্ধ চতুষ্টয় আলোচনার নিয়ম আছে। চারটি অনুবন্ধ হল

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। বেদান্তসারে বলা হয়েছে (''তত্রানুবন্ধো নামাধিকারি বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনানি'') । অন্যত্রও বলা হয়েছে—

''সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।

শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।।''

অর্থাৎ গ্রন্থাদি রচনা করতে গেলে অভিধেয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন জানাতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের অভিধেয় অর্থাৎ বিষয় হল কাব্যস্বরূপ ইত্যাদি, অভিধায়ক হল 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থ। এই দুটির মধ্যে অভিধেয়— অভিধায়ক সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন হল চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি— তার সঙ্গে গ্রন্থের জন্য জনক সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন হল চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি — তার সঙ্গে গ্রন্থের জন্যজনক সম্বন্ধ। এই ভাবে কাব্যের ফল ও বিষয় বলা হল। 'অভিধেয়ত্বঞ্চ' পদটিতে 'চ' কারের দ্বারা সম্বন্ধেরও গ্রহণ হল। বর্তমান গ্রন্থের অধিকারী কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসু।

এই ভাবে কাব্যের ফল বা কাব্যপাঠের প্রয়োজন সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত করে আচার্য বিশ্বনাথ প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করেছেন।

১.৫ কাব্যের স্বরূপ ঃ

এখন প্রশ্ন ওঠে কাব্যের স্বরূপ কী? কাব্য কাকে বলে? এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আচার্য বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। বিশ্বনাথের পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকরা তো কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেই গেছেন, তাহলে আর নতুন করে লক্ষণ নিরূপণের প্রয়োজন কোথায়? এর উত্তর সরাসরি না দিয়ে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর পূর্বসূরী বিখ্যাত আলঙ্কারিকদের প্রদত্ত কাব্য লক্ষণগুলি খণ্ডন করেছেন।

ক) আচার্য মম্মটের কাব্য লক্ষণ খণ্ডণ ঃ

আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন, কাব্যের স্বরূপ কী এই প্রসঙ্গে কোন একজন আলঙ্কারিক বলেছেন—

''তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি''।

মম্মটাচার্যের কাব্য প্রকাশের প্রথম উল্লাস থেকে এই কাব্য লক্ষণটি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে প্রশ্ন ওঠে প্রথমেই আচার্য মম্মটের কাব্য লক্ষণ খণ্ডন করা হল কেন? অলঙ্কার শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কাব্যপ্রকাশ'-ই বহুপঠিত, জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাই কাব্যপ্রকাশের কাব্য লক্ষণের সমালোচনাই আগে করা হয়েছে। বিশ্বনাথ মম্মটের কাব্যলক্ষণ মানতে না পারায় তাঁর নামটা পর্যন্ত উল্লেখ না করে বলেছেন 'কশ্চিদাহ' (কোন একজন বলেছেন)।

আমরা আগে কাব্যপ্রকাশের কাব্য লক্ষণটি ব্যাখ্যা করছি। লক্ষণটির অর্থ হল শব্দার্থ দোষহীন, গুণযুক্ত এবং কদাচিৎ অস্ফুট অলঙ্কার হলেও (অর্থাৎ সাধারণত ঃ স্ফুট অলঙ্কার থাকলে) কাব্য-পদবাচ্য হয়। এই কাব্যলক্ষণে বিশেষ্য হল শব্দার্থ (শব্দার্থৌ)। সেটিই কাব্য। তবে যে কোন শব্দার্থই কাব্য নয়— কয়েকটি বিশেষণে অন্বিত শব্দার্থকে কাব্য বলা হয়। সেগুলি কি কি? (১) অদোষৌ অর্থাৎ দোষরহিত, (২) সগুণৌ অর্থাৎ গুণযুক্ত ৩)

ক্বাপি অনলংকৃতী অর্থাৎ কোথাও অস্ফুট অলঙ্কার যুক্ত। এ থেকে আমরা এই অর্থ করতে পারি— সাধারণতঃ স্ফুট অলঙ্কার যুক্ত। এই তিনটি বিশেষণযুক্ত শব্দার্থই কাব্য— এ হল আচার্যমম্মটের মত।

আচার্য মম্মটের এই কাব্যলক্ষণকে ঠিক 'লক্ষণ' না বলে সম্ভবতঃ কাব্যের উৎকর্ষ আধায়ক উপাদানের উল্লেখ বললেই ভালো হয়। ''অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি'' না বলে '' সর্বত্র সালঙ্কারৌ'' কথাটি বলাই ভালো ছিল। বিশ্বনাথের মতে এই কাব্যলক্ষণ বিচারের অপেক্ষা রাখে। প্রথমে 'অদোষৌ' বিশেষণটির যথার্থ্য বিচার করা হচ্ছে। 'অদোষৌ' কথাটির অর্থ করা হচ্ছে 'দোষরহিতৌ'। এখানে যে 'নঞ্' প্রত্যয় করা হয়েছে সেটি অভাবার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'নঞ্' প্রত্যয় কি কি অর্থে প্রযুক্ত হয়। ১) সাদৃশ্য, ২) অভাব, ৩) অন্য/ভিন্ন, ৪) অল্প, ৫) অপ্রশস্ত এবং ৬) বিরোধ এই ছটি অর্থে নঞ্ এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। 'পরমলঘুমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে নিপাতার্থ নির্ণয়ে ভর্তৃহরির বচন হিসাবে একটি কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে।

সেটি হল — ''তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থা ঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতা ঃ।।''

যদি সম্পূর্ণ দোষরহিত শব্দার্থকে কাব্যরাপে স্বীকার করা হয় তাহলে কি অসুবিধা হবে— তা আলোচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে....' ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটি 'হনুমন্নাটক' থেকে গৃহীত। শ্লোকটির অর্থ হল— ''এটা আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয় যে আমার শত্রুদের একজন তাপস। সেই তাপস (রামচন্দ্র) এখানেই রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করছে অথচ রাবণ এখনও জীবিত আছে। ইন্দ্রজিৎকে ধিক্! কুম্ভকর্ণকে (অকালে) জাগিয়েই বা কী লাভ হল? একটি ক্ষুদ্র গ্রাম লুণ্ঠনের মত স্বর্গকে লুণ্ঠন করেছিল রাবণের যে হাত, গর্বিত সেই হাতগুলিও ব্যর্থ হল।'' এই শ্লোকটিতে রাবণের আত্মগ্লানি, ক্রোধ ও হতাশা কবির শব্দচয়নে ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। সেজন্য আলঙ্কারিকগণ এটিকে ধ্বনির বা উত্তম কাব্যের উদাহরণরূপে স্বীকার করেন। অথচ শ্লোকটিতে দুটি অংশে বিধেয়াবিমর্শ বা অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ দেখা যায়। বাক্যার্থে প্রধানের অপ্রধানভাবে উল্লেখ বিধেয়াবিমর্শ দোষ। শ্লোকটির প্রথম পাদে 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়ঃ' এই অংশে 'মম যদরয়ঃ অয়মের ন্যক্কারঃ' এই ভাবে নির্দেশ করা উচিত ছিল। শ্লোকটির চতুর্থ পাদে 'বৃথোচ্ছ্বনৈঃ' এই অংশে সমাস হওয়ায় পদগত বিধেয়াবিমর্শদোষ হয়েছে। অথচ শ্লোকটি উত্তম কাব্যের স্বীকৃতি পাওয়ায় মম্মটের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখা যাচ্ছে।

আচার্য বিশ্বনাথের এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়েছে 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব' ইত্যাদি শ্লোকে সর্বত্র দোষ নেই, কিছু অংশ দুষ্ট। সুতরাং সমস্ত অংশই বর্জনীয় এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, সেই বিচারে মম্মটের কাব্য লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট একথা বলা চলে না। বিশ্বনাথের মতে এই যুক্তি ঠিক নয়। তিনি বললেন — যেখানে দোষ আছে সেটি অকাব্য আর যে অংশে দোষ নেই সেই অংশ কাব্য একথা বললে একটি শ্লোকে কাব্যত্ব ও অকাব্যত্ব দুইই স্বীকার করতে হবে এবং তাকে কাব্য বা অকাব্য কিছুই বলা যাবে না। ফলে চরম অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।

শুধু তাই নয়, আংশিক দোষ স্বীকার করা যায় না। শ্রুতিদুষ্টতা প্রভৃতি দোষ কাব্যের অংশবিশেষকেই দূষিত করে না, সমগ্র অংশই দূষিত করে। লৌকিক উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, কোন লোকের চোখ কানা..... একটি চোখে ত্রুটি থাকলেও আমরা বলি 'লোকটা কানা। এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সমগ্র লোকটির ত্রুটি বা দোষরূপেই ব্যবহার করছি। কাব্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। কাব্যের কোন অংশে দোষ থাকলে তা সমগ্র অংশকেই দুষ্ট করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে 'ন্যক্কারঃ হ্যয়মেব' ইত্যাদিকে কাব্য বলা হবে কী করে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে— এখানে দোষটা দোষই নয়। কাব্যের আত্মভূত যে রস তার হানি না ঘটালে কোন দোষকে দোষরূপে স্বীকার করা হয় না। বিধেয়াবিমর্শ 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব' ইত্যাদি শ্লোকে কাব্যরসাস্বাদনের কোন হানি ঘটায় নি। সেকারণে এখানে এটি দোষরূপে গণ্য হবে না। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে 'রসাপকর্ষকাঃ দোষাঃ' অর্থাৎ, রসের অপকর্ষ ঘটালেই তাকে দোষ বলা হবে। 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থেও বলা হয়েছে —''মুখ্যার্থহতির্দোষো রসশ্চ মুখ্যস্তদাশ্রয়াদ্বাচ্যঃ''।

এই কারণেই কাব্যের দোষগুলিকে নিত্যদোষ ও অনিত্য দোষ — এই দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে। কতকগুলি দোষ সর্বদাই রসের অপকর্ষ ঘটায় বলে সেগুলিকে বলে নিত্য দোষ, যেমন অশ্লীলত্ব। আবার কতকগুলি কখনও দোষ, কখনও দোষ নয় (পরন্তু গুণরূপে গণ্য হয়)। সেগুলিকে বলে অনিত্য দোষ, যেমন শ্রুতিদুষ্টতা দোষ। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে এটিকে দুঃশ্রবত্বদোষ বলা হয়েছে। শৃঙ্গার ও অন্যান্য সুকুমার রসের ক্ষেত্রে পরুষবর্ণের ব্যবহার রসহানি ঘটায় বলে শ্রুতিদুষ্টতা দোষরূপে গণ্য। কিন্তু বীররস, ভয়ানকরস, বীভৎসরসের ক্ষেত্রে পরুষবর্ণের ব্যবহার রসের প্রকাশে সহায়ক হয়। ফলে সেগুলি তখন কাব্যত্বের হানি না ঘটিয়ে কাব্যরসকে পরিস্ফুট করে তোলে। সেই কারণে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনও বলেছেন—

শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ।
ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ।।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে, সর্বদা নির্দোষ কাব্য অন্বেষণ করতে গেলে প্রকৃত কাব্য হয় পাওয়া যাবেই না অথবা যা পাওয়া যাবে তার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এইভাবে আচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণে অসম্ভবতা দোষও দেখানো হল।

মম্মটপক্ষীয়রা আবার বলেন, নঞ্ প্রত্যয়ের অর্থ-অনেকগুলি। তার মধ্যে একটি হল ঈষদর্থে নঞ্ প্রত্যয়। 'অদোষৌ' পদটিতে নঞ্ প্রত্যয়ের অর্থ যদি ঈষদর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে, অল্পদোষবিশিষ্ট শব্দার্থকে কাব্য বলা যেতে পারে (ঈষদ্দোষৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্)। সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি কোন নির্দোষ কাব্য রচিত হয়ে থাকে তার আর কাব্যসংজ্ঞা হবে না। তখন আবার বলা হল, তাহলে 'অল্প দোষ থাকলেও থাকতে পারে'— একথা বললে ক্ষতি কি? (সতি সম্ভবে 'ঈষদ্দোষৌ' ইতি চেৎ) উত্তরে আচার্য বিশ্বনাথ বললেন— কাব্য লক্ষণে একথা বলা যায় না। লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে বিশ্বনাথ বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কোন মণিকারকে 'রত্ন কী'— এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন—'মূল্যবান্ পাথরই রত্ন'। 'সেটি পোকায় কাটা হতে পারে' একথা যেমন রত্নের লক্ষণে বলা হয় না তেমনি কাব্যলক্ষণেও দোষের কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কীটদষ্টতা

রত্নের রত্নত্বের হানি ঘটায় না, তার উৎকর্ষ বা গুণের তারতম্য ঘটায়; তেমনি শ্রুতিদুষ্টাদি দোষও কাব্যের উৎকর্ষের তারতম্য ঘটায়, তাতে কাব্যত্বের হানি হয় না। সেই কারণে বলা হয়েছে—

কীটানুবিদ্ধরত্নাদিসাধারণ্যেন কাব্যতা।
দুষ্টেষ্বপি মতা যত্র রসাদ্যনুগমঃ স্ফুটঃ।।

শ্লোকটির অর্থ হল —

কীটদষ্ট রত্ন প্রভৃতির সাদৃশ্যে দোষযুক্ত শব্দার্থেও যদি রস প্রভৃতির প্রতীতি স্পষ্ট হয়, তবে তার কাব্যত্ব স্বীকার করা হয়। প্রভাকরের রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে পূর্বোক্ত শ্লোকটি 'হৃদয়দর্পণ' নামক গ্রন্থে দেখা যায়।

আচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণে 'অদোষৌ' বিশেষণ নিরাকরণ করার পর আচার্য বিশ্বনাথ 'সগুণৌ' বিশেষণটিও খণ্ডন করেছেন। গুণ রসের ধর্ম। আচার্য মম্মটও কাব্যপ্রকাশে বলেছেন —

যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণা ঃ।। (কা. প্র. ৮.১)

বৃত্তিতে আচার্য মম্মট বলছেন — মাধুর্যাদি গুণ রসেরই ধর্ম। কিন্তু যখনই তিনি 'সগুণৌ শব্দার্থৌ' বলছেন তখন গুণ শব্দ ও অর্থের ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তাঁর বক্তব্যে স্ববিরোধ দেখা দিচ্ছে। রসের অভিব্যঞ্জকরূপে উপচারবশতঃ গুণের প্রয়োগ হয়েছে, এভাবে বলা যেতে পারে— এই যুক্তির উত্তরে আচার্য বিশ্বনাথ বলেন, একথাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ তখন প্রশ্ন উঠবে কাব্যরূপে স্বীকৃত শব্দার্থে রস আছে, না নেই? রস যদি না থাকে গুণও থাকবে না। রস ও গুণের অন্বয় ব্যতিরেক সম্পর্ক - অর্থাৎ রস থাকলে গুণ থাকবে, রস না থাকলে গুণও থাকবে না। সুতরাং রসেরই প্রাধান্য। তাই শব্দার্থে যদি রস থাকে তাহলে 'শব্দার্থৌ'-এর বিশেষণ 'রসবন্তৌ' হওয়া উচিত, 'সগুণৌ' নয়। যদি লক্ষণার সাহায্যে 'সগুণৌ' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়, তা হলেও সেটি প্রকৃতপক্ষে 'রসবন্তৌ' অর্থকেই বোঝায়। 'শব্দার্থৌ'-এর ক্ষেত্রে গুণবত্তা সরাসরি প্রযুক্ত হতে পারে না। লৌকিক উদাহরণ দিয়ে বিশ্বনাথ বলছেন, 'প্রাণিমন্তো দেশাঃ' বলতে কেউ 'শৌর্যাদিমন্তঃ দেশাঃ' বলে না। দেশে প্রাণী বাস করে এবং সেই প্রাণী বা মনুষ্যের গুণ বীরত্ব বা শৌর্য। এক্ষেত্রে যেমন গুণ অপেক্ষা গুণের অধিকারীর প্রাধান্য তেমনি কাব্যের ক্ষেত্রেও গুণের থেকে রসের প্রাধান্য বেশি।

তখন আবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে, গুণের অভিব্যঞ্জক শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করা উচিত —এই কথা বোঝানোর জন্যই 'সগুণৌ' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ লক্ষণার সাহায্য নিয়ে 'সগুণৌ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ এই যুক্তিও খণ্ডন করে বলছেন - কাব্যলক্ষণে গুণের অভিব্যঞ্জক শব্দার্থের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন নেই, কারণ গুণ কাব্যের উৎকর্ষজনক মাত্র, স্বরূপ আধায়ক নয়। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর, রসাদি আত্মা, গুণ শৌর্যাদিবৎ, দোষ কাণত্বাদিবৎ, রীতি অবয়ব বা অঙ্গ-সংস্থানবিশেষ, অলঙ্কার কটককুণ্ডলাদি লৌকিক অলঙ্কারের মতো। পূর্ববর্তী বিভিন্ন আলঙ্কারিকের মতকে

কেন্দ্র করে বিশ্বনাথ এই বক্তব্য পেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কেশবমিশ্রের অলঙ্কারশেখরে বলা হয়েছে— "উক্তং চ ভগবতা (শৌদ্বোদনিনা) 'শব্দার্থৌ কাব্যস্য শরীরম্', আত্মা রসঃ গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষঃ কাণত্বাদিবৎ, অলঙ্কারা কুণ্ডলাদিবৎ' ইতি।"

"অদোষৌ' ও 'সগুণৌ' বিশেষণ দুটির ব্যবহার যে কাব্যলক্ষণে নিরর্থক তা দেখানোর পর আচার্য বিশ্বনাথ আচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণের অবশিষ্ট অংশটিও খণ্ডন করছেন।'অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি'— এই অংশের বক্তব্য ছিল, মূলতঃ স্ফুট অলঙ্কার যুক্ত, কোথাও কোথাও অস্ফুট অলঙ্কার থাকলেও কাব্যত্ব হবে। আচার্য বিশ্বনাথ বলছেন, মনুষ্যশরীরে অলঙ্কার যেমন শোভাবর্ধক, মানবদেহের আত্মা নয়, তেমনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার কাব্যশরীরের সৌন্দর্যর্ধক, কাব্যের আত্মা নয়। গুণের মতো অলঙ্কারও কাব্যের উৎকর্ষজনকমাত্র, স্বরূপাধায়ক নয়।

বক্রোক্তিও অলঙ্কারেরই অন্তর্ভুক্ত। আচার্য কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বক্রোক্তিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। অলঙ্কার যে কাব্যের আত্মা নয় তা দেখানোর মাধ্যমে আচার্য বিশ্বনাথ একই সঙ্গে আচার্য কুন্তকের বক্তব্যও খন্ডন করলেন। তারপর তিনি আবার মম্মটের কাব্যলক্ষণের আলোচনায় ফিরে এলেন। আচার্য মম্মট 'অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি' প্রসঙ্গে অস্ফুটালঙ্কারের উদাহরণ দিয়েছেন শীলাভট্টারিকার 'যঃ কৌমারহরো স এব হি বরঃ' ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটি। আচার্য মম্মটের মতে শ্লোকটিতে বিশেষোক্তি এবং বিভাবনা অলঙ্কার অস্ফুটভাবে থাকা সত্ত্বেও এখানে কাব্যত্ব হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথের মতে, এখানে বিশেষোক্তি ও বিভাবনার মিশ্রণে সঙ্কর অলঙ্কার হয়েছে, সুতরাং অলঙ্কার পরিস্ফুট বা সুস্পষ্ট নয়— একথা বলা চলে না। এইভাবে আচার্য মম্মটের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন করা হল।

(এই অংশের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখতে হবে— বিভিন্ন গ্রন্থকারের দ্বারা সম্পাদিত আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থ)

খ) ভোজের কাব্যলক্ষণ খণ্ডনঃ

আচার্য ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে কাব্যের লক্ষণ করেছেন —

অদোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি।।

নির্দোষ, গুণযুক্ত অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত, রসসমৃদ্ধ কাব্য রচনা করে কবি কীর্তি এবং প্রীতি লাভ করেন। আচার্য বিশ্বনাথের তত্ত্ব অনুসারে এই লক্ষণে 'রসান্বিত' পদটি সমর্থনযোগ্য। অবশিষ্ট বিশেষণগুলিকে আচার্য মম্মটের লক্ষণ যেভাবে খণ্ডন করা হয়েছে সেই একই যুক্তিতে খণ্ডন করতে হবে।

গ) ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের বক্তব্য খণ্ডনঃ

ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা রূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গুণ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি কাব্যোপকরণ নিতান্তই বহিরঙ্গ। শ্রেষ্ঠ কাব্য শব্দ ও বাচ্যার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

7TH PAPER

ORIGINALITY REPORT

1%	0%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Lautemann, Sven-Eric. "Schemaevolution in objektorientierten Datenbanksystemen auf der Basis von Versionierungskonzepten", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	1%
2	www.kmcgov.in Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 80
Submission title:	8TH PAPER
File name:	8TH_PAPER.pdf
File size:	35.5M
Page count:	25
Word count:	6,294
Character count:	23,638
Submission date:	30-Jul-2022 01:14AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876840440

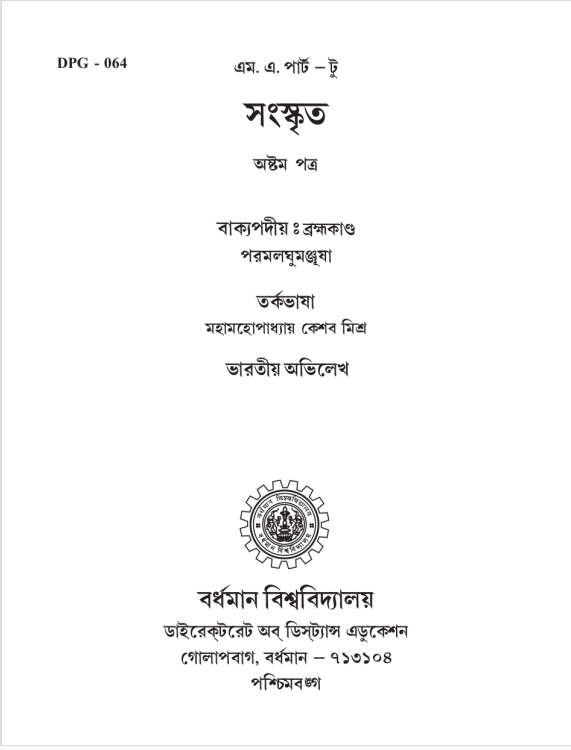

DPG - 064

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

অষ্টম পত্র

বাক্যপদীয় ঃ ব্রহ্মকাণ্ড
পরমলঘুমঞ্জুষা

তর্কভাষা
মহামহোপাধ্যায় কেশব মিশ্র

ভারতীয় অভিলেখ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

8TH PAPER

by Soumen Mondal

Submission date: 30-Jul-2022 01:14AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876840440
File name: 8TH_PAPER.pdf (35.5M)
Word count: 6294
Character count: 23638

DPG - 064

এম. এ. পার্ট – টু

সংস্কৃত

অষ্টম পত্র

বাক্যপদীয় ঃ ব্রহ্মকাণ্ড

পরমলঘুমঞ্জূষা

তর্কভাষা

মহামহোপাধ্যায় কেশব মিশ্র

ভারতীয় অভিলেখ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী

সংস্কৃত বিভাগ
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ :নভেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

পর্যায়-গ্রন্থ

সম্পাদকীয়

অতিসাধারণ বিষয়কেও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করা এবং তাকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখা ও বিচার করা ভারতীয়দের তত্ত্বনিষ্ঠ ভাবনার বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য মুখ্য বেদাঙ্গ ব্যাকরণকে প্রথম পর্যায়ে শব্দনুশাসন বলা হলেও এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে শব্দনিরুক্তির মাধ্যমে অর্থ প্রতিপাদনকে তুলে ধরা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মোক্ষকামীদের নিকট সরল রাজপথ স্বরূপ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয় তথাপি অবিদ্যাবশতঃ তাঁর বিবিধপ্রকার রূপ কল্পিত হয়ে থাকে। তিনি ব্রহ্মারূপে, পরমাত্মরূপে কিংবা পুরুষোত্তমরূপে পরিগণিত হন। বৈয়াকরণগণ অখণ্ড, তাঁকে স্ফোটাত্মক শব্দ ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, শব্দব্রহ্মরূপ পরমতত্তব বাগাত্মক। এই বাক্ তত্ত্ব ক্রমবর্জিত তখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং চৈচন্যস্বরূপ। এই বাক্তত্ত্বের অধিষ্ঠান ভেদে নাম ভেদ হয়। প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করলে তা হয় বৈখরীবাক্। এটি বাক্ এর স্থুল রূপ। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থান ও করণের অভিঘাতের দ্বারা বৈখরী বাক-এর উচ্চারণ ও শ্রবণ সম্ভব হয়। বুদ্ধিতে অধিরূঢ় হলে বাক্ মধ্যমা রূপ প্রাপ্ত হয়। এটি বৈখরী বাক্ অপেক্ষা সূক্ষম। 'আমি শব্দটি উচ্চারণ করব' এইরূপ বুদ্ধিস্থ অবস্থাতে মধ্যমা বাক্ এর অনুভব হয়। এই বাক্ প্রকৃতপক্ষে ক্রমরহিত হলেও ক্রমবিশিষ্ঠরূপে প্রতীতির বিষয় হয়। বাক্ যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে তখন তা হয় পশ্যন্তী। এটি বাক্-এর সূক্ষমতম অবস্থা। এই অবস্থায় বর্ণসমূহের ক্রমজ্ঞান থাকেনা। তবে পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্যমা বা বৈখরী অবস্থায় ভাবী ক্রমজ্ঞানের অনুকুল শক্তি বীজাকারে পশ্যন্তী বাক্-এ থাকে। এই সূক্ষমতম বাক্-ই বহ্মস্বরূপ। বৈখরী ও মধ্যমা বাক্ লোক-ব্যবহারের বিষয় হলেও পশ্যন্তী বাক্ তার অতীত। ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিতে বিভাজন করে সাধু শব্দের জ্ঞান ঘটিয়ে প্রয়োগকারীর চিত্তসংস্কার সম্পাদন করে এবং ধর্ম উৎপাদন করে। এই ধর্মের প্রভাবে বৈখরী থেকে মধ্যমায় এবং মধ্যমা থেকে পশ্যন্তীতে ক্রমশঃ উত্তরণ ঘটে। এইভাবে শব্দব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় এবং অপবর্গ বা মোক্ষলাভ হয়। বৈয়াকরণদের এইরূপ তত্ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় তাঁরা কড়ি খুঁজতে গিয়ে চিন্তামণি পেয়ে গিয়েছেন। তুলনীয় :

'বরাটকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবান'—শব্দকৌস্তুভ।

মহাবৈয়াকরণ দার্শনিক ভর্তৃহরি শব্দ ব্রহ্মবাদ বা শব্দদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে তিনটি কাণ্ড আছে—ব্রহ্মকাণ্ড, বাক্যকাণ্ড এবং পদকাণ্ড বা প্রকীর্ণকাণ্ড। বাক্যকাণ্ডে মুখ্যরূপে বাক্যের স্বরূপ বিবেচিত হয়েছে এবং প্রকীর্ণকাণ্ডে দ্রব্য, গুণ, জাতি, দিক্, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডর মূল আলোচ্য হল শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। ব্রহ্মকাণ্ডের প্রথম কারিকাতেই ভর্তৃহরি অদ্বৈততত্ত্ব অবলম্বন করে শব্দব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে, শব্দাত্মক ব্রহ্ম ঔপনিষদ ব্রহ্মের মতই অনাদিনিধন, অক্ষর, জগৎকারণ, নিত্য এবং চৈতন্যময়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ জলবুদ্দের মতো শব্দব্রহ্মের বিবর্ত স্বরূপ। এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হলেও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি তাঁর থেকে অভিন্ন হয়েও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় এবং শক্তির আধারভূত শব্দব্রহ্মও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীতিযোগ্য হন। শব্দ ব্রহ্ম আপন স্বতন্ত্র শক্তি কালশক্তির প্রভাবে জন্ম, বিদ্যমানতা, বিপরিণাস, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং বিনাশ এই ছয় প্রকার ভাববিকার সম্পাদনের মাধ্যমে সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের প্রকার ঘটান। সকল পদার্থের বীজস্বরূপ শব্দব্রহ্ম এক হয়েও ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগরূপে বিরাজ করেন। এইভাবে শব্দব্রহ্ম নিজেকে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত করেন এবং জগৎ সংসারের উদ্ভব হয়। তুলনীয় :

'একস্য সর্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তাব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ।।

—(বা. প. ১ । ৪)

সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিরা শব্দতত্ত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং তাঁরাই অসাক্ষাৎতধর্মাদেব প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে ঐ শব্দতত্ত্বকে বা অতীন্দ্রিয় পরমসূক্ষম বাক্‌কে বেদরূপে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং বেদ হল শব্দব্রহ্মের অনুকার বা অনুকরণ। তাই বেদের জ্ঞান হলে শব্দব্রহ্মাকে জানা যায়। এইজন্য বেদ হল শব্দব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের উপায় স্বরূপ। আবার বেদার্থ বোধের সহায়ক মুখ্য বেদাঙ্গ হল ব্যাকরণ। তাই ব্যাকরণ হল অপবর্গের দ্বারা বা মোক্ষপ্রাপ্তির প্রথম সোপান।

ব্যাকরণের কাজ হল বৈখরী বাক্-এর প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাগ কল্পনা করে সাধুশব্দের সংস্কার প্রদর্শন করা। কিন্তু শব্দ, অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয় তবে শব্দ সংস্কার অসম্ভব হয়। সেইজন্য ব্যাকরণের সার্থকতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে স্বীকরা করতে হয়েছে যে, শব্দ, অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ নিত্য। 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে—' এই বার্তিকে এইরূপ নিত্যতা স্বীকৃত হয়েছে।

শব্দ, অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ সাধারণভাবে ব্যাকরণের আলোচ্য হলেও তাদের ভেদগুলিও বিশ্বষভাবে আলোচ্য। এই ভেদগুলি হল—দ্বিবিধ শব্দ, দ্বিবিধ অর্থ, দ্বিবিধ সম্বন্ধ এবং শব্দার্থ সম্বন্ধের দ্বারা সিদ্ধ দ্বিতীয় ফল। এইগুলির বোধ ব্যাকরণ আগমের দ্বারাই হতে পারে। আগমের প্রামাণ্য তর্ক বা অনুমানের দ্বারা ব্যাহত হতে পারে না। ধর্মাধর্ম বিষয়ে আগমই একমাত্র প্রমাণ।

ব্যাকরণাগম শব্দব্যবহারের মূলীভূত উপাদান শব্দের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করে। একপ্রকার শব্দ নিমিত্ত আর অন্য প্রকার শব্দ অর্থের বোধক। অর্থ প্রত্যায়ক শব্দ স্ফোটাত্মক এবং তা অভিব্যঙ্গ্য। আর স্ফোটের অভিব্যঞ্জক শব্দ নাদরূপ বৈখরী ধ্বনি হল তার নিমিত্ত। যেহেতু স্ফোটাত্মক শব্দের অভিব্যঞ্জক নাদরূপ ধ্বনি ক্রমিকভাবে উৎপন্ন হয় সেইহেতু স্ফোটাত্মক শব্দ বাস্তবিকভাবে ক্রমবর্জিত হলেও ক্রমবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞান যেমন আপনাকে প্রকাশিত করে বিষয়কে প্রকাশ করে, অর্থপ্রত্যায়ক শব্দও তেমন আপন স্বরূপকে প্রকটিত প্রকটিত করে অর্থকে অর্থাৎ অভিধেয়কে প্রকটিত করে। এইজন্য শব্দের গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব এই দুটি শক্তি-ই থাকে এবং একই শব্দ প্রত্যায়ক এবং প্রত্যায্য বা সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞী হয়। কিন্তু শব্দের একত্ব বিঘ্নিত হয় না। তর্কঃ, অশ্বঃ, অর্থঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের অ-কার যেমন এক এবং অভিন্ন, 'দেবদত্ত, গাম্ আনয়', 'দেবদত্ত, অশ্বম্ আনয়' প্রভৃতি বাক্য ভিন্ন হলেও 'আনয়' পদ তেমন এক এবং অভিন্নই হয়।

শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনি এবং অপরটি স্ফোট। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য এবং কালাতীত। তবে বুদ্ধি বা ধ্বনিরূপ উপাধিভেদবশতঃ স্ফোটের দ্রুতাদি বৃত্তিভেদ কল্পিত হয়। তাই বলে অ-কারাদি কর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতরূপ মাত্রাভেদ অনুপপন্ন হয় না, কারণ ধ্বনি দুই প্রকাররে-প্রাকৃত এবং বৈকৃত। স্থানকরণের অভিঘাত থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দের গ্রহণ বা অভিব্যক্তির কারণ। পক্ষান্তরে, বৈকৃতধ্বনি প্রাকৃতধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটাত্মক শব্দের স্থিতিকালের ভেদের প্রতি হয়। এই বৈকৃত ধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দের অভিব্যক্তির পর শব্দজশব্দরূপে সঞ্জাত হয় এবং স্ফোটের স্থিতিকালের প্রতি কারণ হয়।

'স্ফোটিস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃকঃপ্রতিপদ্যাতে।।

— সংগ্রহ

শব্দের অভিব্যক্তি যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের মতে, শব্দ নিত্য। অবশ্য যতক্ষণ না শব্দের অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না। আবার পদস্ফোট বা বাক্যস্ফোটের অভিব্যক্তির ব্যাপারে যে সকল ধ্বনির ভূমিকা থাকে তাদের প্রত্যেকাটির দ্বারা স্ফোটের স্ফূট অভিব্যক্তি ঘটা সম্ভব হয় তখন সমগ্র শব্দের অভিব্যক্তি ঘটা সম্ভব হয় তখন সমগ্র স্ফোটটির বিশিষ্ট আকার পরিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

জ্ঞান যদিও নিরাকার এবং অভিন্ন তথাপি তা জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় বলে জ্ঞেয়-বিষয়ের ভেদ জ্ঞান উপচরিত হয়। অনুরূপভাবে বাক্ বা শব্দও স্বরূপতঃভেদহীন, নির্বিভাগ, অখণ্ড এবং অক্রম তথাপি বর্ণ, পদ, বাক্যরূপে ক্রমবিশিষ্ট হয়ে ভিন্নকারে প্রতীতির বিষয় হয়। ব্যঞ্জকধ্বনির উৎপত্তি ও বিনাশ, ব্যঞ্জকধ্বনিগত ক্রম এবং ভেদ ব্যঙ্গ্য শব্দেও আরোপিত হয়। ফলে তখন শব্দেরও বর্ণ, পদ ও বাক্যের আকারে ভেদ ও ক্রম উপলব্ধির বিষয় হয়।

বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ শব্দের অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করলেও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শব্দের উৎপত্তিবাদ সমর্থন করেন। বৈয়াকরণ এবং মীমাংসকগণ শব্দনিত্যত্ববাদী । পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ শব্দের অনিত্যত্ববাদী। শব্দনিত্যতাবাদীদের মতে, কণ্ঠতাল্বাদিস্থান এবং করণের অভিঘাতের দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনিসমূহের অনিত্য এবং অর্থের অবাচক হলেও ধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট বা বাক্যস্ফোট নিত্য এবং অর্থের বোধক। কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ববাদীদের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা মনে করেন স্থান করণের সংযাগ এবং বিয়োগ বা বিভাগ থেকে উৎপন্ন শব্দই স্ফোট। কারণ ঐ শব্দই অর্থকে স্ফুটিত করে অর্থাৎ অর্থের প্রকাশক বা বাচক হয়। তাঁদের মতে, স্থান করণের সংযোগ বিভাগের ফলে উৎপন্ন প্রথম শব্দ (স্ফোট) থেকে অব্যবহিতোত্তকক্ষণে বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে বা কদম্বকোরক ন্যায়ে ক্রমশঃ অপচীয়মান যে শব্দ সন্তানের উৎপত্তি হয় সেগুলি 'শব্দজ শব্দ' এবং সেইগুলি ধ্বনি বলে অভিহিত।

শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে শব্দের উপাদান কারণ আছে। শিক্ষাকারগণ মনে করেন বক্তার বিবক্ষা বশতঃ সঞ্জাত চেষ্টার ফলে স্তিমিত কৌষ্ঠ্য বায়ু সক্রিয় হয়ে কণ্ঠতাল্বাদিস্থানে আঘাত করে এবং শব্দরূপে পরিণত হয়। এইমতে, শব্দ হল বায়ুর পরিণাম, শব্দপুদ্‌গলবাদী জৈনগণ মনে করেন, এই বিশ্ব পুদ্‌গল বা পরমাণু থেকে উৎপন্ন এবং ঐ একই নিয়মে সূক্ষ্ম শব্দপরমাণুর সংশ্লেষ থেকে বর্ণপদাদি শব্দ উৎপন্ন হয়। এইমতে, শব্দ হল পরমাণুর পরিণাম। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মনে করেন, জ্ঞানই শব্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রতি পুরুষের অন্তরে যে চৈতন্য বা জ্ঞান বিদ্যমান তাই জ্ঞাতা বা আত্মরূপে বিরেবিত। অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ জ্ঞান এবং শব্দতত্ত্ব পরস্পর অভিন্ন। শব্দতত্ত্বের দুটিরূপ বাক্ এবং মন ফলে বাক্‌তত্ত্বের জ্ঞান বা জ্ঞাতার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানের বাগ্‌রূপতা অতি সূক্ষ্ম বলে অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গম্য হওয়ার জন্য তা স্থূল হওয়া আবশ্যক। এইজন্য বাগ্‌রূপানুবিদ্ধ জ্ঞান নিজেকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্থুল শব্দাকারে বিবর্তিত হয়। এইটিই বৈয়াকরণদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্ত। তুলনীয় :

'অথায়মান্তরো জ্ঞাতা সূক্ষ্মবাগাত্মনাস্থিতঃ।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন বিবর্ততে।।'

—(বা. প. ১।১১২)

বৈয়াকরণদের মতানুসারে অনাদিনিধন শব্দব্রহ্ম বা শব্দতত্ত্ব বা বাক্‌তত্ত্ব থেকেই বাচ্য এবং বাচক শব্দ রূপে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বিবর্তন হয়। বেদবিদ্ মনীষিগণও এই তত্ত্ব সমর্থন করেন। কারণ তাঁরা ছন্দ (স্) থেকেই বিশ্ব সৃষ্টির বর্ণনা করেছেন।

এই বিশ্বসংসার শব্দের বিবর্তন এবং সর্ববিধলোক ব্যবহার শব্দসাধ্য, আবার প্রকার জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ। সর্ববিধ জ্ঞানেই শব্দ সূক্ষ্ম ভাবনাবীজরূপেই হোক অথবা স্ফুটতর শব্দরূপেই হোক অনুষক্ত থাকে। ভর্তৃহরির মতে, শব্দতত্ত্ব বা বাক্‌তত্ত্ব সর্ববিধাবিদ্যা শিল্প এবং কলার প্রকাশক। যে সংজ্ঞা অন্তরে এবং বাইরে সর্বত্র বিরাজমান তা বাগ্‌রূপের অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না।

ব্যাকরণের পদ্ধতিতে শব্দকে প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ তথা লোপ, আগম, বর্ণবিকার প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা বিশুদ্ধি সম্পাদন শব্দ সমস্কাররূপে পরিচিত। এই শব্দ সংস্কারই সাধু শব্দের জ্ঞানের মাধ্যমে অমৃতস্বরূপ শব্দব্রহ্মকে লাভ করার জনন্য উপায়। অতএব ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন বৈয়াকরণদের মতে, মোক্ষোপযোগী একশাস্ত্র। তুলনীয় :

'তস্মাদ্ যঃ শব্দসংস্কারঃ সা সিদ্ধিঃ পরমাত্মনঃ।
তস্য প্রবৃত্তিতত্ত্বজ্ঞস্তদ্ ব্রহ্মামৃতমশ্নুতে।।'

—(ব. প. ১। ১৩১)

এইজন্য ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থ, বিশেষতঃ এর ব্রহ্মকাণ্ড ভাষাশাস্ত্রশিক্ষার্থী সকলের অধ্যয়নযোগ্য।

প্রাচীন ভারতীয় শব্দশাস্ত্রকাররা কেবল বৈদিক ও লৌকিক শব্দের অনুশাসন বা সাধু শব্দের অন্বাখ্যান ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন না। তাঁদের দৃষ্টি ভাষার বহিরঙ্গ বিষয় প্রকৃতি প্রত্যয়াদিতে বা ধ্বনিসমষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল, তেমন তার গূঢ়তম অন্তরঙ্গ বিষয় অর্থাদির দিকেও প্রসারিত হয়েছিল। তাঁদের মনে জেগেছিল শব্দার্থ তত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রশ্ন। শব্দের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি কেমন করে হয়? উচ্চরিত প্রধ্বস্ত শব্দ থেকে অর্থের প্রতীতি হয় কিভাবে? শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কি নত্য? ইন্দ্রিয়সমূহের তৎতদ্ বিষয়কে প্রকাশ করার যেমন যোগ্যতা থাকে শব্দ সমূহেরও কি তেমন অর্থবোধনে সামর্থ্য আছে? বাক্যের স্বরূপ কি? বাক্যার্থ বোধ কিভাবে হয়? ব্যাকরণ শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য কি? ইত্যাদি। অতিপ্রাচীনকালেই ভারতীয় মনীষিগণ এইসব দার্শনিক প্রশ্নের সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্ফোটায়ন, ব্যাড়ি, ঔদুম্বরায়ণ প্রমুখ শাব্দিকগণ দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেও তাঁদের নাম বা দু-একটি মন্তব্য ছাড়া অধিক কিছু জানা যায়নি। সৌভাগ্যবশতঃ পতঞ্জলি তাঁর যে বিপুলায়তন মহাভাষ্য গ্রন্থে উক্ত প্রকার বহু প্রশ্নের উল্থাপন করে তাদের উত্তর দিয়েছেন সেটি আমরা পেয়েছি। তবে পাণিনীয় সূত্রগুলির মর্মার্থ বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে প্রাসঙ্গিকভাবে দার্শনিক সমস্যবলী উদ্ভুত হওয়ায় এবং তাদের সমাধান উল্লেখ করার প্রয়াস থাকায় আলোচনাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই দার্শনিক সমস্যাগুলির একত্র সংকলন করে, বিশেষতঃ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থির করে নিয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিষয়গুলির পরিবেশন খুবই কলেবর বাক্যপদীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করে শব্দব্রহ্মবাদ প্রচার করেন এবং শব্দার্থসম্বন্ধগত বিভিন্ন কলেবর বাক্যপদীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করে শব্দব্রহ্মবাদ প্রচার করেন এবং শব্দার্থসম্বন্ধগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদর্শন করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি অন্যান্য দার্শনিকদেরও অভিমত পর্যালোচনা করেন। ফলে, গ্রন্থটি যে কেবল বিশালাকার হয় তা নয়, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুও বেশ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তখন কেবল বিশালাকার হয় তা নয়, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুও বেশ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তখন কেবল স্ফোটতত্ত্বকে অবলম্বন করে কিছু গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। তবে ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দকৌস্তুভ নামে পাণিনীয় সূত্রের যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তারই সার সংকলন করে তিনি বৈয়াকরণ মতোন্মজ্জন গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর কৌণ্ডভট্ট কর্তৃক ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যারূপে 'বৈয়াকরণভূষণ' এবং 'বৈয়াকরণ ভূষণসার' রচিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থে ধাত্বর্থ,

লকারার্থ, সুবর্থ, নামার্থ, সমাস শক্তি, নঞর্থ, নিপাতার্থ ভাবপ্রত্যয়ার্থ, দেবতাদিপ্রত্যয়ার্থ, স্ফোট ইত্যাদি নিরূপিত হয়েছে। নাগেশ ভট্ট বৈয়াকরণভূষণের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা' প্রণয়ন করেছেন। এই গ্রন্থের তিনটি রূপ—গুরুমঞ্জুষা, লঘু মঞ্জুষা এবং পরমলঘুমঞ্জুষা। শেষের গ্রন্থটিতে স্থানলাভ করেছে শক্তি বিচার, লক্ষণা বিচার, ব্যঞ্জনা বিচার, স্ফোটবিচার, আকাঙ্ক্ষা বিচার, যোগ্যতা বিচার, আসত্তি বিচার, প্রত্যেকটি বিষয় অতিসংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সরলভাবে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্যাকরণ দর্শন অনুসারে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলীভূত কারণ হ'ল শব্দ ব্রহ্ম, যা তখণ্ড, ক্রমরহিত, স্ফোটাত্মক শব্দস্বরূপ। এই স্ফোট নিত্য, এক এবং অদ্বিতীয়। স্ফোটের মাহাত্ম্য এই ভাবে 'কীর্তিত হওয়ায় এর আলোচনাই সর্বাধিক গুরুত্ব স্ফোট, বাক্যজাতি স্ফোট, এই আট প্রকার স্ফোটের উল্লেখ হয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতি প্রত্যয়রূপ বর্ণ, পদ এবং বাক্য প্রত্যেকেই অর্থের বোধক হয় বলে, বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ইত্যাদি স্বীকার করা হলেও বাক্য স্ফোটই মুখ্য। বাক্য থেকেই সম্পূর্ণ অর্থের বোধ হয় এবং বাক্যই অর্থসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়। অতএব বাক্যের অন্বাখ্যান অবশ্য কর্তব্য হয়। তাই বলে প্রকৃতি প্রত্যয়ের আলোচনা বা পদের আলোচনা অনাবশ্যক পদে এবং পদকে প্রকৃতি প্রত্যয়রূপ বর্ণে বিভাগ কল্পনা করে আলোচনা করতে হয়। বৈয়াকরণগণ এইরূপ কল্পনাকে অনুমোদন করেন। তাঁদের মতে এইরূপ কাল্পনিক প্রক্রিয়া অযথার্থ হলেও সত্য লাভের উপায়। তুলনীয় :—

'উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে।।'

—(বা.প. ২ । ২৩৮)

বাক্য যে কেবল অর্থের বোধক তা নয়। বাক্যরূপ শব্দ শব্দবোধের ব্যাপারে প্রমাণও বটে। অর্থাৎ শাব্দবোধ রূপ যথার্থজ্ঞানের প্রমাণ বা অসাধারণ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণ হ'ল শব্দ। এই বিষয়ে **'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি'**— এই গৌতম সূত্র প্রমাণ। তবে শব্দকে প্রমাণ হতে গেলে তন্নিরূপিত বৃত্তিজ্ঞান থাকা চাই। বৃত্তি তিন প্রকার—শক্তি, লজ্ঞণা ও ব্যঞ্জনা। এই ত্রিবিধ বৃত্তির আশ্রয় যে শব্দ ব্যাকরণ মতে তা স্ফোটাত্মক এবং শব্দব্রহ্মস্বরূপ। এই স্ফোটের ব্যাঞ্জক হল মধ্যমানাদ। বৈখরীনাদ মধ্যমানাদের অভিব্যঞ্জক হয়ে স্ফোটের দ্রুত অভিব্যঞ্জনে সহায়ক হয়।

বর্ণ এবং পদ কাল্পনিক হলেও বর্ণস্ফোট এবং পদস্ফোট অর্থ প্রত্যায়করূপে ঈপ্সিত হওয়ায় অষ্টবিধ স্ফোটাত্মক শব্দই বৃত্তির আশ্রয়। তবে বাক্যস্ফোট বা বাক্যস্ফোট বা বাক্যজাতিস্ফোট প্রকৃতপক্ষে বৃত্তির আশ্রয়।

শাব্দবোধের ক্ষেত্রে বৃত্ত্যাশ্রয় শব্দ যথার্থ শাব্দবোধের করণ হলেও এই ব্যাপারে কিছু সহকারী কারণ আছে। প্রক্রিয়া নির্বাহের জন্য অযথার্থ পথ অবলম্বন করে বাক্যে পদাদিকে এবং পদাদিতে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিকে কল্পনার আবশ্যকতা দেখা প্রাধান্য এবং যেহেতু সকল শব্দকেই ধাতুমূল বলা যায় সেইহেতু পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে আকাঙ্ক্ষাদি সহকারী কারণগুলি নিরূপণের পর ধাতুর অর্থ নির্ণীত হয়েছে।

ব্যাকরণ দর্শন অনুসারে নিপাতের বাচতের বাচকতা নাই। ধাতুর অর্থকেই দ্যোতিত করে নিপাত। দ্যোতকতার অর্থ তিন প্রকার—(১) নিজের সঙ্গে প্রযুক্ত পদে বিদ্যমান বৃত্তির উদ্বোধক হওয়া, যেমন—অনুভবতি, অনুগচ্ছতি ইত্যাদি স্থালে ঘটে। (২) কোথাও কোথাও ক্রিয়াবিশেষের আক্ষেপক হওয়া, যেমন, প্রাদেশং বিলিখতি ()

প্রদেশং বিমায় লিখতি। (৩) কোন কোন স্থলে সম্বন্ধের বোধক হওয়া, যেমন—'জপদ্ অনু প্রাবর্ষৎ'—এই স্থলে লক্ষ্য-লক্ষণ রূপ সম্বন্ধ প্রতীত হয়। যাইহোক ধাতুর সঙ্গে নিপাতের যোগ থাকে বলে ধাতুর অর্থ বিচারের পর নিপাতের অর্থ বিচার করা ক্রমপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর ধাতুপ্রকৃতিক প্রত্যয়ের অর্থ বিচার্য্য হয়। ধাতুর উত্তর তিঙ্ বা কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে। কিন্তু তিঙন্তে ধাত্বর্থ ব্যাপারের প্রাধান্য স্থিরীকৃত হওয়ায় দশলকারের আদেশভূত তিঙ্ সমূহের অর্থ নিরূপণীয় হয়।

ধাতুপ্রকৃতিক লাদেশভূত তিঙ্ সমূহের অর্থনিরূপণের পর প্রাতিপাদিকপ্রকৃতিক সূপ্ সমূহের অর্থ-বিচার প্রাসঙ্গিক হয়। মঞ্জূষা গ্রন্থে সুবর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে কারকার্থ বিবেচনা করা হয়েছে। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ—এই ছয় প্রকার কারকের মধ্যে কোন্ কারকের কিরূপ অর্থ তা স্থির করা হয়েছে।

কারক বিচারকালে সুপ্ সমূহের অর্থ নিরূপিত হওয়ায় যে প্রকৃতির উত্তর সূপ্ সমূহ বিহিত হয়, সেই নাম বা প্রাতিপদিকের অর্থবিচার আবশ্যক হয়। মীমাংসক মতে নামার্থ হ'ল জাতি অর্থাৎ এই মতে নাম শব্দের জাতিতেই শক্তি। নৈয়ায়িকরা মনে করেন জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই হল নাম বা প্রাতিপদিকের অর্থ। বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্যরূপ। নাগেশ জানিয়েছেন—লক্ষণ অনুসারে কোথাও জাতি, কোথাও ব্যক্তি প্রাতিপদিকের অর্থরূপে স্বীকার্য্য। আবার নামার্থ লিঙ্গ, সংখ্যা, কারকও হয়ে থাকে।

নামার্থবিচার প্রসঙ্গে সামান্যতঃ প্রাতিপদিকের অর্থ নির্ণীত হয়। সমাস কিন্তু বিশেষ এক প্রকার প্রাতিপদিক, আবার বিশেষ এক প্রকার বৃত্তিও। তাই সমাসের অর্থ যেমন বিবেচনীয় হয় কৃৎ, তদ্ধিত, একশেষ, সনাদ্যন্ত ধাতু এই বৃত্তিগুলির অর্থও নিরূপণীয় হয়। তাই 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে উক্ত বিষয়গুলি একের পর এক ক্রম অনুসারে সজ্জিত ও সমীক্ষিত হয়েছে।

ব্যাকরণ দর্শনের প্রধান সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে গেলে পরমলঘুমঞ্জুষার অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃততে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য যে পাঠ্য সূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে অষ্টম পত্রের প্রথম অর্ধ ভাগে ভর্তৃহরি প্রণীত বাক্যপদীয় গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ড এবং নাগেশ ভট্টকৃত পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃততে উচ্চশিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ দিতে দূরশিক্ষা পাঠক্রম প্রবর্তন করেছে। তার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একান্তভাবে আবশ্যক হয়েছে। এই ব্যাপারে উদ্‌যোগী হয়েছেন সংস্কৃত বিভাগের কৃতবিদ্য অধ্যাপক মণ্ডলী। সংস্কৃততে পার্ট-টু পরীক্ষার্থীদের জন্য ই-গ্রুপে অষ্টম পত্রের প্রথম অর্ধভাগের উপকরণ প্রস্তুত করেছেন ডঃ সত্যবতী ব্যানার্জী। ব্যাকরণদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সাধারণের বিশেষ পরিচিতি নাই। অধিকিন্তু বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভিমতের উপস্থাপনে বিষয়গুলি বেশ জটিল। কিন্তু ডঃ ব্যানার্জী বিষয়গুলিকে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে সেগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্বশিক্ষণ প্রণালীতে বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করা সহজ হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যলয়ের কর্তৃপক্ষ ও আধিকারিকদের উৎসাহ এবং পরামর্শ যেমন প্রশংসনীয় তেমন সংস্কৃতসেবী অধ্যাপকদেরও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সর্বস্তরের কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা অভিনন্দযোগ্য। মুদ্রণ কর্মে নিরত সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা পুস্তক প্রকাশকে তরান্বিত করেছে। আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আশা করি, যাদের প্রয়োজনে এই পুস্তকের প্রকাশনা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

২৩ মে, ২০০৫ **তারাপদ চক্রবর্তী**

প্রাক্‌কথন

মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ তর্কভাষা নামক পুস্তকের প্রণেতা মহানৈয়ায়িক কেশব মিশ্র মিথিলামণ্ডলের অলঙ্কার স্বনামধন্য পণ্ডিত মূর্দ্ধণ্য নব্যবাচস্পতিমিশ্রের পৌত্র। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলা মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে ন্যায়দর্শনের দুরবগাহ ষোড়শপদার্থ প্রমাণ প্রমেয়াদির সরল সংক্ষিপ্ত সুখবোধ্য ব্যাখ্যানরূপ এই তর্কভাষা গ্রন্থটির বিরচনের দ্বারা তিনি ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের মহোপকার সাধন করেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যাবসরে তিনি বাৎস্যায়নভাষ্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেন নাই ভাষ্যমতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ এবং তজ্জাতজ্ঞানকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়নি। কেশব মিশ্র কিন্তু যুক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়েছেন। অনুমান প্রমাণ প্রকরণে স্বার্থানুমান পরার্থনুমানের সুন্দর সরল উপস্থাপন তিনি করেছেন। কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী হেতু এবং তত্তদনুমানের সরল সুখ্যবোধ্য সোদাহরণ উপস্থাপনের দ্বারা তিনি গৌতমীয় ন্যায়রস পিপাসুগণের সর্বকালীন প্রশংসাভাজন হয়েছেন ইহা নির্দ্বিয় স্বীকায় করা যায়। জটিল হেত্বাভাসগুলির সরল বিস্তৃত অভিনব বিচারমূলক ব্যাখ্যান গ্রন্থকারের অনন্যসুলভ জ্ঞান বৈভবের পরিচায়ক। শব্দখণ্ডে বর্ণসমূহাত্মকপদের জ্ঞান শাব্দবোধে স্মৃতিরূপে কারণ হয় এই চিরাচরিত পদ্ধতির ব্যতিক্রমী যুক্তিবলে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের ন্যায় পূর্বপূর্ব বর্ণানুভবজন্য সংস্কার সহকৃত অন্তিমবর্ণ সম্বদ্ধ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা যুগপৎ তাবদ্‌বর্ণ বিষয়ক (সদসদবর্ণ বিষয়ক) স্মৃতিভিন্ন প্রত্যক্ষাত্মক পদপ্রতীতিকে শাব্দবোধে কারণরূপে উপস্থাপন করে এক অভিনব সিদ্ধান্তের দিক্‌দর্শন তিনি করেছেন ইহা তাঁর সুগভীর সূক্ষ্ম বৈগধ্যের পরিচায়ক। ন্যায়মতে ক্ষণিকবর্ণসমূহাত্মক পদ এবং তৎসমূহাত্মক বাক্যের এককালে শ্রোত্রের দ্বারা প্রতীতি সম্ভব হয় না তথাপি গ্রন্থকার প্রদর্শিত পন্থায় যুগপৎসদ্ অসৎ তাবৎ বর্ণাত্মক পদ সমূহ তথা বাক্যের শ্রোত্রজ প্রতীতি (শ্রাবণ প্রত্যক্ষ) উপপন্ন হতে আর কোন বাধা থাকে না বলা যায়। যাইহোক এই গ্রন্থটিকে সরল অথচ সংক্ষিপ্ত ন্যায়দর্শন তথা বৈশেষিক দর্শনের আদর্শ গ্রন্থ স্বীকার করা যায়। এখানে পরমাণু সিদ্ধি এবং কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি বিনাশ ক্রমও একটি সরল সম্পূর্ণ সুন্দর উপস্থাপন স্বীকার করতে হয়। আমরা বিদ্যাগুরু তথা দীক্ষাগুরু শ্রীমদ্ আশুতোষ ন্যায় বৈশেষিকাচার্য মহাশয়ের নিকট আমি ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করি তাঁরই অনুগ্রহে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা আমি উপস্থাপিত করলাম। যেসকল ছাত্রের জন্য এই বঙ্গব্যাখ্যা আমি করলাম তাঁরা উপকৃত হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

বিনীত

মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান ঃ ১৩ জানুযারী, ২০১০

সম্পাদকের নিবেদন

সম্প্রতি সংস্কৃততে এম. এ. পড়ার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীকক্ষে বসে সকলের নিয়মিত ছাত্ররূপে পাঠগ্রহণের সুযোগ নাই। সেইজন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ে দূরশিক্ষা পাঠক্রম প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে অধ্যয়নের উপকরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়েছে। দূরশিক্ষা পাঠক্রমের ছাত্রদের জন্য কেবল ই-গ্রুপের পত্রটির বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে অধ্যয়নের উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে। এই গ্রুপে অষ্টম পত্রের দ্বিতীয় অর্ধভাগের পাঠ্য বিষয় হল ভারতীয় অভিলেখসমূহের কয়েকটি। এই অভিলেখগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ উপাদান। তাছাড়া দু'একটি অভিলেখের কাব্যিক মূল্যও কম নয়। আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর লেখ বিরুদ জাতীয় কাব্য। এইরূপ অভিলেখগুলি প্রমাণ করে যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির রচনায় ভারতীয়দের কাব্য সৃষ্টির প্রবাহ শুষ্ক হয়ে যায়নি। লেখকাব্যগুলি সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিল। এইজন্য কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে অভিলেখের ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। তাই পাঠ্য অভিলেখগুলি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করছে 'এম. এ. পার্ট টু, সংস্কৃত, অষ্টম পত্র, দ্বিতীয় অর্ধ, ভারতীয় অভিলেখ।' অভিলেখগুলি সম্পর্কে পাঠ প্রস্তুত করেছেন ড. পার্থপ্রতিম দাশ ও ড. অদিতি সরকার। অভিলেখগুলি আলোচনার শুরুতে একটি প্রাথমিক পরিচিতি দেওয়ার পর মূল পাঠ বা মূল পাঠের দিগ্‌দর্শন মুদ্রিত হয়েছে। অতঃপর বঙ্গানুবাদ ও পুরাবৃত্তীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। অভিলেখগুলি এমনভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে যে স্বশিক্ষণ প্রণালীতে অভ্যস্ত ছাত্ররা সহজেই অভিলেখ বিষয়ক নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করে তুলতে পারবে। অধিকন্তু প্রত্যেক পাঠের শেষাংশে সহায়ক গ্রন্থগুলির উল্লেখ ও সম্ভাব্য প্রশ্নের নমুনা থাকায় উত্তর প্রস্তুত করে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের ক্ষানের পরিধি নিরূপণ করতে পারবে। বর্তমান গ্রন্থটিকে ত্রুটিবিহীন করতে যথাসাধ্য চেষ্ট্য করা হয়েছে। তথাপি অনিবার্যভাবে কিছু ন্যূনতা থেকে গিয়েছে। পরবর্তী সেগুলি যাতে যা থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হবে।

বর্তমান গ্রন্থটির রূপায়ণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁদের অভিমত, উপদেশ, প্রেরণা, শ্রম ও সহযোগিতা প্রতি পদক্ষেপে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা আশা করি, সংস্কৃত দূরশিক্ষা পাঠক্রমে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪ **তারাপদ চক্রবর্তী**

পর্যায়- গ্রন্থ ঃ ১

বাক্যপদীয় ঃ ব্রহ্মকাণ্ড

পরমলঘুমঞ্জুষা

অধ্যাপিকা সত্যবদী ব্যানার্জী

পর্যায়-গ্রন্থ ঃ ২

তর্কভাষা

মহামহোপাধ্যায় কেশব মিশ্র

অধ্যাপক মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যায়-গ্রন্থ ঃ ৩

ভারতীয় অভিলেখ

ড. পার্থপ্রতিম দাশ

ড. অদিতি সরকার

সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যাল

সূচিপত্র

বাক্যপদীয় ঃ ব্রহ্মকাণ্ড

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট-১ ঃ	আগম সমুচ্চয়ের প্রধান প্রধান বিষয়	৩
ইউনিট-২ ঃ	কারিকাবিশেষের মর্মার্থ প্রকাশ ও অনুশীলনী	১৬

পরমলঘুমঞ্জুষা

ইউনিট-৩ ঃ	শাব্দবোধের মুখ্যকারণরূপে শক্ত্যাদি বৃত্তি	২৭
ইউনিট-৪ ঃ	শাব্দবোধের সহকারী কারণ ও ধাত্বাদির অর্থ	৪৬

তর্কভাষা

ইউনিট-১ ঃ	১ নং-	গ্রন্থরচনার কারণ।	৫৯
ইউনিট-২ ঃ	১-	অনুমান প্রামাণ (ব্যাপ্তি) নিরূপণ।	৭৫
ইউনিট-৩ ঃ	১-	জ্ঞান প্রামাণ্য, প্রামাণ্যের স্বতস্ত্বখন্ডন ও ন্যায়মতানুসারে পরতস্ত্ব ব্যবস্থাপন।	৯১
ইউনিট-৪ ঃ	১-	গুণনিরূপণ।	১০৮
ইউনিট-৫ ঃ	১-	হেত্বাভাস।	১২৫

ভারতীয় অভিলেখ

একক - ১	**পূর্বভারতের অভিলেখ**	১৪৯
একক - ২	**মধ্যভারত ও পশ্চিমভারতের অভিলেখ**	১৬৩

ভারতীয় অভিলেখ (২)

একক - ১	**সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ অভিলেখ**	১৮৩

বাক্যপদীয় ঃ ব্রহ্মকাণ্ড

পরমলঘুমঞ্জূষা

ডঃ সত্যবতী ব্যানার্জী
সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বাক্যপদীয়

ব্রহ্মকাণ্ড

ইউনিট - ১

আগমসমুচ্চয়ের প্রধান প্রধান বিষয়

পাঠ সংকেত ঃ

১.০ পাঠের উদ্দেশ্য

১.১ প্রাক্‌কথন

১.২ শব্দব্রহ্মের স্বরূপ

১.৩ ভর্তৃহরির মতে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন

১.৪ শব্দ, অর্থ এবং শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতা স্থাপন

১.৫ ভর্তৃহরিসম্মত প্রমাণসমূহ

১.৬ উপাদান শব্দের প্রকারভেদ ঃ তাদের স্বরূপ ও সম্বন্ধ

১.৭ স্ফোট ও তার ভূমিকা

১.৮ স্ফোটাত্মক শব্দের দ্বিবিধ শক্তি

১.৯ ধ্বনির প্রকারভেদ ও প্রকৃতি

১.১০ স্ফোটাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্ত্যধ্বনির ভূমিকা

১.০ পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

বেদাঙ্গ ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজনরূপে যদিও রক্ষা, ঊহ, আগম, লাঘব এবং সন্দেহনিরসন এই পাঁচটিকে নির্দেশ করেছেন মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, তথাপি এই শাস্ত্রের চরম ফলরূপে ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তিকেই উল্লেখ করেছেন বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি। তাঁর মতে শব্দই ব্রহ্ম, শব্দতত্ত্ব স্ফোটস্বরূপ। বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে শব্দব্রহ্ম, স্ফোট, স্ফোটের বিভাগ; ধ্বনি ও নাদ থেকে স্ফোটের পার্থক্য, ত্রয়ী বাক্-এর স্বরূপ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে একে একে। বর্তমান পাঠে এই বিষয়গুলির জটিলতা পরিহার করে যথাসম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় সেগুলিকে পরিবেশন করা হবে।

১.১ প্রাক্‌কথন ঃ

পাণিনি সম্প্রদায়ে পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলির পরেই যাঁর নাম অতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, গ্রন্থটি শব্দশাস্ত্রবিষয়ক। ব্যাকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থে ব্যাকরণের নানা দার্শনিক সমস্যার সমাধান স্থানলাভ করেছে। 'বাক্যং চ পদং চ বাক্যপদে, তে অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থো বাক্যপদীয়ম্'— অর্থাৎ বাক্য এবং পদের বিষয়ে বিচার করা হয়েছে বলেই এই গ্রন্থের নাম রেখেছেন ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়। এই গ্রন্থের তিনটি কাণ্ড — (১) ব্রহ্মকাণ্ড, (২) বাক্যকাণ্ড ও (৩) পদকাণ্ড বা প্রকীর্ণকাণ্ড। তিনটি কাণ্ড থাকায় এই গ্রন্থটি ত্রিকাণ্ডী নামেও পরিচিত। এই কাণ্ডত্রয়ের মধ্যে 'ব্রহ্মকাণ্ড' টি আমাদের পাঠ্য। ব্রহ্মকাণ্ড ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন শাস্ত্রের অতিগম্ভীর দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ।

ভর্তৃহরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ দার্শনিক। তাঁর মতে উপনিষদের আত্মতত্ত্বের ন্যায় 'শব্দতত্ত্ব'ই একমাত্র সত্য। শব্দই তাঁর মতে ব্রহ্ম। এই শব্দ সর্বব্যাপক। উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের মত শব্দতত্ত্বও তাঁর মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সেই শব্দতত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম রূপ আছে। পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী— শব্দের এই তিনটি স্তর। শব্দের স্থূলতম রূপ 'বৈখরীবাক্' এবং সূক্ষ্মতম রূপ হল পশ্যন্তীবাক্। লোক ব্যবহারে অর্থপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শব্দের স্থূলরূপ বা 'বৈখরী বাক্'-ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা যোগী, তাঁরা শব্দের এই স্থূল রূপের অন্তরালে বিরাজমান 'মধ্যমা' এবং পরমসূক্ষ্ম 'পশ্যন্তী বাক্'— তত্ত্বের স্বরূপ আর্যদৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারেন।

সুতরাং ভর্তৃহরির দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে 'শব্দানুশাসন' বা ব্যাকরণ শুধুই শিষ্টসম্মত সাধুশব্দজ্ঞানের উপায়মাত্র নয়, এটি শব্দতত্ত্বের অবধারক হয়ে অপবর্গের দ্বারস্বরূপও বটে। বৈয়াকরণগণ শব্দের দুটি রূপ স্বীকার করেন, একটি হল নিমিত্ত এবং অপরটি অর্থবোধক। নিমিত্ত শব্দ হল 'স্ফোট' এবং অর্থবোধক বৈখরী শব্দ হল 'ধ্বনি'। এদের একটিকে অভিব্যঙ্গ্য এবং অপরটিকে তার অভিব্যঞ্জক মানা হয়। ব্রহ্মকাণ্ডে স্ফোট এবং তার নানা বিভাগ, স্ফোট-ধ্বনি এবং নাদের মধ্যে পার্থক্য, পশ্যন্তী-মধ্যমা ও বৈখরীবাক্ এদের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ, ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন, শব্দাদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে মোক্ষের স্বরূপ এবং সেই মোক্ষলাভের সহায়ক মার্গবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি নানা গূঢ় দার্শনিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

১.২ শব্দব্রহ্মের স্বরূপ ঃ

আচার্য ভর্তৃহরি লিখিত বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল শব্দব্রহ্মের স্বরূপ। সে বিষয়ে প্রথম কারিকাটি হল—

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।

—(বাক্যপদীয় ১/১)

উপনিষদ্‌সমূহে অদ্বৈত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই একমাত্র 'তত্ত্ব' রূপে স্বীকার করা হয়েছে। ভর্তৃহরিও তাঁর ব্যাকরণশাস্ত্রে একটিমাত্র তত্ত্বকেই স্বীকার করেছেন। সেই ব্রহ্ম হলেন শব্দব্রহ্ম। অর্থাৎ ভর্তৃহরিও অদ্বৈতবাদী এবং ব্রহ্মবাদী। তবে তিনি শব্দব্রহ্মে বিশ্বাসী, ঔপনিষদ ব্রহ্মে নয়। এই শব্দব্রহ্ম থেকেই বাহ্য ও আভ্যন্তর ভাবরাজি সমন্বিত এই বিশাল প্রপঞ্চের উদ্ভব। আচার্য শঙ্কর যেমন তাঁর অদ্বৈতবাদে জগৎকে ব্রহ্মেরই 'বিবর্ত' বলে অভিহিত করেছেন, আচার্য ভর্তৃহরিও অনুরূপভাবে এই বিশাল প্রপঞ্চকে শব্দাত্মক ব্রহ্মেরই বিবর্তরূপে অভিহিত করেছেন, পরিণাম রূপে নয়। (পরিণাম বা বিকার শব্দ সমার্থক। যেমন— দই হল দুধের পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ পরিণামবাদ অনুসারে পরিণামীর মূল বিষয়ে ফেরা সম্ভব নয়। যেমন— দই এর দুধে রূপান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু বিবর্তবাদ অনুসারে বিবর্তিত বস্তুর আকার পূর্বের রূপে ফিরে যাওয়া সম্ভব। যেমন বুদ্‌বুদ্ হল জলের বিবর্ত, পরিণাম নয়। বুদ্‌বুদ্ জলে রূপান্তরিত হতে পারে।) সুতরাং ভর্তৃহরি শব্দবিবর্তবাদের প্রবক্তা, শব্দ পরিণামবাদের নয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থে যে— শব্দব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূল শব্দ নয়, তা হল স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দ। (স্ফোট, ধ্বনি-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা, এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে ও পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থের আলোচনাতে প্রদত্ত হয়েছে।)

এই ব্রহ্ম আদি ও নিধনরহিত। সেই এক শব্দব্রহ্মই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন প্রাকৃতজনের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। এই বিষয়টিকেই আচার্য ভর্তৃহরি নীচের কারিকার দ্বারা বুঝিয়েছেন—

একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথকত্বেনেব বর্ত্ততে।।

—(বাক্যপদীয় ১/২)

অর্থাৎ যে শব্দব্রহ্ম শ্রুতিসমূহে একই রূপে কীর্তিত হয়েছে, সেই ব্রহ্মই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আশ্রয় হওয়ায়, শক্তিসমূহ থেকে বস্তুতঃ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পৃথক বা ভিন্নরূপে ভাসমান হয়। শক্তিসমূহ পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় তার আধার যে শব্দব্রহ্ম, তিনিও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। যদিও তিনি ভেদরহিত। প্রশ্ন হতে পারে ঃ শক্তিসমূহ যদি পরস্পর ভিন্ন এবং

আধার ব্রহ্ম থেকে বস্তুতঃই ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে ভর্তৃহরির বক্তব্য হল যে— ব্যাকরণশাস্ত্রে শক্তি ও শক্তিমান্— এই উভয়ের মধ্যে ভেদ বাস্তব নয়, সেটি কল্পিত মাত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ শব্দব্রহ্ম এবং তদাশ্রিত শক্তি অপৃথক্ হওয়ায় শক্তিসমূহের মধ্যেও পরস্পর ভেদ থাকতে পারে না। তথাপি শব্দব্রহ্ম থেকে শক্তিসমূহ যেমন পৃথক্, অনুরূপ শক্তিসমূহও পরস্পর পৃথক্‌রূপে অবিদ্যাবশতঃ ভাসমান হয়। কিন্তু এই ভেদ বাস্তব নয়। ফলে শব্দব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্বের কোনও ব্যাঘাত হতে পারে না।

এই শব্দব্রহ্মের একটি অন্যতম প্রধান শক্তি হল 'কালশক্তি'। শব্দব্রহ্মের নানাবিধ শক্তি বর্তমান, এবং যদিও সেই শক্তিসমূহ শব্দব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত নয়, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে পৃথগরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মের কালশক্তিকে আশ্রয় করেই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অনন্ত বৈচিত্র্য—যার মূল হচ্ছে জন্মাদি ছটি ভাববিকার। এই ভাববিকারবশতঃ পদার্থরাজির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ— ভাবভেদ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কারিকাটি হল—

অধ্যাহিতকলাং যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ।

জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষড় ভাবভেদস্য যোনয়ঃ।।

—(বাক্যপদীয় ১/৩)

পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের যে অনন্ত বৈচিত্র্য, তার মূলে রয়েছে জন্ম প্রভৃতি ছটি ভাববিকার। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁর গ্রন্থে আচার্য বার্ষ্যায়ণির মত উল্লেখ করে বলেছেন— "ষড়্ভাববিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ ভগবান্ বার্ষ্যায়ণিঃ। জায়তে অস্তি বিপরিণমতে বর্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি। অথান্যে ভাববিকারা এতেষামেব বিকারাঃ।" মহর্ষি পতঞ্জলিও এই মতের সমর্থন করেছেন তাঁর মহাভাষ্য গ্রন্থে।

এখন জন্ম, বিদ্যমানতা, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ এই ছয় ভাববিকারের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রথমে ভাববিকার বিষয়ে জ্ঞান আবশ্যক। ভাববিকারের অর্থ বুঝতে গেলে, ভাব ও বিকারের আলাদা আলাদা অর্থ জানা দরকার। এই দুটি শব্দের অর্থ টীকাকারদের মতে বিভিন্ন।

(১) একপক্ষের মতে ভাবশব্দের অর্থ 'ক্রিয়া'। বিকার শব্দের অর্থ 'প্রকার'।

(২) অপরপক্ষের মতে ভাব শব্দের অর্থ 'পদার্থ'। বিকার শব্দের অর্থ 'অবস্থা'।

(৩) তৃতীয়পক্ষের মতে ভাব শব্দের অর্থ 'শব্দ' বা 'অর্থযুক্ত শব্দ সমষ্টি', এবং বিকার শব্দের অর্থ 'অবস্থানভেদ'।

(৪) সর্বশেষ মতটি হল — ভাব শব্দের অর্থ 'সত্তা' বা 'মহাসামান্য' যার অপর নাম আত্মা বা পরব্রহ্ম। বিকার শব্দের অর্থ অবস্থান্তর প্রাপ্তি।

ছটি ভাববিকারের প্রথমটি হল— "জায়ত ইতি পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্টে, নাপরভাবমাচষ্টে, ন প্রতিষেধতি"। অর্থাৎ 'জায়তে' এই শব্দটি প্রথম বিকারের আদিকে (উপক্রম থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত জনিক্রিয়ার ব্যাপারসমূহকে) বোঝায়। পরবর্তী অস্তিত্ব বা ভাবকে বোধও করায় না আবার নিষেধও করেনা।

দ্বিতীয় ভাববিকারটি হল—

"অস্তীতুৎপন্নস্য সত্ত্বস্যাবধারণম্"। —অর্থাৎ 'অস্তি' এই কথাটি বললেই বোঝা যায়, যা জন্মেছে তা বিদ্যমান আছে, তার ধ্বংস হয়নি। 'অস্তি'—এর দ্বারা বিপরিণামের গ্রহণও হচ্ছে না প্রতিষেধও হচ্ছে না।

তৃতীয়টি হল — "বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্"।

অর্থাৎ 'বিপরিণমতে' এই শব্দটি স্বরূপ হতে অবিচ্যুত দ্রব্যের তদ্ভাব অথবা স্বরূপ থেকে অন্যথাভাব বা পরিবর্তন বোধ করায়। অর্থাৎ কোন বস্তুর বিপরিণাম হয়েছে বললে বুঝতে হবে — অস্তিত্বরূপ স্বরূপ থেকে বস্তুটির বিচ্যুতি ঘটেনি কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব থেকে তার বিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটেছে। 'বিপরিণমতে' —পদের দ্বারা বৃদ্ধির গ্রহণ বা প্রতিষেধ হচ্ছে না।

চতুর্থ ভাববিকারটি হল—

"বর্দ্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ং সাংযৌগিকানাং বার্থানাম্"। অর্থাৎ বর্দ্ধতে এই পদটি স্বীয় অঙ্গের দ্বারা বৃদ্ধি অথবা সংযোগ সম্বন্ধে অবস্থানশীল দ্রব্যের দ্বারা বৃদ্ধিকে বোঝায়। বর্দ্ধতে শব্দের দ্বারা অপক্ষয়ের গ্রহণও হচ্ছে না প্রতিষেধও হচ্ছে না।

পঞ্চম ভাববিকারটি হল—

"অপক্ষীয়ত ইত্যনেনৈব ব্যাখ্যাতঃ প্রতিলোমম্"। বৃদ্ধি শব্দের বিপরীত অর্থাৎ অপক্ষয় শব্দের অর্থ স্বীয় অঙ্গের অপচয়ে অথবা সাংযৌগিক দ্রব্যের অপচয়ে অপচয় বা হানি। অপক্ষয় শব্দের দ্বারা বিনাশের গ্রহণ ও প্রতিষেধ হচ্ছে না।

শেষ ভাববিকারটি হল—

"বিনশ্যতীত্যপরভাবস্যাদিমাচষ্টে ন পূর্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি'।

অর্থাৎ 'বিনশ্যতি' —এই শব্দটি অপরভাবের (বিনাশের) আদিকে বোধ করায়। পূর্ববর্তী ভাবকে অর্থাৎ অপক্ষয়কে বোধও করায় না প্রতিষেধও করেনা।

এই ভাববিকারবশতঃ পদার্থের বৈচিত্র্য ও নানাত্ব সম্ভব হয়। কিন্তু জন্মাদিবিকার ক্রিয়া বা ভাবস্বরূপ, তা পরিবর্তনযোগ্য। সেটা সিদ্ধ নয়। তাদের মধ্যে বহু বিভাগ ও তাদের পৌর্বাপর্য বর্তমান। সুতরাং ভাব বা ক্রিয়া কালিক পৌর্বাপর্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। ভাববিকার বা ক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপ যে এই ক্রম, তার মূলে যে কাল, তা শব্দব্রহ্মেরই স্বাতন্ত্র্যাখ্য শক্তি। শব্দব্রহ্ম এই কালশক্তির প্রভাবে জন্মাদি ষড়্বিধ ভাববিকারের উল্লাসের সাহায্যে বিশ্বের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। কাল অখণ্ড হলেও উপাধিভেদবশতঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ —এই ত্রিবিধভেদ কল্পিত হয়, যার ফলে কালেতেও ভেদ আরোপিত হয় এবং এই কল্পিত ভেদ অবশেষে শব্দব্রহ্মে আরোপিত হয়। এর ফলে শব্দব্রহ্ম অদ্বৈত এবং ক্রমশূন্য হলেও কালের কল্পিত ভেদ আরোপের ফলে তিনিও নানা এবং পূর্বাপরীভাববিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হন। এভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হতে পারে কালশক্তি কিভাবে জন্মাদি ষড় ভাববিকারের নিয়ামক হয়?— এর উত্তরে ভর্তৃহরি বলেন— কালের দুটি প্রধান শক্তি প্রতিবন্ধ(বাধা দেওয়া) ও অভ্যনুজ্ঞা (নির্বাধ) দ্বারা কাল জন্মাদি ছটি ভাববিকারের নিয়ামক হয়।

সুতরাং আচার্য ভর্তৃহরি কালকেই লোকযন্ত্রের সূত্রধার বা নিয়ামক বলে একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

"প্রতিবদ্ধাশ্চ যাস্তেন চিত্রা বিশ্বস্য বৃত্তয়ঃ।

তাঃ স এবানুজানাতি যথা তন্তুঃ শকুন্তিকাঃ।।"

— (বাক্যপদীয় ৩/১৫)

তন্তুর সাহায্যে যেমন শকুন্তিকার গতি নিয়মিত হয়, অনুরূপভাবে কালশক্তিই প্রতিবন্ধ ও অভ্যনুজ্ঞারূপ ব্যাপার বলে বিশ্বের যাবতীয় বৃত্তিকে পরিচালনা করছেন। কালের কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকলেও কালাখ্য স্বাতন্ত্র্যশক্তির আশ্রয় শব্দব্রহ্ম যথার্থই স্বতন্ত্র, অতএব এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কর্তা।

মূলতঃ শব্দব্রহ্ম অদ্বৈত হলেও কালাখ্য শক্তির আশ্রয়বশতঃই তিনি যেমন নানারূপে প্রতিভাত হন, ঠিক সেইভাবেই এক শব্দব্রহ্ম সর্বপদার্থের বীজ অর্থাৎ কারণস্বরূপ হয়েও ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগরূপে নানাভাবে বিরাজ করেন। ভর্তৃহরিকৃত এই বিষয়ে কারিকাটি হল—

একস্য সর্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।

ভোক্তৃ ভোক্তব্য রূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ।। ৪ ।।

— (বাক্যপদীয় ১/৪)

এই বিশ্বপ্রপঞ্চ জীবের ভোগের জন্য। 'ভোগ' শব্দের অর্থ সুখ এবং দুঃখের অনুভব। সুখদুঃখাদির অনুভব চেতন পুরুষেরই সম্ভব, এবং সুখ ও দুঃখাদির উৎপত্তির জন্য ভোগ্য বিষয় অপেক্ষিত। সুতরাং ভোক্তা বা পুরুষ, ভোগ্য বা

বিষয়, এবং তাদের পরস্পর সম্বন্ধ সঞ্জাত ভোগ বা সুখ-দুঃখানুভব পরস্পরসাপেক্ষ এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ — এই ত্রিবিধ পদার্থের ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ ভর্তৃহরিপ্রমুখদের দৃষ্টিতে ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ— এই ত্রিবিধ পদার্থের বাস্তবসত্তা সম্ভব নয়। একমাত্র অদ্বৈত শব্দব্রহ্মই তাঁদের মতে পরমার্থতঃ সৎ, এবং তিনিই নানা শক্তির উল্লাসের বশে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগভেদে আপাতভিন্নরূপে নানাবিধ বিবর্তের আশ্রয় হয়ে থাকেন। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ভোগসম্পাদনের জন্যই পরমতত্ত্ব শব্দব্রহ্মের এই ভেদপ্রতিভাস। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জীবের পরস্পর বিলক্ষণ বিচিত্র বিষয়ের বোধ হয়ে থাকে, অথচ সেই সকল পদার্থের বাহ্য অস্তিত্ব নেহ, অনুরূপভাবে ভোক্তৃ - ভোক্তব্য - ভোগরূপে ত্রিধা বিভক্ত বিচিত্র পদার্থও সেই পরমতত্ত্ব শব্দব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্যাপন্ন, এবং স্বতন্ত্র বাহ্যসত্ত্বাবিহীন এবং অসত্য। জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি ঘটলে এই ভোক্তৃ - ভোক্তব্য - ভোগগ্রন্থি সমন্বিত বিচিত্র প্রপঞ্চেরও উপশম ঘটে এবং সর্ববিধ বিবর্তের আধার-ভূত নিত্য, অক্রম, বিচিত্র শক্তির আশ্রয় এবং সেই সব শক্তি থেকে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে অনির্বাচ্য শব্দতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ সম্ভব হয়। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে এই শব্দব্রহ্মের সাযুজ্যলাভই হল জীবের মুক্তি।

১.৩ ভর্তৃহরির মতে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন ঃ

কোন শাস্ত্র পাঠ করার পূর্বে সেই শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন প্রতিপাদন অবশ্য কর্তব্য। কারণ 'প্রয়োজনম বিজ্ঞায় ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে— অর্থাৎ প্রয়োজন উপলব্ধি না করে মন্দধী অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তিও কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না'।

ব্যাকরণ হল ছটি বেদাঙ্গের মধ্যে প্রধান, সকল তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বাক্যপদীয়ে আচার্য ভর্তৃহরির এই প্রসঙ্গে কারিকাটি হল—

আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।

প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ।।

— (বাক্যপদীয় ১/১১)

'ব্রহ্মণঃ আসন্নম্'— অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপকারক যে শব্দব্রহ্ম বা বেদ — তার সঙ্গে ব্যাকরণ সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ। যদিও শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি অন্যান্য বেদাঙ্গও বেদার্থবোধের সহায়ক এবং পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত, তবুও ব্যাকরণের সাহায্যে বেদার্থের পরিজ্ঞান প্রথমে না ঘটলে অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে না। ব্যাকরণের দ্বারা কেবল লৌকিক শব্দসমূহের নয়, বৈদিক শব্দরাশিরও প্রকৃতি প্রত্যয়াদির অন্বাখ্যানের দ্বারা সংস্কার সাধন করা হয়। ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকলে বেদে মন্ত্রপাঠে লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়। সুতরাং বেদার্থজ্ঞান, বেদরক্ষণ ও বেদমন্ত্র প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উপায়রূপেও ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

বেদে সমস্ত লিঙ্গে এবং সমস্ত বিভক্তিতে মন্ত্রসমূহ পঠিত হয়নি। যাজ্ঞিকের কর্তব্য সেগুলির যথাযথ পরিবর্তন সাধন করা। এই প্রক্রিয়ার পারিভাষিক নাম হল ঊহ। যিনি ব্যাকরণ জানেন না তিনি সেগুলিকে যথাযথ পরিবর্তন করতে পারবেন না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। এই ঊহজ্ঞের ফল হল ঐহিক সুখসিদ্ধি। নাগেশভট্ট বলেছেন — "ঊহজ্ঞস্য হি আর্ত্বিজ্যলাভেন দ্রব্যপ্রাপ্তি দ্বারা ঐহিক সুখসিদ্ধিঃ ফলমিতি"। ব্যাকরণ বেদের ঊহরূপ উপকার করে। কারণ লিঙ্গ বচনের যথাযথ বিপরিণামপূর্বক ঊহ করা হয় ব্যাকরণশাস্ত্রের সহায়তায়।

আগমও ব্যাকরণের অন্যতম প্রয়োজন। আগম অর্থাৎ শ্রুতি ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবর্তক। এখানে প্রয়োজনসমূহের মধ্যে আগম অন্যতম একথাই বলা হয়েছে।

সহজে শব্দজ্ঞান যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্যেও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। ভর্তহরি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

অর্থপ্রবৃত্তিতত্ত্বানাং শব্দা এব নিবন্ধনম্।

তত্ত্ববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে।।

— (বাক্যপদীয় ১/১৩)

অর্থের অববোধ বা ব্যবহারের যে সকল নীতি, ব্যাকরণই তাদের একমাত্র নিয়ামক। আবার শব্দসমূহের সাধুত্বের জ্ঞান ব্যাকরণ ব্যতিরেকে হতে পারে না। অতএব অবিকল সাধুসংস্কারবিশিষ্ট শব্দের স্বরূপজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যাকরণের অনুশাসনের দ্বারাই সম্ভব।

শাস্ত্রবাক্যের অর্থবোধে সন্দেহ উপস্থিত হলে ব্যাকরণ সেই সন্দেহের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন— 'স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনডাহীমালভেত'। অর্থ হল অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে গাভী আলভন বধ করতে হবে। এখানে সংশয় হল— 'স্থূলপৃষতীম্' এই বিশেষণের তাৎপর্য নির্ণয়ে। কর্মধারয় সমাস হলে অর্থ হয়— স্থূল এবং বিন্দুমতী গাভী আলভন করা কর্তব্য। আবার বহুব্রীহি সমাস করলে— স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ এই বিগ্রহবাক্য দাঁড়ায়। অর্থ হবে সেই গাভী আলভনযোগ্য হবে যার বিন্দুগুলি হবে স্থূল। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে স্থূলত্ব গাভীর, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্থূলত্ব বিন্দুর বোধ্য। এখন স্থূলপৃষতী শব্দে উভয় অর্থই সম্ভব হওয়ায় ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ বাক্যের বক্তব্য নিরূপণে দ্বিধাগ্রস্ত হন। বৈয়াকরণ যিনি, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈয়াকরণের স্বরের জ্ঞান থাকায় তিনি জানেন কর্মধারয় ও বহুব্রীহিতে স্বরগত বৈষম্য থাকে। তাই তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না।

ব্যাকরণ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলেরই জনক। কারণরূপে বলা হয়েছে— "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি" — এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্যাকরণের কাম্য স্বর্গাদিফলজনকতাও বোধিত হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণ উভয়বিধ ফলের জনক বলে সকল তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। "প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ"— এখানে প্রথম শব্দের অর্থ প্রধান। কেননা ষড়ঙ্গের তালিকায় শিক্ষা এবং কল্প— এরপর ব্যাকরণ পঠিত হয়েছে। সুতরাং প্রাধান্যই ভর্তৃহরির অভিপ্রেত প্রাথম্য।

ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্বণাম্।

ইয়ং সা মোক্ষমাণা-নামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ।।

— (বাক্যপদীয় ১/১৬)

ব্যাকরণ যে শুধু সাধুশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করে তাই নয়, পরন্তু সাধুশব্দের অর্থজ্ঞানপূর্বক প্রয়োগের দ্বারা প্রযোক্তার পরমধর্মের অভিব্যক্তি ঘটায় এবং পরিণামে পরব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ হয়। সুতরাং ভর্তৃহরি প্রমুখ আচার্যগণের মতে শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ অধ্যাত্মশাস্ত্রও বটে।

কোশ—কাব্য—শাস্ত্র—ইতিহাস—পুরাণাদি সমস্ত বিদ্যা বা বাঙ্ময়ের প্রতীতির মূল হল ব্যাকরণবিদ্যা, তা ভর্তৃহরিকারিকায় পরিস্ফুট।

তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।

পবিত্রং সর্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে।। ১৪ ।।

— (বাক্যপদীয় ১/১৪)

আসল কথা হল, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে কোনও বাক্যেরই অর্থপ্রতীতি সম্ভব নয়। সকল বিদ্যাই যেহেতু বাক্যসন্দর্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ব্যাকরণই সকল বিদ্যার ভিত্তিভূমি। এই ব্যাকরণের দ্বারা যে শুধু সাধুশব্দের জ্ঞান হয়, তা নয়, এটা মুক্তিরও উপায়। সিদ্ধি বা মোক্ষই পুরুষের একমাত্র কাম্য। এই সিদ্ধিলাভ করতে হলে অধস্তন যে সকল ভূমি বা স্তরভেদ আছে, তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম পর্ব বা সোপান হল সাধুশব্দের জ্ঞান ও প্রয়োগের সিদ্ধি। এই প্রয়োগসিদ্ধি ব্যাকরণের দ্বারাই সাধিত হতে পারে, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ব্যাকরণ সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম সোপান — এতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করলে পরবর্তী সোপানসমূহে আরোহণ সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় — বেদপাঠ থেকে শুরু করে মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান— এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ভর্তৃহরি ব্যাকরণের এইরূপ মাহাত্ম্য অনুভব করেছেন বলেই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

'তদ্ ব্যাকরণমাগম্য পরং ব্রহ্মাধি গম্যতে।।

— (বাক্যপদীয় ১/২২)

১.৪ শব্দ, অর্থ এবং শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতা স্থাপন ঃ

শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার্তিককার কাত্যায়ন বলেছেন— "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে"। 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্য শব্দের পর্যায়বাচক শব্দ, এবং বাক্যস্থ তিনটি পদের সঙ্গেই তার অন্বয় হবে। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীগ্রন্থে শব্দকে নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। নিত্য শব্দের দ্বারা বাচ্য যে 'অর্থ' (শব্দার্থ) তাকেও নিত্য হতে হবে ; তা না হলে শব্দের নিত্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। সম্বন্ধিদ্বয় নিত্য হলে তার সম্বন্ধ অনিত্য হতে পারে না। বাক্যপদীয়কারও যে এই মত সমর্থন করেন তা তাঁর কারিকাটিতেই সুস্পষ্ট। কারিকাটি হল—

নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাস্তত্রাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।

সূত্রাণামনুতন্ত্রানাং ভাষ্যানাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ।।

— (বাক্যপদীয় ১/২৩)

সূত্রকার, বার্তিককার এবং ভাষ্যকার পাণিনিয় সম্প্রদায়ের মূর্দ্ধণ্য এই তিনজন আচার্য যাঁরা মুনিত্রয় রূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন এবং যাঁদের নামানুসারে পাণিনী ব্যাকরণ 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' রূপে পরিচিত, তাঁরা যে সকলেই শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে একমত — এটা সূচনা করার জন্য 'আম্নাত' শব্দটি কারিকায় প্রয়োগ করা হয়েছে। 'আম্নাত' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ক্রমে যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অনুশিষ্ট হয়ে আসছে। "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই প্রথম বার্তিকে এবং তার আলোচনাবসরে পস্পশা আহ্নিকে ভাষ্যকার অতি বিস্তৃতভাবে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা সম্বন্ধে বিচার করেছেন।

শব্দ বলতে এখানে শব্দজাতি বা শব্দাকৃতি (ঘট শব্দ-ত্ব ইত্যাদিরূপ), অর্থ বলতে অর্থাকৃতি বা অর্থজাতি (ঘট-ত্বা দি রূপ) বুঝতে হবে। কেননা শব্দব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চার্যমান শব্দ পুরুষভেদে, কালভেদে, অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং উৎপাদ— বিনাশশীল, সুতরাং অনিত্য, যার উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই, তাকেই নিত্য বলা হয়। অনুরূপভাবে ঘটাদি অর্থও ব্যক্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ও অনিত্য। কিন্তু জাতিরূপে তা নিত্য। অর্থাৎ জাতিতে শক্তি স্বীকার করাই সঙ্গত হয়। ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা নির্দোষ নয়। দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে, পৃথিবীতে গো ব্যক্তি অনন্ত। অতীতে কত গো ব্যক্তি ছিল, বর্তমানে কত গো ব্যক্তি আছে, ভবিষ্যতেই বা কত গো ব্যক্তি হবে, কে তার ইয়ত্তা করতে পারে ? প্রতিটি গো ব্যক্তিতে যদি শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে শক্তিও অনন্ত হবে। জাতিতে শক্তি স্বীকার করলে অনন্ত শক্তি স্বীকার করতে হয় না, কারণ গো- ব্যক্তি অনন্ত হলেও গোত্ব জাতি একটি।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, শব্দকে অর্থাৎ শব্দজাতিকে নিত্য বলে স্বীকার করলে শব্দের বাচ্যর্থও কি নিত্য হবে ? শব্দ নিত্য, কিন্তু তার অর্থ অনিত্য হলে শব্দের নিত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। এজন্য শব্দের নিত্যতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থের নিত্যতা স্বীকারও অপরিহার্য। শব্দ অর্থবিচ্ছিন্ন, অর্থ শব্দবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। অর্থটি যেহেতু শব্দের অর্থ, এজন্য ওদের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করতে হবে এবং সেই সম্বন্ধকে-ও নিত্য বলতে হবে। শব্দ ও অর্থের নিত্যত্ব শুধু জাতিপক্ষ স্বীকারের দ্বারাই সম্ভব। তা ছাড়া যদি শব্দ ও অর্থ 'ব্যক্তি' কেই বোঝায়, তবে তাদের মধ্যে সম্বন্ধও নিত্য হতে পারে না। 'জাতি'কেই যদি 'শক্ত' বা বাচক বলা যায়, এবং জাতিই যদি 'শক্য' বা অর্থ বা অভিধেয় বা বাচ্য হয়, তবেই তাদের সম্বন্ধও নিত্য হতে পারে, অন্যথা নয়। সম্বন্ধিদ্বয় নিত্য হলে তাদের সম্বন্ধ অনিত্য হতে পারেনা। সেকারণেই 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকের দ্বারা বার্তিককার শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যত্বের কথা বললেন। 'সিদ্ধ' পদের দ্বারা যে তিনি 'নিত্যতা' কেই বুঝিয়েছেন তা 'সিদ্ধং তু নিত্যশব্দত্বাৎ' এই বার্তিক থেকে প্রমাণিত হয়। ভাষ্যকার পতঞ্জলির "একঃ

করেন, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শব্দের নিত্যতা স্বীকারের দ্বারা তার অর্থের এবং তাদের সম্বন্ধেরও নিত্যতা সিদ্ধ হয়।

১.৫ ভর্তৃহরি সম্মত প্রমাণসমূহ ঃ

বাক্যপদীয় গ্রন্থে আচার্য ভর্তৃহরি যে পাঁচটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন সেগুলি হল— প্রত্যক্ষ, অনুমান বা তর্ক, আগম বা শব্দ, অভ্যাস ও অদৃষ্ট।

ভর্তৃহরি প্রথমে আগম সিদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে— কোন কোন ব্যক্তির মতে সাধু শব্দ হল ধর্মের অঙ্গ। যদি এই মত মেনে নেওয়া হয় তবে প্রশ্ন ওঠে যে, সাধুশব্দের ব্যবহারের জন্য ব্যাকরণাগমের কি প্রয়োজন? তর্ক বা অনুমানের সাহায্যেই শব্দের সাধুত্ব নির্ণয় সম্ভব। আর যুক্তির দ্বারা যেখানে সাধুত্ব নিরূপণ অসম্ভব, সেখানে ঋষিগণের আর্ষজ্ঞানের দ্বারাই সাধুত্ব নিশ্চয় সম্ভব। এইভাবে যাঁরা সাধুশব্দব্যবস্থা এবং তন্মূলক ধর্মনিয়মবিষয়ে ব্যাকরণাগমের উপযোগিতা অস্বীকার করতে চান তাঁদের মত নিরাকরণের উদ্দেশ্যে আগমের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে ভর্তৃহরি বলেছেন—

ন চাগমাদৃতে ধর্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।

ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানং তদপ্যাগমপূর্বকম্।। ৩০ ।।

— (বাক্যপদীয় ১/৩০)

ধর্ম বা পুণ্য-পাপ কেবলমাত্র অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত আগমের দ্বারাই নির্ণয় করা সম্ভব। আগমবিরোধী স্বমনীষাকল্পিত যুক্তি যা শুষ্ক তর্করূপে পরিচিত, তার দ্বারা ধর্মব্যবস্থা আদৌ সম্ভব নয়। দৃষ্টবিষয়েও যুক্তির দ্বারা বস্তুর নির্ণয় সম্ভব নয়। যেমন — বহ্নি দহন করে কেন ? জলের শৈত্য কি কারণে ঘটে ? এর উত্তরে যুক্তিবাদী যাঁরা, তাঁরাও শেষপর্যন্ত কোনও সদুত্তর দিতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ অগ্নিষ্টোম যাগের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হলে যাগের সঙ্গে স্বর্গের সাধ্যসাধনভাব প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয়না এবং ব্যাপ্তি নির্ণয় না হলে তর্কের প্রসারও সম্ভব নয়। কিন্তু যজ্ঞাদির ধর্মসাধনত্ব ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও যেহেতু এটা অবিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্য ক্রমাগত আগমের দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে, সেহেতু শিষ্যগণ তার প্রামাণ্য স্বীকার করে থাকেন।

আবার যেহেতু অবস্থাভেদ, দেশভেদ, কালভেদবশতঃ পদার্থসমূহের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, সেহেতু অনুমানের সাহায্যে তাদের অর্থাৎ পদার্থের সেই সেই শক্তির নিশ্চয় অতীব দুর্লভ—

অবস্থা-দেশ-কালানাং ভেদাদ্ ভিন্নাসু শক্তিষু।

ভাবানামনুমানেন প্রসিদ্ধি রতিদুর্লভা।।

— (বাক্যপদীয় ১/৩২)

অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় ধর্মাদিবিষয় তো দূরের কথা, ইন্দ্রিয়গোচর লৌকিকভাব বা পদার্থরাজির স্বরূপ বা শক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভ করাও সম্ভব নয়। অতএব তর্ক বা অনুমান ক্ষেত্রবিশেষে অসমর্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐসব স্থলে আগমের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়।

এইভাবে আগমকে অন্যতম প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করার পর ভর্তৃহরি নিম্নোক্ত কারিকার দ্বারা অভ্যাসকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন—

পরেষামসমাখ্যেয়মভ্যাসাদেব জায়তে।

মণিরূপ্যাদিবিজ্ঞানং তদ্বিদাং নানুমানিকম।।

— (বাক্যপদীয় ১/৩৫)

অর্থাৎ রত্নপরীক্ষক যখন সুবর্ণাদির উৎকর্ষ বা বিশুদ্ধির তারতম্য নিরূপণ করে থাকেন, তখন তা যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব হয়না এটা অবশ্যই স্বীকার্য। কেননা রত্নাদির উৎকর্ষ-উৎপাদক ধর্মসমূহ অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এস্থলে কুণ্ঠশক্তি বলে তন্মূলক অনুমানও রত্নাদির উৎকর্ষ অবধারণে অসমর্থ। আগম প্রমাণের দ্বারাও এই জ্ঞান সম্ভব নয়। এই জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে ভর্তৃহরি বলেছেন—

'অভ্যাসাদেব জায়তে'— বারংবার মণিরূপ্যাদির প্রত্যক্ষ করতে করতে তাদের উৎকর্ষ—তারতম্য রত্নপরীক্ষকের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ভর্তৃহরি অদৃষ্টকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে কারিকাটি হল—

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্যবস্থিতাঃ।

পিতৃরক্ষঃ পিশাচানাং কর্মজা এব সিদ্ধয়ঃ।।

— (বাক্যপদীয় ১/৩৬)

অর্থাৎ পিতৃগণ, রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণের যে সকল সিদ্ধি, সেগুলি প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অতীত এবং কেবলমাত্র কর্ম বা অদৃষ্ট হতেই উদ্ভূত। সুতরাং প্রমাণরূপে অদৃষ্ট স্বীকার্য।

তাছাড়া যোগিগণের চিত্ত তপস্যার দ্বারা 'দগ্ধকিল্বিষ', ফলে তাঁদের চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনুপপ্লুত (কালুষ্যরহিত) হওয়ায় অনাবৃত জ্ঞান তাঁদের চিত্তে আবির্ভূত হতে পারে। সেই অবস্থায় যে সকল পদার্থের জ্ঞান আমাদের ন্যায় পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাঁরা অনায়াসে সেই সকল পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত হতে পারেন। তাঁদের সেই জ্ঞান আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎকারাত্মক প্রত্যক্ষ হতে কোনও ভেদ নেই। তাঁদের এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর মানস সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা অদৃষ্ট বা কর্মজন্য। সুতরাং অদৃষ্টকেও আর্ষপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ বা নিমিত্তরূপে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

যোগিগণের অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি অলৌকিক প্রত্যক্ষের উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি জানিয়েছেন যে যোগিগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্মদাদি পুরুষের লৌকিক প্রত্যক্ষের মতই এক প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, ভর্তৃহরি লৌকিক এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষ উল্লেখ করে প্রমাণরূপে প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেছেন।

অনুমান প্রমাণটিও ভর্তৃহরির অনুমত। কারণ তিনি আগম প্রমাণের প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্ষেত্রবিশেষে অনুমান বা তর্কের ন্যূন্যতা দেখিয়েছেন, কিন্তু প্রতিষেধ করেননি। সুতরাং ভর্তৃহরির মতে অনুমানও একটি স্বীকার্যপ্রমাণ।

১.৬ উপাদান শব্দের প্রকারভেদ—তাদের স্বরূপ ও সম্বন্ধ ঃ

শব্দ ব্যবহারের মূলে আছে তিনটি পদার্থ— শব্দ, অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ। শব্দই অর্থ ও সম্বন্ধের মূলভূত। ব্যাকরণশাস্ত্র সেই শব্দেরই অনুশাসনে ব্যাপৃত। সুতরাং শব্দের স্বরূপ বিচার অবশ্য কর্তব্য। শব্দ ব্যক্তবাক্ মানুষের যেমন সর্বব্যবহারের মূল, সেরূপ অব্যক্তবাক্ প্রাণী এবং পক্ষী প্রভৃতি জীবেরও শব্দ শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে। আবার অচেতন মেঘ, নদী প্রভৃতি জড় পদার্থের গর্জনও উপলব্ধ হয়। লোকব্যবহারে এই সবকিছুই শব্দরূপেই নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ব্যাকরণে যখন শব্দের অনুশাসন করা হয় তখন সংশয় উপস্থিত হয় যে— কি জাতীয় শব্দের অনুশাসন ব্যাকরণে করা হয়ে থাকে? এই প্রশ্নেরই সমাধানকল্পে আচার্য ভর্তৃহরির এই কারিকাটির পরিকল্পনা—

দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।

একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে।।

— (বাক্যপদীয় ১/৪৪)

চেতন মানুষ যখন অর্থ বোঝাবার জন্য শব্দ ব্যবহার করে থাকে, তখন সেই শব্দকে 'উপাদান শব্দ' বলে। অর্থাৎ প্রয়োগকর্তা কোনও বিবক্ষিত অর্থবোধনের নিমিত্ত যে শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন — সেই অর্থবোধক শব্দই এস্থলে 'উপাদান শব্দ' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই উপাদান শব্দের যখন উচ্চারণ করা হয়, তখন আপাতদৃষ্টিতে যদিও তা এক এবং অভিন্নরূপে লোকে প্রতীত হয়, তথাপি 'শব্দবিদ্' অর্থাৎ শব্দতত্ত্বজ্ঞ বৈয়াকরণগণ সেস্থলে দুটি স্বতন্ত্র শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। তন্মধ্যে একটি শব্দ অন্য শব্দটির নিমিত্ত। দ্বিতীয় শব্দটি অর্থের প্রতীতির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত। এই দুটি উপাদান শব্দ এবং নিমিত্ত শব্দই যথাক্রমে 'ধ্বনি' এবং 'স্ফোট'— এই দুটি পারিভাষিক সংজ্ঞার সাহায্যে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। স্থান ও করণের সংঘাতের দ্বারা যে বর্ণের উচ্চারণ হয়, সেই বর্ণ ক্ষণিক, ক্রমবিশিষ্ট, অর্থহীন হলেও তার দ্বারা অখণ্ড, নিত্য, অক্রম আন্তর শব্দের বোধ জন্মায়, এবং সেই নিত্য শব্দই বিবক্ষিত অর্থের বোধের প্রতি কারণ। সুতরাং 'ধ্বনি' রূপ যে একপ্রকার শব্দ, সেটি 'স্ফোট' রূপ দ্বিতীয়প্রকার শব্দের কারণ বা নিমিত্ত।

8TH PAPER

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Lautemann, Sven-Eric. "Schemaevolution in objektorientierten Datenbanksystemen auf der Basis von Versionierungskonzepten", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	<1%
2	Submitted to CSU, San Francisco State University Student Paper	<1%
3	Matzke, Dirk. "Mehrdimensionale Multiressourcenplanung mit Constraintlösern", Technische Universität Berlin, 2006. Publication	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		